NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ

একদিন

Website : www.ekdinnews.com

http://youtub.com/@dailyekdin2165

Epaper : ekdin-epaper.com

শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

৮ স্কুলপড়ুয়া-পুলিশদের বিরাট আবদার মেটালেন কোহলি

ডুরান্ডের শেষ চারে ইস্টবেঙ্গল ৮

কলকাতা ২৬ অগস্ট ২০২৩ ৮ ভাদ্র ১৪৩০ শনিবার সপ্তদশ বর্ষ ৭৬ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata, 26.08.2023, Vol.17, Issue No.76, 8 Pages, Price 3.00

অচেনা ফাইল ডাউনলোড হয়েছে কম্পিউটারে!

ইডির বিরুদ্ধে লালবাজারে লিপস অ্যান্ড বাউন্ডস

নিজস্ব প্রতিবেদন: তল্লাশি সেরে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)-র আধিকারিকেরা চলে যাওয়ার পর দেখা গিয়েছে, সংস্থার কম্পিউটারে ১৬টি ফাইল ডাউনলোড করা হয়েছে। এমনটাই দাবি করলেন লিপস অ্যান্ড বাউন্ডস সংস্থার কর্মী চন্দন বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর দাবি, ওই ফাইলগুলি সংস্থার কোনও কর্মী করেননি। কী ভাবে সেই 'অচেনা' ফাইলগুলি ডাউনলোড করা হয়েছে, তা-ও জানেন না তাঁরা। এই নিয়ে লালবাজার-এ অভিযোগ জানালেন চন্দন।

গত সোমবার লিপস অ্যান্ড বাউন্ডস সংস্থায় প্রায় ১৮ ঘণ্টা তল্লাশি চালায় এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)। ইডি সূত্রে খবর, এই সংস্থায় উচ্চ পদে কাজ করতেন নিয়োগ দুর্নীতিকাণ্ডে অভিযুক্ত 'কালীঘাটের কাকু' তথা সুজয়কৃষ্ণ ভদ্র। তল্লাশির পর সংস্থার কর্মী চন্দনের মোবাইল বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। তাঁর দাবি, ইডি আধিকারিকেরা চলে যাওয়ার পর সংস্থার কম্পিউটারে ১৬টি মাইক্রোসফট এক্সেল ফাইল ডাউনলোড করা হয়েছে। তিনি এ-ও দাবি করেছেন, ২১ অগস্ট তল্লাশির সময় ওই কম্পিউটারের নিয়ন্ত্রণ নিয়েছিলেন ইডির আধিকারিকেরা। সে সময়ই কিছু ফাইল তাঁরা ডাউনলোড করে নেন।

গত সোমবার রাতভর তল্লাশি চালানো হয় লিপস অ্যান্ড বাউন্ডস নামে এক সংস্থার অফিসে। সোমবার সকালে ইডির তিনটি দল সুজয়কৃষ্ণের সঙ্গে সম্পর্ক রয়েছে, এমন পৃথক তিনটি জায়গায় তল্লাশি শুরু করে। দক্ষিণ ২৪ পরগনার বিষ্ণুপুরে একটি প্রকল্প এলাকায় যান ইডির আধিকারিকেরা। পাশাপাশি, লি রোডে সুজয়কৃষ্ণের মেয়ে এবং জামাইয়ের ফ্ল্যাটেও যান ইডির আধিকারিকেরা। একইসঙ্গে আলিপুরে লিপস অ্যান্ড বাউন্ডসের দপ্তরেও যান তাঁরা। একযোগে তিন জায়গায় তল্লাশি শুরু হয়। বিষ্ণুপুর এবং লি রোডে তল্লাশির কাজ শেষ হলেও আলিপুরের অফিসে তল্লাশি গড়ায় ভোর পর্যন্ত। ইডি সূত্রে খবর, প্রায় ১৮ ঘণ্টার তল্লাশিতে কেন্দ্রীয় সংস্থার আধিকারিকদের হাতে আসে একগুচ্ছ নথি। একইসঙ্গে তাঁরা হদিশ পান হার্ড ডিস্কেরও। আপাতত সেই সব নথি খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা। তারপরই পরবর্তী পদক্ষেপের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে বলে ইডি সূত্রে খবর। পাশাপাশি ইডি-র তরফ থেকে এও জানানো হয়েছে, ওই সংস্থার ব্যাংক অ্যাকাউন্টও। কার নামে ওই অ্যাকাউন্ট রয়েছে, সে সব নথি খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা।

এদিকে ইডি সূত্রে খবর, লিপস অ্যান্ড বাউন্ডস নামে ওই সংস্থার মোট পাঁচটি ব্যাংক অ্যাকাউন্টের হদিশ পেয়েছেন তদন্তকারীরা। ২০১২ সাল থেকে ওই সব অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে কী কী লেনদেন হয়েছে, সেই হিসেব বের করার চেষ্টা করছেন তদন্তকারীরা। তার জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের কাছে স্টেটমেন্ট চাওয়া হচ্ছে। ওইসব ব্যাংক অ্যাকাউন্টের কেওয়াইসি কার নামে রয়েছে, সেটাও জানতে চাওয়া হবে ব্যাংকের কাছে। আরও দেখা হচ্ছে, ওই সংস্থার সিইও পদে কারা, কোন সময় দায়িত্ব পালন করেছেন, সংস্থায় থাকাকালীন তাঁদের কী কী কাজ ছিল। এখানে বলে রাখা শ্রেয়, এই লিপস অ্যান্ড বাউন্ডস সংস্থায় উচ্চ পদে চাকরি করতেন সুজয়কৃষ্ণ। আবার তাঁরই সংস্থা এসডি এন্টারপ্রাইজের সঙ্গেও ওই সংস্থার লেনদেনের প্রমাণ গোয়েন্দারা পেয়েছেন বলে দাবি।

এদিকে ইডি সূত্রে এ খবরও মিলেছে লিপস অ্যান্ড বাউন্ডসের কর্মী চন্দন বন্দ্যোপাধ্যায়কে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য সোমবার তলব করা হয়েছে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের দপ্তরে। সংস্থার দফতরে তল্লাশি চালানোর পর এই চন্দনের মোবাইল-ই বাজেয়াপ্ত করেছিল পুলিশ।

এদিকে সোমবারে টানা ১৮ ঘণ্টা তল্লাশি অভিযানের পর লিখিত বিবৃতিতে ইডির দাবি, 'লিপস অ্যান্ড বাউন্ডস প্রাইভেট লিমিটেড'-এর চিফ এগজিকিউটিভ অফিসার (সিইও) তৃণমূল সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। সঙ্গে লেখা হয়েছে, ২০১২ থেকে ২০১৪ সাল পর্যন্ত ওই সংস্থার ডিরেক্টর পদে ছিলেন অভিষেক। যদিও ডায়মন্ড হারবারের দু'বারের সাংসদ অভিষেকের ২০১৪ বা ২০১৯ সালের লোকসভা ভোটে প্রার্থী হওয়ার সময়ে নির্বাচন কমিশনে জমা-দেওয়া হলফনামা পরীক্ষা করে দেখা যাচ্ছে, তাঁর ওই সংস্থার সঙ্গে যুক্ত থাকার কোনও তথ্য নেই। ২০১৪ সালের হলফনামায় তিনি জানিয়েছিলেন, 'লিপস অ্যান্ড বাউন্ডস প্রাইভেট লিমিটেড' সংস্থার ১০ টাকা মূল্যের এক হাজারটি শেয়ার রয়েছে তাঁর। ২০১৯ সালে সে কথা নেই।

ইডির চার্জশিটে দাবি করা হয়েছে, ২০২০-২১ সালের মধ্যে সুজয়কৃষ্ণকে এসডি এন্টারপ্রাইজের সঙ্গে লিপস অ্যান্ড বাউন্ডসের ৯৫ লক্ষ এক হাজার টাকা লেনদেন হয়েছে। কবে, কত টাকা লেনদেন, তা-ও চার্জশিটে জানিয়েছে ইডি।

র‍্যাগিংই হয়েছিল যাদবপুরে রিপোর্টে জানাল কমিটি

নিজস্ব প্রতিবেদন: যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রমৃত্যুর নেপথ্যে র‍্যাগিংয়ের ভূমিকা ছিল। মনে করছে বিশ্ববিদ্যালয়ের আভ্যন্তরীন তদন্ত কমিটি। এর আগে রাজ্য মানবাধিকার কমিশনের তদন্তকারী দলও জানিয়েছিল, তারা যাদবপুরে গত ৯ অগস্ট রাতে র‍্যাগিংয়ের 'প্রমাণ' পেয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে খবর, ইতিমধ্যেই আভ্যন্তরীন কমিটির রিপোর্ট জমা দেওয়া হয়েছে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন উপাচার্য বুদ্ধদেব সাউকে। তাতে বলা হয়েছে, ছাত্রমৃত্যুর নেপথ্যে র‍্যাগিংয়েরও ভূমিকা রয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। এ ছাড়া প্রশাসনিক ব্যর্থতা লক্ষ্য করা গিয়েছে বলে জানানো হয়েছে ওই রিপোর্টে। তবে এ সবের পরও বিশ্ববিদ্যালয়ের আভ্যন্তরীন তদন্তে স্পষ্ট নয়, ৯ অগস্ট রাতে কী ভাবে হস্টেলের বারান্দা থেকে পড়ে গিয়েছিলেন বাংলা বিভাগের প্রথম বর্ষের ওই ছাত্র। যার পরে হাসপাতালে তাঁর মৃত্যু হয়।

বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে খবর, রিপোর্টে বলা হয়েছে, কী ভাবে ওই ছাত্র পড়ে গিয়েছিলেন তা জানা যায়নি। তবে র‍্যাগিংয়ের ঘটনায় যাঁদের অভিযুক্ত বলে মনে হয়েছে আভ্যন্তরীন কমিটির তাঁদের অনেকেই এখন পুলিশ হেপাজতে রয়েছে বলেও জানানো হয়েছে রিপোর্টে। অর্থাৎ গত ১৬ দিনে যাদবপুরের ঘটনায় যে ১৩ জনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ, তাঁদের মধ্যে অনেকেই দোষী বলে উল্লেখ করেছে বিশ্ববিদ্যালয়ের আভ্যন্তরীন কমিটির তদন্তকারীরাও।

সৌরভের জেল হেপাজত

নিজস্ব প্রতিবেদন: যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রমৃত্যুর ঘটনায় ধৃত সৌরভ চৌধুরীকে আগামী ৮ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত জেল হেপাজতের নির্দেশ দিল আলিপুর আদালত। তাঁকে জেলে গিয়ে জেরা করতে পারবে পুলিশ। শুক্রবার সৌরভকে আদালতে হাজির করানো হয়। আদালতে সরকারি আইনজীবী গোপাল হালদার বলেন, 'পিক অ্যান্ড চুজ করে ছাত্রকে মারা হয়েছে।' যদিও এই মন্তব্যের বিরোধিতা করেন সৌরভের আইনজীবী। আদালতে সৌরভের আইনজীবীর সঙ্গে সরকার পক্ষের আইনজীবীর সওয়াল-পাল্টা সওয়াল চলে। সৌরভের আইনজীবী জানান, তদন্তে সৌরভ সংক্রান্ত কোনও বিষয়ে অগ্রগতি হয়নি। যদিও পুলিশ দাবি করেছে, এই মামলায় অনেক অগ্রগতি হচ্ছে। দাগী বন্দিদের সঙ্গে যাতে জেলে সৌরভকে না রাখা হয়, সেই আবেদন করেন তাঁর আইনজীবী। এই প্রসঙ্গে সরকার পক্ষের আইনজীবী জানান, এই নিয়ে যা নিয়ম রয়েছে, তা মেনে চলা উচিত। সৌরভের আইনজীবী বলেন, 'পিক অ্যান্ড চুজ করা হচ্ছে।' প্রত্যুত্তরে সরকারি আইনজীবী বলেন, 'পিক অ্যান্ড চুজ করে দল বেঁধে মারা হয়েছে।' পাল্টা সৌরভের আইনজীবী বলেন, 'এটা এখনই কী করে বলছেন!'

শুক্রবার আদালতে প্রবেশের সময় সংবাদমাধ্যমের কোনও প্রশ্নেরই জবাব দেননি সৌরভ। সংবাদমাধ্যমের তরফে সৌরভকে জিজ্ঞাসা করা হয়, যাদবপুরে গাঁজার কারবার হয় কি না। কিন্তু কোনও জবাব দেননি তিনি।

বিশ্বের প্রাচীনতম দুই সভ্যতার মিলন, গ্রিসের মাটিতে পৌঁছে মন্তব্য মোদির

এথেন্স, ২৫ অগস্ট: দক্ষিণ আফ্রিকায় ব্রিকস সম্মেলনের শেষে গ্রিসে উড়ে গিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। শুক্রবার তিনি পৌঁছেছেন গ্রিসের রাজধানী এথেন্স। সেখানে তাঁকে স্বাগত জানান গ্রিসের বিদেশমন্ত্রী জর্জ জেরাপেটরিটিস। ইউরোপের এই দেশের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক জোরদার করতেই মোদির এই সফর বলে জানা গিয়েছে। গ্রিসের প্রধানমন্ত্রীর আমন্ত্রণেই সে দেশের গেলেন মোদি। ৪০ বছর পর কোনও ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী গ্রিস সফরে গেলেন। ১৯৮৩ সালে ইন্দিরা গান্ধি ভারতের প্রধানমন্ত্রী হিসাবে শেষ বার গ্রিস সফরে গিয়েছিলেন।

শিল্প, সাহিত্য, গণিতচর্চা থেকে জ্যোতির্বিজ্ঞান। বিশ্বের প্রাচীনতম দুই সভ্যতা-ভারত ও গ্রিসের হাজার হাজার বছরের ইতিহাস অপূর্ব মণিমাণিক্যে ভরা। শুক্রবার এথেন্সে সেই কথাই মনে করিয়ে দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। অতীতের সুতোয় দুই দেশের বর্তমান বাঁধা পড়েছে এবং স্বাভাবিকভাবেই সেই সম্পর্ক দৃঢ় হয়েছে বলে মন্তব্য করেন তিনি।

গ্রিসের প্রধানমন্ত্রী কিরিয়াকোস মিৎসোতাকিসের আমন্ত্রণে এই সফর মোদির। এদিন মিৎসোতাকিসের সঙ্গে যৌথভাষণে মোদি বলেন, 'বিশ্বের দুই প্রাচীনতম সভ্যতা হচ্ছে ভারত ও গ্রিস। শিল্প, সাহিত্য, বাণিজ্য ও গণতান্ত্রিক মতাদর্শের সহজাত সামঞ্জস্য রয়েছে দুই দেশের মধ্যে। আমাদের সম্পর্ক অত্যন্ত প্রাচীন ও মজবুত।' তিনি আরও বলেন, 'প্রায় চল্লিশ বছর পর কোনও ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী এখানে পা রেখেছেন, কিন্তু সম্পর্কের উষ্ণতা বিন্দুমাত্র কমেনি। আমরা কৌশলগত সম্পর্ক আরও মজবুত করে তোলার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। সন্ত্রাসবাদ ও সাইবার ক্রাইম নিয়েও আলোচনা হয়েছে। আমরা মনে করি কূটনীতি ও আলোচনার মাধ্যমেই ইউক্রেন যুদ্ধের সমাধান হোক।'

মোদির গ্রিসে পৌঁছনোর পর বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র অরিন্দম বাগচি এক্স (অতীতের টুইটার)-এ লিখেছেন, 'প্রথম বার গ্রিস সফরে গিয়ে ঐতিহাসিক এথেন্স শহরে পা রাখলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। বিমানবন্দরে তাঁকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানান বিদেশমন্ত্রী জর্জ জেরাপেটরিটিস।'

মোদির গ্রিসে আগমন ঘিরে উৎসবের মেজাজ সে দেশে প্রবাসী ভারতীয়দের মধ্যে। শুক্রবার সকাল থেকেই এথেন্সের বিভিন্ন প্রান্ত মোদিজি কি জয়, জয় হো, চক দের মতো ধ্বনিতে মুখরিত হচ্ছে। সে দেশের প্রবাসীরাও চাইছেন গ্রিসের সঙ্গে ভারতের মজবুত সম্পর্ক।

মিজোরামে মৃত মালদার শ্রমিকদের পরিবারের পাশে রাজ্যপাল

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: মিজোরামে দুর্ঘটনাগ্রস্ত মালদার মৃত শ্রমিকদের পরিবারের পাশে থাকার কথা জানালেন পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। পাশাপাশি রেল মন্ত্রকের পাঠানো সাড়ে নয় লক্ষ টাকার চেক এবং ৫০ হাজার টাকার নগদ আর্থিক অনুদান মালদার মৃত শ্রমিকদের পরিবারের হাতে তুলে দেন রাজ্যপাল। এদিন রাজ্যপালের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন রেলের পদস্থ কর্তারা। শুক্রবার দুপুরে কলকাতা থেকে সুপারফাস্ট ট্রেনে করে মালদা টাউন স্টেশনে আসেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। সেখানে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়েই মিজোরামে মৃত মালদার শ্রমিকদের পরিবারের সঙ্গে দেখা করতে পুখুরিয়া থানার কোকলামারি চৌদুয়ারী এলাকায় যান রাজ্যপাল। সেখানে যাওয়ার আগে সাংবাদিকদের মুখোমুখি প্রশ্নের উত্তরে রাজ্যপাল প্রথমেই একটি বাংলায় মৃত শ্রমিকদের প্রতি শোকবার্তা পড়ে শোনান।

এরপর রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস বলেন, একসঙ্গে এতজন শ্রমিকের মৃত্যুতে সম্পূর্ণভাবে মর্মাহত তিনি। তবে এখন কোনওরকমভাবেই সমালোচনা করার সময় নয়। মৃত শ্রমিকদের পরিবারের পাশে থেকে সবাইকে সহযোগিতা করতে হবে। রাজ্যপাল আরও বলেন, 'এই দুর্ঘটনার বিষয়টি জানতে পেরে আমি রেলমন্ত্রীকে টুইট করেছিলাম। এদিন রেলমন্ত্রীকে তরফ থেকে মৃতদের পরিবার পিছু ১০ লক্ষ টাকা করে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়েছে।'

উল্লেখ্য, গত বুধবার সকাল দশটায় মিজোরামের পার্বত্য এলাকায় রেলের নির্মীয়মাণ ব্রিজ ভেঙে মৃত্যু হয় মালদা ২৩ জন শ্রমিকের। যাদের মধ্যে ১৮ জন শ্রমিকের দেহ সনাক্ত করে মিজোরাম সরকার। এখনো নিখোঁজ রয়েছে পাঁচ জন। এই ঘটনার পর মিজোরাম থেকে অ্যাম্বুল্যান্স করে মালদার মৃত শ্রমিকদের দেহ পাঠানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। এরই মধ্যে রাজ্য সরকার পক্ষ থেকে মৃত মালদার শ্রমিকদের পরিবারকে এগুলিকে ২ লক্ষ টাকা করে আর্থিক সহযোগিতা করেছে। মৃত শ্রমিকদের মধ্যে অধিকাংশের বাড়ি, মালদার চাচল মহকুমার পুখুরিয়া থানা চৌদুয়ার এলাকায়। বাকি মৃত শ্রমিকদের বাড়ি ইংরেজবাজার ব্লকের ফ্যাক্টরি এবং নরহাট্টা এলাকায়।

ইসরোর বিজ্ঞানীদের বকেয়া বেতন নিয়ে বিধানসভায় সরব বিদ্যুৎমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদন: চন্দ্রযান ৩-এর সফল অভিযান নিয়ে গোটা দেশ এখন উচ্ছ্বসিত। বিশ্ব মঞ্চেও ভারতকে নিয়ে আলোচনা চলছে।

কিন্তু সম্প্রতি জানা গিয়েছে, ইসরোর বিজ্ঞানীরা যারা চন্দ্রযানের প্রকল্পের সঙ্গে যুক্ত তারা ১৭ মাস বেতন পাননি। এই ইস্যুতে শুক্রবার বিধানসভায় সরব হন রাজ্যের বিদ্যুৎ মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস।

এদিন বিধানসভার একেবারে শেষ লগ্নে বক্তব্য রাখতে উঠে অরূপ বিশ্বাস বলেন, চন্দ্রযান ৩-এর সাফল্য সারা বিশ্বে ভারতের নাম উজ্জ্বল করেছে। এই সফলতা নিয়ে তারা গর্বিত। কিন্তু যারা দিনরাত পরিশ্রম করে চন্দ্রযান ৩-এর অভিযানকে সফল করছেন তারাই ১৭ মাস ধরে বেতন পাচ্ছেন না। এই মন্তব্যের পরই বিধানসভায় বিজেপি বিধায়করা হইচই করে ওঠেন। মন্ত্রী নিজের যুক্তির সপক্ষে বলেন, কয়েকটি সাংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে এই খবর।

বিজেপি বিধায়ক মনোজ টিগ্গা দাবি করেন, এই বিষয়টি শুধু সংবাদমাধ্যমে প্রচারিত। এটা কোনও প্রমাণ হতে পারে না কোনও কিছুর। তাই আলোচনা উচিত নয়। বিধানসভা স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়ও বলেন, কেন্দ্রীয় সরকারের বিষয় নিয়ে এখানে আলোচনা করা যাবে না। যদিও অরূপ বিশ্বাস থামতে চাননি। তিনি কিছুক্ষণ তাঁর বক্তব্য বলেন। শেষে তাঁর বক্তব্যের মাঝেই অধিবেশনের সমাপ্তি ঘোষণা করেন স্পিকার।

আজও দক্ষিণবঙ্গে হবে বৃষ্টি, কমলা সতর্কতা জারি উত্তরবঙ্গে

নিজস্ব প্রতিবেদন: নাগাড়ে বৃষ্টি চলছে। কখনও দু'এক ফোঁটা, আবার কখনও ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি। শুক্রবার সকাল থেকে কলকাতা এবং জেলার ছবিটা ঠিক এমনই ছিল। তবে এই বৃষ্টি এখনই থামবে না। বৃষ্টির পরিমাণ আরও বৃদ্ধি পেতে পারে। শুক্রবারের পর শনিবার রাজ্যের কয়েকটি জেলায় ভারী বর্ষণের পূর্বাভাস জারি করেছে আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর।

প্রবল বৃষ্টির পূর্বাভাস রাজ্যে রাজ্যে। রেড ও অরেঞ্জ অ্যালার্ট জারি করা হয়েছে বেশ কিছু জায়গায়। মৌসম ভবন সূত্রে খবর, আগামী কয়েকদিন অরুণাচল প্রদেশ, পশ্চিমবঙ্গ, উত্তর প্রদেশ, উত্তরাখণ্ড-সহ বেশ কয়েকটি রাজ্য ভারী বৃষ্টিতে ভিজবে।

এদিকে আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর সূত্রে খবর, আজ ভারী বৃষ্টির কমলা সতর্কতা জারি করা হয়েছে উত্তরবঙ্গে। উত্তরবঙ্গে চলছে অতি ভারী বৃষ্টির স্পেল। আজ পর্যন্ত চলবে এই স্পেল। অতি ভারী বৃষ্টির কমলা সর্তকতা। দক্ষিণবঙ্গেও শুক্রবারের পর আজ

পর্যন্ত রয়েছে হালকা মাঝারি বৃষ্টির পূর্বাভাস। অসম, মেঘালয়ে প্রবল বৃষ্টির আশঙ্কা। প্রবল বৃষ্টি হবে কালিম্পং, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার জেলায়। এর জেরে উত্তরবঙ্গে নদীর জল স্তর বাড়বে। নিচু এলাকায় প্লাবনের আশঙ্কা। শষ্যের ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা। পার্বত্য এলাকায় ধস নামতে পারে। ভারী বৃষ্টিতে দৃশ্যমানতা কমবে। গত ২৪ ঘণ্টায় উত্তরবঙ্গের মাটিগাড়াতে ২৭০ মিলিমিটার বৃষ্টিপাত হয়েছে। বাগডোগরা বিমানবন্দর সংলগ্ন এলাকায় এবং শিলিগুড়িতে ২১০ মিলিমিটার বৃষ্টিপাত হয়েছে। ঝালং ও চম্পাসারিতে ২০০ মিলিমিটার এবং দার্জিলিংয়ের পার্বত্য এলাকায় ১৫০ মিলিমিটার বৃষ্টিপাত হয়েছে। গাজোলডোবা ও জলপাইগুড়িতে ১৪০ মিলিমিটার বৃষ্টিপাত হয়েছে। লাভ হাতে ১৩০ মিলিমিটার এবং কালিম্পং ১০০ মিলিমিটার বৃষ্টিপাত হয়েছে।

এদিকে মৌসুমী অক্ষরেখা গোরক্ষপুর পাটনার পর দক্ষিণবঙ্গের বাঁকুড়া এবং দিঘার উপর দিয়ে পূর্ব-মধ্য বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত। ঘূর্ণাবর্ত উত্তর বাংলাদেশ ও সংলগ্ন এলাকায় অবস্থান করছে। তার জেরে আগামী ২৪ ঘণ্টায় ভারী বৃষ্টির কমলা সতর্কতা জারি হয়েছে জলপাইগুড়ি, কালিম্পং জেলায়। ২০০ মিলিমিটার বা তার বেশি বৃষ্টিপাতের আশঙ্কা। আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার ও দার্জিলিং জেলায় ২০০ মিলিমিটার পর্যন্ত বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা। বিক্ষিপ্তভাবে মাঝারি থেকে ভারী বৃষ্টি মালদা উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায়।এদিকে শনিবার ২৬ অগাস্ট ভারী বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা। আলিপুরদুয়ার ও কোচবিহার জেলায় ভারী বৃষ্টি ৭০ থেকে ১১০ কিলোমিটার পর্যন্ত হওয়ার আশঙ্কা। বিক্ষিপ্তভাবে হালকা মাঝারি বৃষ্টি উত্তরবঙ্গের উপরের দিকের বাকি জেলায়। রবিবার থেকে বৃষ্টির পরিমাণ কমবে। বিক্ষিপ্তভাবে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হতে পারে উত্তরবঙ্গের পার্বত্য এলাকা গুলিতে। আর দক্ষিণে মেঘলা আকাশ। শনিবার সব জেলাতেই বৃষ্টির সম্ভাবনা। শনিবারে ঝাড়গ্রাম, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া এই চার জেলা ছাড়া সব জেলাতেই মাঝারি থেকে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা। বাতাসে প্রচুর জলীয় বাষ্প থাকায় আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তিও থাকবে। বৃষ্টির কারণে তাপমাত্রা কিছুটা কমতে পারে। তবে মেঘলা আকাশ এবং বাতাসে জলীয়বাষ্প থাকায় আর্দ্রতা জনিত অস্বস্তি থাকবে।এরপর রবিবার থেকে বৃষ্টির পরিমাণ কমব। বাড়বে তাপমাত্রা। সোমবার থেকে কয়েক দিন বৃষ্টির সম্ভাবনা কমে যাবে। অস্বস্তি বাড়বে।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

গত 24/08/23 S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 13091 নং এফিডেভিট বলে Md Zakir Hoosen S/o. Abdur Rouf ও Md. Zakir Hossen S/o. Md. A. Rouf সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত 24/08/23 S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 13090 নং এফিডেভিট বলে Sk. Mofijul Haque S/o. Sk. Ekramal Haque ও Sk. Mofijul Haque S/o. Ekramal Haque সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

সংশোধনী

গত ১৬/৪/২০২৩ তারিখে প্রকাশিত একদিন কাগজে এল.এ কেস নং ৩২/১৮ মৌজা বেনীপুর জে.এল. নং ৪২ পর '৬ তপশীল' পড়িতে হইবে। অনিচ্ছাকৃত ভুলের জন্য দুঃখিত।

নাম-পদবী

গত 24/08/23 S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 98 নং এফিডেভিট বলে Subhajit Pal S/o. Sunil Kumar Pal ও Subhajit Pal S/o. S. Pal সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত 25/08/23 জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী কোর্টে 4538 নং এফিডেভিট বলে আমি Joydeb Roy (old name) S/o. Nandalal Roy at Dhamasin, Itachuna, Pandua, Hooghly-712147, W.B., নাম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Jaydeb Roy (new name) নামে পরিচিত হইয়াছি। Joydeb Roy & Jaydeb Roy S/o. Nandalal Roy উভয়েই সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি। আমার পুত্র Somnath Roy.

নাম-পদবী

গত 24/08/23 S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 13088 নং এফিডেভিট বলে Amitava Dubey S/o. Arunendu Dubey ও Amitabh Dubey S/o. A. Dubey সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত 24/08/23 S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 13085 নং এফিডেভিট বলে Prashanta Kumar Bose S/o. Chittaranjan Bose ও Prosanta Bose S/o. C. R. Bose সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত 16/08/23 S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে 01 নং এফিডেভিট বলে আমি Alok Kumar Mallick & Alok Kr. Mallick ও আমার পিতা Suranjan Mallick, Suranjan Chandra Mallick & Lt. S. Mallick সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত 24/08/23 S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 13089 নং এফিডেভিট বলে Ajay Debnath S/o. Abinash Debnath ও Ajoy Kr. Debnath S/o. A. Debnath সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত 25/08/23 জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী কোর্টে 4860 নং এফিডেভিট বলে আমি Subhasis De (old name) S/o. Phani Bhusan De at Meria, Akna, Polba, Hooghly-712148, W.B., নাম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Subhashish De (new name) S/o. Phanibhushan De নামে পরিচিত হইয়াছি। Subhasis De S/o. Phani Bhusan De, Subhashish De S/o. Phanibhushan De & Subhasis De S/o. Phanibhusan De উভয়েইর সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ২৬ শে আগস্ট। ৮ই ভাদ্র। শনিবার। দশমী তিথী। জন্মে ধনুরাশি। অষ্টোত্তরী শনির মহাদশা ও বিংশোত্তরী কেতুরর মহাদশা কাল মৃতে একপাদ দোষ।

মেষ রাশি : আজ নতুন যোগাযোগের দ্বারা ব্যবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধির সম্ভাবনা ময় দিন। নতুন যোগাযোগের দ্বারা বিদ্যায়, বিদ্যার্থীদের সুযোগ বৃদ্ধি। প্রেম বা বিবাহ বিষয়ে যে বাধা ছিল, আজ তা সহজ সরল পথে থাকবে। পরিবারে শান্তির বাতাবরণ। প্রিয়জন দ্বারা সম্মান প্রাপ্তি। প্রশাসনিক কর্মে যারা বেতনভুক কর্মচারী তাদের সম্মান বৃদ্ধি যোগ। বাড়ীর গৃহ মন্দিরে বিল্ব পত্র বা আম পাতা দ্বারা, মালা তৈরি করে তা টাঙিয়ে দিন।

বৃষ রাশি : বাণিজ্যে লাভ প্রাপ্তি। পারিবারিক সম্পর্ক দ্বারা শুভ। বন্ধু বান্ধব স্বজন পরিজন প্রতিবেশী দ্বারা আনন্দ প্রাপ্তি। পরিবারের প্রবীণ নাগরিকের বুদ্ধির দ্বারা বিত্ত লাভ। প্রেমিক যুগলের শুভ দিন। বিদ্যার্থীদের জন্য দিব শুভ। প্রবীন নাগরিক, যারা ব্যাংক এবং ইন্সুরেন্স থেকে অর্থ পান, তাদের প্রাপ্তির দিন গৃহ মন্দিরে আমলকি দ্বারা শিব পূজার করুন সর্ব বিপদ নাশ হবে

মিথুন রাশি : পরিবারে অশান্তির কালো মেঘ। ভাই বন্ধু প্রতিবেশী দ্বারা ছোট ঘটনাকে কেন্দ্র করে বিবাদ বিতর্কের সম্ভাবনা। বাণিজ্যে অশান্তি। বিদ্যার্থীদের জন্য অশুভ দায়ক অবস্থান। পরিবারের গুরুত্বপূর্ণ কথা প্রকাশ্যে আসতে পারে। গুপ্ত কথা প্রকাশ্যে আসার কারণে বিবাদ বিতর্ক তৈরি হবে। এক নারীর বুদ্ধির দ্বারা ক্ষতির সম্ভাবনা ।বাড়ির গৃহ মন্দিরে সাতটি প্রদীপ প্রজ্বলন করে পূজো পাঠ করুন।

কর্কট রাশি : মধ্যম প্রকার দিন। গ্রহ অবস্থান বলছে, আজ ধৈর্য ধরে অন্যের কথা শুনলে, মান সম্মান বৃদ্ধি হবে। যারা সম্মানের সাথে, শিক্ষকতা করেন অধ্যাপনা করেন তাদের কাছে যে কাজটা হয়ে যাওয়ার ছিল আজ তা বাধা পড়বে। সরকারি ভাবে যে কাজটা হলে আপনি আজ শান্তি পেতেন। তা আজ বাধা পড়বে। পরিবারে এক নারীর বুদ্ধির দ্বারা কিছু সমস্যা তৈরি হবে। ধৈর্য সহ তার সমাধানের চেষ্টা করতে হবে। বাড়ির গৃহ মন্দিরে সাতটি প্রদীপ জ্বালুন আর গণেশ দেবতার উদ্দেশ্যে দূর্বা প্রদান করুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

সিংহ রাশি : এক অপরিচিত অচেনা মানুষের সাথে, কথা বলে বাণিজ্যের অগ্রগতি সম্ভব। বাণিজ্যে লাভ প্রাপ্তি সম্ভব। পরিবারের যে সম্পত্তি, বিষয়কে কেন্দ্র করে , জটিলতা ছিল তা আজ শুভ হবে। ছোট ভ্রমণ হবে। আনন্দ প্রাপ্তি হবে। বান্ধব এবং বান্ধবী দ্বারা শুভ হবে। নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য অনেক সুযোগ হাতের সামনে আসবে। ধৈর্য রেখে বুদ্ধির দ্বারা আজ কর্তব্য সম্পাদন করুন শুভ হবে। বাড়ির গৃহ মন্দিরে কর্পূর দ্বারা আরতি করুন এবং নারায়ন দেবতার উদ্দেশ্যে তুলসী প্রদানে মহাসুখ

কন্যা রাশি : বন্ধু বান্ধব প্রতিবেশীর সহযোগিতায় বড় কাজ হয়ে পড়বে। যে কাজে বাধা পাচ্ছিলেন- এতদিন। আজ সকাল থেকেই সেই শুভ কাজের যোগাযোগ হবে। সমস্যার সমাধান হবে। পরিবারে শান্তির বাতাবরণ। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। বিবাহের জন্য বাধা ছিল আজ শুভ হবে। পারিবারিক সুখ বৃদ্ধি হবে। পরিবারের গৃহ মন্দিরে কর্পূর দ্বারা দেব-দেবীদের আরতী করুন শুভ হবে।

তুলা রাশি : আজ যানবাহন বিষয়ে সতর্ক থাকা ভালো। ছোট্ট ভুলের জন্য কোন বড় বিবাদ বিতর্ক তৈরি হওয়ার সম্ভাবনা। গ্রহযোগ যা আছে তাতে পরিবারে অশান্তির কালো মেঘ থাকবে। পরিবারের স্বজনরা যেন আজ শত্রু। পরিশ্রমের দ্বারা আজ সফলতা নেই। ব্যবসা বৃদ্ধির সুযোগ নেই। গৃহবধূরা, আজ সতর্ক থাকতে হবে গৃহ অশান্তি বৃদ্ধি হবে। বাড়ির মন্দিরে সাতটি প্রদীপ প্রজ্জলন করে আতপ চালসহ ভগবান বিষ্ণুর মন্ত্রে পুজো পাঠ করুন শান্তি নিশ্চিত হবে।

বৃশ্চিক রাশি : তরল পদার্থ ঔষধ ব্যবসায়ীর সঙ্গে যারা জড়িত তাদের অর্থবৃদ্ধি নিশ্চিত। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। কোন নিমন্ত্রণ আমন্ত্রণে সম্মান প্রাপ্তির সুযোগ। কোন সভা সমিতি থেকে সম্মান প্রাপ্তির সুযোগ। রাজনৈতিক নেতার দ্বারা সম্মান প্রাপ্তির সম্ভাবনাময় কল। পুরাতন বান্ধবীর বুদ্ধির দ্বারা ব্যবসা বৃদ্ধি দাম্পত্য জীবনে শুভ। প্রেমিক যুগল শুভ। বিদ্যার্থীদের শুভ। বাড়ির গৃহ মন্দিরে আজ আতপ চাল দ্বারা গণেশের পূজা করুন শুভ হবে।

ধনু রাশি : আজ আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি হবে। কর্মে শুভ। যারা বেতন ভোগ কর্মচারী, তাদের জন্য শুভ। যে মানসিক অস্থিরতা ছিল, তা কম হবে। প্রবীন নাগরিক যিনি অসুস্থ ছিলেন, তিনি আজ বাড়ি ফিরে আসবেন। আজ আত্মবিশ্বাস এমন বৃদ্ধি হবে যা অসম্ভবকে সম্ভব করতে পারবেন। গৃহবধূদের শান্তি। যাদের বাড়িতে পোষা কুকুর বেড়াল আছে তাদেরও শান্তির বাতাবরণ। বাড়ির গৃহ মন্দিরে ভগবান বিষ্ণুর পূজা করুন শুভ হবে।

মকর রাশি : আজ গ্রহ অবস্থান যা রয়েছে, তাতে অর্থ প্রাপ্তির প্রবল সম্ভাবনাময় দিন। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। গৃহবধূদের জন্য সুখবর প্রাপ্তি। বিদ্যার্থী যারা উচ্চ বিদ্যায় চর্চা করেন তাদের সফলতা প্রাপ্তি। কর্মের আবেদন যারা করেছেন তাদের কাছে কোন সুখবর আসতে পারে। পরিবারে কোনো নতুন জিনিস কেনা হবে। স্বজন বান্ধব পরিজন দ্বারা আনন্দবৃদ্ধি। বাড়ির গৃহ মন্দিরে ভগবান শিবের পূজা করুন শুভ হবে।

কুম্ভ রাশি : মাথা ঠান্ডা রেখে, অন্যের কথা বেশি শুনলে ধৈর্য রাখলে আজ শুভ। নয় তো ছোটখাটো বিবাদ বিষয়ে বিতর্ক বড় আকার নেবে, সম্মানহানি যোগ রয়েছে। আজ যারা কর্মের আবেদন করলেন তাদের ধৈর্যসহ অপেক্ষা করতে হবে। ব্যবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধি হবে। গুপ্ত শত্রুর কোন নজর আপনার ওপর আছে, সতর্ক থাকা শুভ। বাড়ির গৃহ মন্দিরে ভগবান দেবাদিদেব মহাদেবের উদ্দেশ্যে নারিকেল ফল প্রদান করুন শুভ হবে।

মীন রাশি : যারা সরকারি বেতনভোগ কর্মচারী তাদের কাছে সুযোগ বৃদ্ধি হবে। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। শ্বশুরবাড়ির সদস্য দ্বারা শুভ। যারা এন জি ও তে কাজ করেন তাদের সম্মান প্রাপ্তির দিন। যারা সেবামূলক কাজ করেন তাদের নতুন যোগাযোগের দ্বারা আনন্দ বৃদ্ধি হবে। ছোট ভ্রমণ হওয়ার সম্ভাবনা তবে বাড়িতে যেন মাছের অ্যাকোরিয়াম না থাকে। বাড়ির গৃহ মন্দিরে ভগবান গণেশের উদ্দেশ্যে হলুদ রঙের মিষ্টি প্রদান করুন। সম্মান প্রাপ্তির সম্ভাবনা ফোন কল ফ্যাক্স দ্বারা শুভ।

(আজ শ্রীশ্রীকৃষ্ণ র ঝুলন যাত্রা শুভারম্ভ । মাদার টেরিজার ভূমিষ্ঠ দিবস)

রেখা চক্রবর্ত্তী
০৪.০৪.১৯৬০-১৭.০৮.২০২৩
পারলৌকিক ক্রিয়াঃ ২৬.০৮.২০২৩
পারলৌকিক ক্রিয়ার স্থানঃ
গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্মিলনী
১/১ এওবি, বৈষ্ণব সম্মিলনী লেন,
কলকাতা - ৭০০০০৬
ভাগ্যহীন ও ভাগ্যহীনাঃ
সুজিত - অতসী (বড়ছেলে - বড়বউ)
অজিত - কৃষ্ণা (ছোটছেলে - ছোটবউ)
সায়ন-অয়ন (নাতি)
৭০, অখিল মিস্ত্রী লেন, কলকাতা - ৯

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্ব সাধারনকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, আমি শ্রী সুরজিৎ দাস, পিতা-প্রয়াত কেনারাম দাস, সাকিম-হামজানপুর, পোঃ- খামারগাছি, থানা- বলাগড়, জেলা- হুগলী, পিন- ৭১২৫১৫ এর বাসিন্দা। আমার নিকট হইতে ১৯৫১ সালের পিট দলিল (চেন দলিল) টি হারাইয়া যায়। উক্ত পিট দলিল (চেন দলিল) টির মালিক বা ক্রেতা ছিলেন আমার ঠাকুরদা (দাদু মহাশয়) পতিত পবন দাস, উক্ত দলিলের দাগ নং- ২৪৪১, খতিয়ান নং-৩৫৬, মৌজা- বরাইল, থানা- বলাগড়, জেলা- হুগলী, এই মর্মে চুঁচুড়া আদালতে ইংরাজী ২১/০৮/২০২৩ তারিখে একটি নোটারী এফিডেভিট করা হয় এবং হুগলী জেলার বলাগড় থানায় ইংরাজী ২৫/০৮/২০২৩ তারিখে ১৩৩৭নং জেনারেল ডায়েরী লিপিবদ্ধ করি। উক্ত দলিলটি যদি কোনসহৃদয় ব্যক্তি পাইয়া থাকেন বা উক্ত দলিলের সম্পত্তির বিষয়ে কোনো ব্যক্তি, ব্যাঙ্ক, আর্থিক প্রতিষ্ঠানের বক্তব্য দাবী দাওয়া বা আপত্তি থাকে, তাহা হইলে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১৫ (পনেরো) দিনের মধ্যে উপরোক্ত ঠিকানায় আমার নিকট ফেরৎ দিবেন বা তথ্য প্রমান সহ যোগাযোগ করিবেন নতুবা সকল প্রকার আপত্তি বা দাবী দাওয়া অগ্রাহ্য হইবে।

স্বা/- সুরজিৎ দাস
তাং- ২৫/০৮/২০২৩

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

রেশন কার্ডের সঙ্গে আধার সংযোগের সময়সীমা বৃদ্ধি

নিজস্ব প্রতিবেদন: গ্রাহকদের রেশন কার্ডের সঙ্গে আধার যোগের সময়সীমা ৩০ সেপ্টেম্বর শেষ হচ্ছে। তার আগে রাজ্যের সমস্ত রেশন গ্রাহকের আধার যোগের কাজ শেষ করতে খাদ্য দপ্তর সব জেলা প্রশাসনকে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় মাঠে নামার নির্দেশ দিয়েছে। খাদ্য দপ্তর থেকে জেলাশাসকদের চিঠি দিয়ে এই কাজে গতি আনার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। খাদ্য দপ্তরের আধিকারিকদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে আধার যোগ করার কাজ করতে বলেছে।

খাদ্যমন্ত্রী রথীন ঘোষ বলেন, রাজ্যে আধার - রেশন সংযোগের কাজ শুরু করা হয়েছে। কিন্তু বিভিন্ন জেলা থেকে সর্বশেষ তথ্য না মেলায় প্রক্রিয়া ব্যাহত হচ্ছে। জেলাগুলিকে দ্রুত আধার সংযোগের কাজ শেষ করে রিপোর্ট দিতে বলা হয়েছে। রাজ্যের বর্তমানে প্রায় ৮ কোটি ৮০ লক্ষ রেশন কার্ড গ্রাহক আছে। এর মধ্যে ৯৭ শতাংশ গ্রাহকের আধার সংযোগের কাজ শেষ হয়েছে।

বায়োমেট্রিক তথ্য যাচাই করে রেশন দেওয়ার ব্যাপারে এগিয়ে বাংলা। রেশন বণ্টন ব্যবস্থায় স্বচ্ছতা আনতে গ্রাহকের আধার নম্বরের বায়োমেট্রিক যাচাই ব্যবস্থা চালু হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকারের এই সিদ্ধান্ত রাজ্য সরকার অনেক আগেই সক্রিয়ভাবে কার্যকর করেছে। আধার নম্বর আঙুলের ছাপের মাধ্যমে বায়োমেট্রিক যাচাই করা হয়। কিন্তু অনেকের বিভিন্ন কারণে আঙুলের ছাপ মেলাতে সমস্যায় পড়তে হয়। বিশেষ করে বয়স্কদের ক্ষেত্রে এটা বেশি হয়। সেই সমস্যা দূর করার জন্য পশ্চিমবঙ্গে প্রথম রেশন দোকানগুলিতে 'আই স্ক্যানার' যন্ত্র দেওয়া হয়েছে। আঙুলের ছাপ মেলাতে সমস্যা হলে ওই যন্ত্রের সাহায্যে চোখের মণির ছবি নিয়ে আধার নম্বর যাচাই করা যাবে। এই ব্যবস্থা ইতিমধ্যে রাজ্যে চালু হয়েছে। এর জন্য রেশন ডিলারদের কোনও অতিরিক্ত খরচ হচ্ছে না। কেন্দ্রীয় সরকারের সর্বশেষ পরিসংখ্যান অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গে ৯৯ শতাংশেরও বেশি রেশন গ্রাহকের আধার নম্বরের বায়োমেট্রিক যাচাই করে খাদ্যসামগ্রী দেওয়া হয়।

কংগ্রেস, সিপিএম, বিজেপি, এমনকী আপ শাসিত রাজ্যগুলি এব্যাপা রে পিছিয়ে রয়েছে। কেরল, পঞ্জাব, উত্তরাখণ্ড, ছত্তিশগড়, ওড়িশায় ৯৫ শতাংশের কম আধার যাচাই হয়েছে। পাশাপাশি কেরলে মাত্র ৮৪ শতাংশ ক্ষেত্রে আধার নম্বর যাচাই করে খাদ্য দেওয়া হয়েছে। পঞ্জাবে কোনও আধার যাচাই করা হয়নি। সম্প্রতি দিল্লিতে বিভিন্ন রাজ্যের খাদ্য সচিবদের বৈঠক ডেকেছিল কেন্দ্র। সেখানে আলোচ্য সূচি সংক্রান্ত নথিতে রাজ্যগুলির রেশন ব্যবস্থা নিয়ে বিভিন্ন তথ্য উল্লেখ করা হয়েছে। যে সব রাজ্যে আধার নম্বরের বায়োমেট্রিক যাচাই ৯৫ শতাংশের কম, তাদের তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে।

কলকাতা-ভিত্তিক প্রধান যুদ্ধজাহাজ নির্মাতা গার্ডেনরিচ শিপবিল্ডার্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ার্স (জিআরএসই) লিমিটেড এবং গোয়ার শীর্ষস্থানীয় ব্যবসায়ী সংস্থা ডেম্পো গ্রুপ গোয়া ও ভাবনগরে তিনটি প্রধান শিপইয়ার্ডে বাণিজ্যিক জাহাজ নির্মাণের জন্য মউ স্বাক্ষর করল। এই মউ স্বাক্ষরে জিআরএসই লিমিডেটেডের তরফে অংশ নেন জিআরএসই-র চেয়ারম্যান এবং ম্যানেজিং ডিরেক্টর পি আর হরি এবং ডেম্পো গ্রুপ অফ কোম্পানিজ-এর চেয়ারম্যান শ্রীনিবাস ডেম্পো। বাণিজ্যিক জাহাজ নির্মাণ ক্ষেত্রে বাণিজ্যিক দিক থেকে বৈচিত্র্য আনার ক্ষেত্রে জিআরইএসই-এর এটিই প্রথম প্রয়াস, যা দেশীয় ও আন্তর্জাতিক উভয় ক্ষেত্রেই বাণিজ্যিক জাহাজ নির্মাণের ক্ষেত্রে একটি বৃহৎ বাজার অংশ দখল করতে পারে।

সাগরদ্বীপে ভাঙন রোধে মাস্টার প্ল্যান

নিজস্ব প্রতিবেদন সাগরদ্বীপে: ভাঙন রোখার পাকাপাকি ব্যবস্থা করতে মাস্টার প্ল্যান তৈরি হচ্ছে। গঙ্গাসাগর মেলার আগেই এই মাস্টার প্ল্যান বাস্তবায়িত হবে। কপিল মুনি আশ্রমের যাতে কোনও ক্ষতি না হয়, সেদিকে নজর রেখেই যাবতীয় পরিকল্পনা নেওয়া হচ্ছে বলে সেচ মন্ত্রী পার্থ ভৌমিক জানিয়েছেন। শুক্রবার পরিস্থিতি নিয়ে জরুরি বৈঠক করেন সেচমন্ত্রী ও সেচ দপ্তরের ইঞ্জিনিয়াররা। সেখানে সাগরকে ভাঙন মুক্ত করার পরিকল্পনা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।

গঙ্গাসাগরের কপিল মুনির মন্দির রক্ষা করার জন্য জাপানি মডেলে প্রায় ১৬ কোটি টাকা ব্যয় করে পাইলট প্রোজেক্ট হাতে নিয়েছিল সরকার। এই প্রোজেক্টে টেট্রা ব্যাগে বালি ভরে পাইলেন দিয়ে রাখা হয়েছিল। এই সেচ দপ্তরের তরফে এই কাজ করা হয়েছিল। তারপরেই আধিকারিকরা ভেবেছিলেন কপিল মুনির মন্দিরের সামনে সমুদ্রের পাড় আর হয়তো ভাঙবে না। কারণ বড় বড় উন্নতমানের চটের ব্যাগের মধ্যে বালি ভরে সমুদ্রের ঢেউ প্রতিরোধ করার চেষ্টা করা হয়েছিল। কিন্তু সেই পাইলট প্রজেক্ট সমস্তটাই সমুদ্র গর্ভে তলিয়ে গিয়েছে। এবার আবার কপিলমুনি মন্দির সংলগ্ন পাড় বা গঙ্গাসাগর রক্ষা করার জন্য নতুন করে পাইলট প্রজেক্ট হাতে নেওয়ার চিন্তাভাবনা করছেন আধিকারিক, ইঞ্জিনিয়াররা। আজ শনিবার এই লক্ষ্যে সেচ দপ্তরের বিভিন্ন আধিকারিকরা সমুদ্রগর্ভের এলাকা ঘুরে দেখেন। এখন দেখার জাপানি মডেলের পর এই অন্য মডেল কাজ করে কি না।

শনিবার মেট্রো পরিষেবা বন্ধ শিয়ালদা থেকে সেক্টর ফাইভে

নিজস্ব প্রতিবেদন: শনিবার ইন্টিগ্রেটেড সেফটি টেস্ট'- করা হবে কলকাতা মেট্রোর গ্রিন করিডরে। সেক্টর ফাইভ থেকে শিয়ালদহের মধ্যে।পাশাপাশি, ইস্ট ওয়েস্ট মেট্রোয় হাওড়া ময়দান থেকে এসপ্ল্যানেড পর্যন্ত যে অংশ নির্মীয়মাণ, সেখানেও ইন্টিগ্রেটেড সেফটি টেস্টের কাজ হবে। সেই কারণে শনিবার এই গ্রিন করিডরে কলকাতা মেট্রোর তরফ থেকে পরিষেবা বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ফলে কোনও এই করিডরে কোনও মেট্রো এদিন মিলবে না।

এই প্রসঙ্গে কলকাতা মেট্রোর তরফ থেকে মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক কৌশিক মিত্র জানান, এই ইন্টিগ্রেটেড সেফটিস্টটেস্ট হার্ডঅয়্যার ও সফটওয়্যার সংক্রান্ত একটি কারিগরি প্রক্রিয়া। একইসঙ্গে তিনি রেল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে এই পরীক্ষা সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষকে অনুরোধও জানিয়েছেন।

বাতিল বন্দে ভারত, এক ঘণ্টা স্টেশনেই অপেক্ষা করলেন রাজ্যপাল

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: শুক্রবার সকালে হাওড়া-নিউ জলপাইগুড়ি রুটের বন্দে ভারত এক্সপ্রেসে যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে ওই ট্রেনের পরিবর্তে যুবা এক্সপ্রেস দেয় পূর্ব রেল। আর একে কেন্দ্র করে হাওড়া স্টেশনে তুমুল যাত্রী বিক্ষোভের ঘটনা ঘটে। বিক্ষোভ সামাল দিতে শেষ পর্যন্ত আসরে নামতে হয় হাওড়ার ডিআরএমকেই।

পূর্ব রেল সূত্রের খবর যাত্রার পূর্বেই বন্দে ভারত এক্সপ্রেসে যান্ত্রিক ত্রুটি দেখা দেওয়ায় ট্রেন বাতিল করে রেল। এতে স্টেশনেই আটকে পড়েন যাত্রীরা স্টেশনেই বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন। বিক্ষোভ সামাল দিতে ঘটনাস্থলে আসেন ডিআরএম সহ পূর্ব রেলের আধিকারিকরা। যাত্রীদের সঙ্গে কথা বলে বিক্ষোভ প্রশমিত করে অবশেষে যুবা এক্সপ্রেস হাওড়া স্টেশনে অপেক্ষারত যাত্রীদের নিয়ে যাত্রা শুরু করে।

যাত্রীদের অভিযোগ প্রিমিয়াম ট্রেনের টিকিট কেটেও সাধারণ আইসিএফ মানের কোচের ট্রেন কেন দেওয়া হল তাই নিয়ে প্রশ্ন তুলে হাওড়া স্টেশনেই তুমুল বিক্ষোভ দেখান যাত্রীরা। তাদের অভিযোগ, এই স্পেশাল ট্রেনে জল ছিল না। একাধিক বগিতে শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত যন্ত্র কাজ করছিল না। শুক্রবার সকালে রেলের আধিকারিকদের সঙ্গে রীতিমতো বাকবিতণ্ডায় জড়িয়ে পড়েন যাত্রীরা। তাঁদের দাবি, বিকল্প বলা হলেও ওই ট্রেনে বন্দে ভারতের মতো সুযোগ সুবিধা নেই। শুক্রবারের এই যাত্রী বিক্ষোভের জেরে প্রায় ১ ঘণ্টা পর হাওড়া থেকে ছাড়ে যুবা এক্সপ্রেস। বন্দে ভারতের বেশিরভাগ যাত্রী এই ট্রেনে উঠলেও বাকি যাত্রীরা ওঠেননি স্পেশাল ট্রেনে।

যদিও পরিস্থিতি সামাল দিতে পূর্ব রেলের হাওড়ার ডিআরএম সঞ্জীব কুমার জানান, যাত্রী নিরাপত্তার সঙ্গে কোনওভাবেই আপোষ না করে ওই রুটে নির্ধারিত বন্দে ভারতে যান্ত্রিক ত্রুটি দেখা দেওয়ায় রেকটি বাতিল করা হয়েছে। তার বদলে যুবা ভারত স্পেশাল ট্রেনের রেক দেওয়া হয়েছে। এতেও যাত্রীদের বন্দে ভারতের খাবার দেওয়া হবে। পরীক্ষার সময় দেখা গিয়েছে ইঞ্জিনের গিয়ার ফাংশনে কিছু সমস্যা হয়েছে বন্দে ভারতে। বন্দে ভারতে যে সব সুযোগ সুবিধা রয়েছে, তার সবই পাওয়া যাবে এই ট্রেনে। গতিও ১৩০ কিমি প্রতি ঘণ্টাতেই যাত্রা করবে।

অপরদিকে মিজোরামে নির্মীয়মান রেল ব্রিজ ভেঙে বাংলার ২৪ জন শ্রমিকের মৃত্যুর ঘটনায় মালদায় যাচ্ছেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। সকাল ৫.৫৫ মিনিটে হাওড়া থেকে বন্দে ভারত এক্সপ্রেসে মালদা যাওয়ার কথা ছিল রাজ্যপালের। যদিও ট্রেনের যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে রাজ্যপালরর হাওড়া-এনজেপি বন্দে ভারত এক্সপ্রেসের যাত্রাও শুক্রবার স্থগিত হয়ে যায়। যদিও পরে পূর্ব রেলের নির্ধারিত যুবা স্পেশাল ট্রেনে চেপে রাজ্যপাল মালদা রওনা হন।

চন্দ্রযান-৩-টিমের সঙ্গে যুক্ত হাওড়া জেলার দুই বিজ্ঞানী, গর্বিত পরিবার

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: চন্দ্রযান ৩-র সাফল্যের সঙ্গে মহাকাশ গবেষণায় ভারতের ঐতিহাসিক ঘটনাতে যুক্ত হয়েছে হাওড়া জেলার নাম। চন্দ্রযান-৩ এর ল্যান্ডার বিক্রমকে নিয়ন্ত্রণে কাজ সামলেছেন হাওড়ার বাসিন্দা ও ইসরোতে কর্মরত বাঙালি বৈজ্ঞানিক অমিত মাজি। আর তার এই সাফল্যে শরিক ও রীতিমতো উচ্ছ্বসিত হাওড়া জেলার উদয়নারায়ণপুর ব্লকের খিলা গ্রামের বাসিন্দারা। এই খিলা গ্রামেই জন্মেছেন অমিত। আর পাঁচটা গ্রামের ছেলের মতোই বড় হয়েছেন তিনি। গ্রামের প্রাথমিক স্কুল ও খিলা গোপীমোহন শিক্ষা সদনে পড়েছেন। এই স্কুলের প্রাক্তন ছাত্র অমিত ছেলেবেলা থেকেই মেধাবী বলেই জানাচ্ছেন স্কুলের শিক্ষকেরা। বাবা নবীন মাজি পেশায় ব্যবসায়ী ও মা সুষমা দেবী সাদামাটা গৃহবধূ। পরিবারে দুই বোনের পর অমিত সবচেয়ে ছোট।

চন্দ্রযান-৩-এর সাফল্যে অমিতের ভূমিকার খবর প্রকাশ্যে আসতেই কার্যত গোটা গ্রাম আবেগে ভেসে যায়। গ্রামের আট থেকে আশি আতশ বাজি ফাটিয়ে তাদের উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেন। অমিতবাবুর স্ত্রী তৃষ্ণাও জানান,' আমি স্বামীর সাফল্যে গর্বিত। পাশাপাশি অমিতের বাল্যকালের দুই সহপাঠী জানান আসল সলিব্রেশনটা অমিত ঘরে ফিরলেই হবে। গ্রামের ছেলেকে বরণ করতে প্রস্তুত হচ্ছে খিলাবাসী। সমবেত গ্রামবাসীরা জাতীয় পতাকা হাতে আরেক বার জাতীয় সংগীত গেয়ে তাঁর সাফল্যকে অভিবাদনও জানান। পাশাপাশি চন্দ্রযান ৩-এর সাফল্যের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে রয়েছে ইসরোর বিজ্ঞানী তথা হাওড়ার শেখ পাড়ার বাসিন্দা শেখ পাড়ার ইনশা ইরাজ। ইনশার পিতা কামালউদ্দিন জানান, ছোটবেলা থেকে মেধাবী আমার ছেলে। কলকাতার পার্ক সার্কাস এলাকায় একটি বেসরকারি ইংরেজি মাধ্যম স্কুল থেকে উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করে। তারপরে ২০১৫ সালে হেরিটেজ ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি থেকে মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং নিয়ে বিটেক পাশ করে। লক্ষ্য ছিল বিজ্ঞানী হওয়া। প্রস্তুতিও চালাচ্ছিলো। এরপর ২০১৬ সালে ইসরোর সর্বভারতীয় পরীক্ষায় প্রথমবারেই ১৮ র‍্যাঙ্ক করেন। ২০১৭ সালের তিনি বিজ্ঞানী হিসাবে ইসরোতে যোগ দেন।' পরিবার সূত্রে জানা যাচ্ছে এরপর চন্দ্রযান সংক্রান্ত গবেষণার কাজে যুক্ত ছিলেন। এখন ইনশা ইরাজ থাকেন শ্রীহরিকোটায় সরকারি ফ্ল্যাটে। সারাদিন কাজকর্মে ব্যস্ত থাকলেও প্রতিদিনই রাতের দিকে কথা হয় বাবা-মায়ের সঙ্গে। পরিবার সূত্রে জানা যাচ্ছে 'এপিজে আবদুল কালাম ওঁর ধ্যানজ্ঞান ছিল। বিজ্ঞানীদের কাজ নিয়ে, জীবনী নিয়ে নানা বই পড়ত।

বাতিল হচ্ছে ভূমি সংক্রান্ত আইন

নিজস্ব প্রতিবেদন: দেশজুড়ে ভূমি সংক্রান্ত কেন্দ্রীয় আইন লাগু হয়ে যাওয়ায় রাজ্য সরকার ১৯২০ সালের ব্রিটিশ আমলের দ্য বেঙ্গল অ্যালুভিয়াল ল্যান্ড আইন বাতিল করেছে। শুক্রবার বিধানসভায় এই বিলের উপরে আলোচনার জবাবী ভাষণে রাজ্যের ভূমি, ভূমি সংস্কার ও পুনর্বাসন দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য বলেন, অতীতে নদী বা সমুদ্র ভাঙনে প্রচুর জমি নদী বা সমুদ্র গর্ভে চলে যাওয়ায় সেই সময় বাংলা, বিহার, ওড়িশার সীমানা নির্ধারণে রাজ্যে এই আইন কার্যকরী ছিল। কিন্তু বর্তমানে কেন্দ্রীয় আইন অনুযায়ী এই ক্ষেত্রে সব ভূমি সরকারি খাস জমি হিসেবে চিহ্নিত হওয়ায় ভূমি উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। ফলে পুরনো আইনটি আজকের সময় সম্পূর্ণ অপ্রয়োজনীয় বলে তিনি জানিয়েছেন। বিলের উপরে আলোচনায় বিজেপির নরহরি মাহাতো, নীলাদ্রি শেখর দানা, তৃণমূল কংগ্রেসের পান্নালাল হালদার, অপূর্ব সরকার অংশ নেন। পরে বিলটি ধ্বনি ভোটে পাশ হয়ে যায়।

লক্ষ্মীর ভান্ডার প্রকল্পে

এখনও পর্যন্ত খরচ হয়েছে ২২ হাজার ৪৯ কোটি টাকা

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যে বর্তমানে এক কোটি ৯৮ লক্ষ ৩৭ হাজার মহিলা লক্ষ্মীর ভান্ডার প্রকল্পে সুবিধা পাচ্ছেন। শুক্রবার বিধানসভাযর প্রশ্নোত্তর পর্বে নারী, শিশু ও সমাজ কল্যাণ মন্ত্রী শশী পাঁজা বলেন, এখনো পর্যন্ত এই প্রকল্পের সুবিধা দেওয়ার জন্য রাজ্য সরকারের ২২ হাজার ৪৯ কোটি টাকা খরচ হয়েছে। এছাড়াও ২০১৮ সাল থেকে চালু হওয়া রূপশ্রী প্রকল্পে সরকারি কোষাগার থেকে ৪ হাজার ১২৬ কোটি টাকা খরচ হয়েছে বলে মন্ত্রী জানিয়েছেন। উল্লেখ্য, ২০২১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে রাজ্যে লক্ষ্মীর ভান্ডার প্রকল্প চালু হয়। এই প্রকল্পে তপসিলি জাতি, উপজাতি এবং অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণির মহিলাদের মাসে এক হাজার টাকা এবং সাধারণ শ্রেণির মহিলাদের মাসে ৫০০ টাকা করে ভাতা দেওয়া হয়।

চলতি বছরের এপ্রিল মাসেই জানা গিয়েছিল রাজ্যে এখন লক্ষ্মীর ভান্ডার প্রকল্প চালাতে বছরে খরচ হচ্ছে ১৩ হাজার ২০০ কোটি টাকা। প্রতি মাসে খরচ হচ্ছে ১০৩০ কোটি টাকা। এই টাকার একটা বড় অংশই ফেরত আসছে রাজ্যের বাজারে। যার জেরে আমজনতার কেনাকাটার পরিমাণ বেড়েছে। বাজার তেজি হয়েছে। গ্রাম বাংলার অর্থনীতির চাকা ঘুরে চলেছে। কেন্দ্র সরকার যখন ১০০ দিনের কাজের টাকা দেওয়া বন্ধ রেখেছে তখন এই লক্ষ্মীর ভান্ডারের টাকাই গ্রাম বাংলার অর্থনীতিকে বাঁচিয়ে রেখেছে। মাত্র ২৫ বছর বয়স হলেই বাংলার মহিলারা লক্ষ্মীর ভান্ডার প্রকল্পের জন্য আবেদন জানাতে পারেন। ৫৯ বছর বয়স অবধি তাঁরা সেই প্রকল্পের সুযোগ নিতে পারেন। ৬০ বছর বয়স হলেই তাঁদের নাম রাজ্য সরকারের নিজস্ব বার্ধক্য ভাতা প্রকল্প 'জয় বাংলা'-তে অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। সেই সূত্রে লক্ষ্মীর ভান্ডারের সব উপভোক্তাই ৬০ বছর বয়স থেকে প্রতি মাসে ১০০০ টাকা করেই পারবেন। তখন আর সাধারন ঘরের মহিলাদের সঙ্গে তপসিলি জাতি, তপসিলি উপজাতি ও অনান্য অনগ্রসর শ্রেণির মহিলাদের কোনও ফারাক থাকবে না।

একদিন আমার শহর

কলকাতা ২৬ অগস্ট ৮ ভাদ্র, ১৪৩০, শনিবার

দক্ষিণ দমদম পুরসভায় ডেঙ্গিতে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু গৃহবধূর

উঠছে স্থানীয়দের উদাসীনতার অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, দমদম: ফের ডেঙ্গিতে আক্রান্ত হয়ে এক গৃহবধূর মৃত্যু হল দক্ষিণ দমদম পুরসভা এলাকায়। মৃতার নাম ববিতা রায় (৩৫)। ববিতাদেবীর পরিবারের সদস্যরা জানিয়েছেন, গত কয়েকদিন ধরেই শারীরিক অসুস্থতায় ভুগছিলেন তিনি। পরে রক্ত পরীক্ষায় ডেঙ্গির সংক্রমণ ধরা পড়ে। দু'দিন ধরে জ্বর নিয়ে ভর্তি ছিলেন দক্ষিণ দমদম পুর হাসপাতালে। কিন্তু শেষরক্ষা হয়নি। বৃহস্পতিবার দুপুর ২টো ৫০ মিনিট নাগাদ মৃত্যু হয় ওই গৃহবধূর।

এদিকে বিষয়টি নিয়ে দক্ষিণ দমদম পুরসভার সিআইসি সঞ্জয় দাস জানান, মহিলাকে হাসপাতালে ভর্তি করার ক্ষেত্রে পরিবারের ঢিলেমি ছিল। ওই রোগীর মৃত্যুর ৯ দিন আগে থেকে জ্বর ছিল। স্বাস্থ্যকর্মীরা তাঁকে জোর করে ফিভার ক্যাম্পে শারীরিক পরীক্ষার জন্য নিয়ে

আসেন। ডাক্তারও দেখাতে চাইছিলেন না ওই মহিলা। তারপর রক্ত পরীক্ষা করানোর পর ডেঙ্গির সংক্রমণ ধরা পড়ে।' একইসঙ্গে তাঁর সংযোজন, 'ডেঙ্গি ধরা পড়ার পর স্বাস্থ্যকর্মীরা ওই মহিলাকে হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার জন্য বলেছিলেন। তখন মহিলাকে বরাহনগর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু সেখানে বেড না থাকায়, অন্য হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু ওই মহিলা অন্য হাসপাতালে ভর্তি না হয়ে বাড়িতেই ফিরে আসেন।' এরপর শারীরিক অবস্থার যখন খুব অবনতি হয়ে যায়, তখন তাঁকে নিয়ে আসা হয় দক্ষিণ দমদম পুর হাসপাতালে। এরপর বৃহস্পতিবার হাসপাতালেই মৃত্যু হয় তাঁর। এই প্রসঙ্গে সিআইসি সঞ্জয় দাস এও জানিয়েছেন, পুরসভা থেকে মানুষকে সচেতন করার জন্য সবরকম চেষ্টা করা হচ্ছে। কিন্তু এখনও একাংশের মানুষ সচেতন হচ্ছে না। সম্প্রতি একটি বাড়ির চত্বর পরিষ্কার করার জন্য পুরসভার কর্মীদের পুলিশ নিয়ে ঢুকতে হয়েছিল বলেও জানান তিনি।

চন্দ্রযান-৩ অবতরণের সফল কারিগর রাজীব সাহাকে সংবর্ধনা জ্ঞাপন আগরপাড়ায়

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: চন্দ্রযান-৩ সফল উৎক্ষেপণের পেছনে অবদান রয়েছে বড় বড় বিজ্ঞানীদের। চাঁদের মাটিতে চন্দ্রযান-৩ অবতরণ সফলতার অন্যতম কারিগর পানিহাটি পুরসভার ২৮ নম্বর ওয়ার্ডের বসিন্দা রাজীব সাহা। যিনি চন্দ্রযান বিক্রমের রকেট প্রস্তুতকারী হিসেবে কাজ করেছেন। চন্দ্রযান-৩ সফল উৎক্ষেপণের পর শুক্রবার তিনি পানিহাটির বাড়িতে ফিরেছেন। এদিন রাজীবকে আগরপাড়ার উসুমপুর আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়ের তরফে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হল। এই স্কুল থেকেই রাজীব উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করেছিলেন। রাজীবের কৃতিত্বে গর্বিত তাঁর পরিবার থেকে শুরু করে পড়শিরা। পাশাপাশি প্রাক্তন ছাত্রের এহেন অবদানে আনন্দে মাতোয়ারা উসুমপুর আদর্শ স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকা ও পড়ুয়ারাও। পুরানো স্মৃতি রোমন্থন রকেট ইঞ্জিনিয়ার রাজীব সাহা বলেন,

২০০৫ সালে আগরপাড়ার নেতাজি শিক্ষায়তন ফর বয়েজ স্কুল থেকে মাধ্যমিক এবং উসুমপুর আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয় থেকে তিনি উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করেন। কিন্তু পরিবারের আর্থিক অবস্থা একটা সময় খুব খারাপ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। পড়াশোনা তো দূরঅস্ত সংসার চালানো কঠিন হয়ে পড়েছিল বাবার পক্ষে। তখন ডানলপের সরস্বতী প্রেসে বাবার সঙ্গে দৈনিক ৩০ টাকা মজুরিতে কাজ করতে যেতেন।

রাজীবের সংযোজন, উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করার পর তিনি রাজ্য সরকারের জিলেট পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেন। সেই সুবাদে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর যাত্রা শুরু। ২০১৭ সালে তিনি গেট পরীক্ষায় খুব ভালো করায় তিনি আইআইটিতে সুযোগ পান। সেইসঙ্গে ইসরোতে পরীক্ষায়ও সফল হলেন। দেশের মধ্যে তাঁর র‍্যাঙ্ক ছিল ২১। চন্দ্রযান-৩ সফলতা নিয়ে তাঁর যুক্তি, একটা ভালো টিম ওয়ার্কের ফলেই এই সফলতা এসেছে। তবে চন্দ্রযান-৩ চাঁদের মাটিতে অবতরণ করার মুহূর্তে তিনি উচ্ছ্বাস আর ধরে রাখতে পারেননি।

নিউটাউন মেলা প্রাঙ্গণে পুজোর অনুমতি কলকাতা হাইকোর্টের

নিজস্ব প্রতিবেদন, নিউটিউন: নিউটাউন মেলা প্রাঙ্গণে দুর্গাপুজো করায় 'না' বলা হয়েছিল নিউ টাউন কলকাতা ডেভেলপমেন্ট অথরিটি বা এনকেডিএ-এর তরফ থেকে। এরপরই পুজোর অনুমতি চেয়ে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন পুজো উদ্যোক্তারা। শুনানি হয়ে গেলেও শুক্রবার সেই মামলার রায়দান ছিল। এই মামলার রায়দান করতে গিয়ে আদালত নির্দেশ দেয়, নিউটাউন মেলা প্রাঙ্গণে 'মানবজাতি কল্যাণ সমিতি' দুর্গাপুজো করবে। শুধু তাই নয়, এই পুজো তারা বিনা শর্তেই করতে পারবে বলেও নির্দেশ দেন বিচারপতি সব্যসাচী ভট্টাচার্য। বিচারপতির নির্দেশ, শুধুমাত্র জায়গার ভাড়াটুকু নিয়ে পুজোর অনুমতি দিতে হবে এনকেডিএকে।

এই মামলায় শুনানিতে মামলাকারীদের বক্তব্য ছিল, গতবছর মানবজাতি কল্যাণ সমিতি নিউটাউন বাস স্ট্যান্ডে পুজোর অনুমতি চাইলে তা নাকচ করে দেয় এনকেডিএ। পরবর্তীকালে আদালতের নির্দেশে মেলা প্রাঙ্গণে পুজোর অনুমতি দেওয়া হয়। এই

বছর আবার মেলা প্রাঙ্গণে পুজোর অনুমতি চাইলেও তা দিতে চায়নি এনকেডিএ। এনকেডিএ-এর তরফ থেকে অনুমতি না মেলাতেই আদালতের দ্বারস্থ হতে বাধ্য হন পুজো উদ্যোক্তারা। এর আগের শুনানিতে এই পুজো করতে না দেওয়ার কারণ হিসাবে মামলাকারী প্রশ্ন তোলেন, এনকেডিএ কর্তা দেবাশিস সেনের স্ত্রী এখানে পুজো করেন। সেই পুজোর জৌলুস যাতে না কমে সে কারণেই কি অনুমতি দেওয়া হচ্ছে না তা নিয়েই। সেদিন হিডকো ও এনকেডিএর তরফে আইনজীবী জানান, গতবার ব্যতিক্রমীভাবে পুজোর যে অনুমতি দেওয়া হয়েছিল তা ব্যতিক্রম। উদ্যোক্তারা বাস স্ট্যান্ডে পুজো করতে চেয়েছিলেন, আদালত মেলা প্রাঙ্গণে করার অনুমতি দেয়। কারণ সেখানে অনুমতি দিলে ট্রাফিকের সমস্যা হত। এছাড়া প্রত্যেক হাউজিংয়েরও পুজো হয়।

এরপরই বিচারপতি জানতে চান, তাহলে এ বছর সেই জায়গায় পুজোর অনুমতি দিতে কী সমস্যা তা জানতে চান বিচারপতি। তবে এর কোনও স্পষ্ট জবাব দিতে পারেননি সরকারি আইনজীবী। এই মামলায় শুনানি শেষ হলেও রায়দান স্থগিত ছিল। শুক্রবার সেই রায়দান হল। এ প্রসঙ্গে এনকেডিএর চেয়ারম্যান দেবাশিস সেন বলেন, 'আদালতের নির্দেশ এখনও হাতে পাইনি।'

কোল্ড ড্রিংক হাতে প্রিজন ভ্যানে অভিযুক্ত ছোটু, ফের উঠছে প্রভাবশালী হওয়ার তত্ত্ব!

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: নিয়োগ দুর্নীতিকাণ্ডে গ্রেপ্তার মিডলম্যান- এজেন্টরাও কি প্রভাবশালী এমন প্রশ্ন ইতিমধ্যেই উঠল। নিয়োগ দুর্নীতির এক এজেন্টকে এবার প্রিজন ভ্যান থেকে কোল্ড ড্রিংকসের বোতল হাতে নামতে দেখা গেল। শুক্রবার আলিপুরে বিশেষ সিবিআই আদালতে একটা আধ-খাওয়া কোল্ড ড্রিঙ্কের বোতল হাতে প্রিজন ভ্যান থেকে নামতে দেখা যায় নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় গ্রেপ্তার হওয়া অন্যতম মিডলম্যান প্রদীপ সিং ওরফে ছোটুকে। উল্লেখ্য, ওই একই প্রিজন ভ্যানে ছিলেন নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় অন্যতম অভিযুক্ত তৃণমূল বিধায়ক জীবনকৃষ্ণ সাহাও। আর এখানেই প্রশ্ন ওঠে ধৃত ওই নিয়োগ দুর্নীতির মিডলম্যানের হাতে কোল্ড ড্রিঙ্কের বোতল এল কীভাবে তা নিয়েই। প্রশ্ন ওঠে কোথায় অভিযুক্তদের ওপর নজরদারি তা নিয়ে। শুধু তাই নয়, এ প্রশ্নও ওঠে যে এই ঠান্ডা পানীয় খেয়ে অভিযুক্তর কোনও সমস্যা হলে তার দায় কে নেবে তা নিয়েও। কারণ নিয়ম অনুযায়ী, সংশোধনাগার থেকে যখন অভিযুক্তদের আদালতে নিয়ে যাওয়া হয়, তখন অভিযুক্তরা প্রিজন ভ্যানে ওঠার পর থেকে সবরকম দায়িত্ব থাকে পুলিশের হাতেই।

কিন্তু এদিন যে দৃশ্য আদালত চত্বরে দেখা যায় তাতে পুলিশের সামনেই ঠান্ডা পানীয় হাতে নিয়ে প্রিজন ভ্যান থেকে নামছেন নিয়োগ দুর্নীতিকাণ্ডে অভিযুক্ত ওই মিডলম্যান। পুলিশের ভূমিকা সেখানে একেবারেই নির্বাক দর্শকের মতোই। ওই অভিযুক্তকে বাধা দেওয়া তো দূরে থাক, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখল সেই বিষয়টি। আর এখানেই প্রশ্ন উঠে যাচ্ছে, প্রিজন ভ্যানে প্রভাবশালী বিধায়ক থাকার কারণেই কি সব দেখেও কিছুই দেখল না পুলিশ? এ প্রশ্নও একইসঙ্গে ওঠে যে তাহলে কী এজেন্টরাও সব এক এক জন প্রভাবশালী হয়ে উঠেছেন। শুধু তাই নয়, এদিনের এ দৃশ্য কি পুলিশি নজরদারির ঢিলেঢালা ছবিটাকেই আরও স্পষ্ট করে দিল, এমনটাও ধারনা অনেকেরই।

পার্শ্ব শিক্ষকদের বেতন নিয়ে রাজ্যকে হলফনামা জমা দেওয়ার নির্দেশ আদালতের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: পার্শ্ব শিক্ষকদের বেতন নিয়ে রাজ্যকে হলফনামা জমা দিতে বলল কলকাতা হাইকোর্ট। এ রাজ্যের পার্শ্ব শিক্ষকরা কেন কম বেতন পান, সেই নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকার উভয়ের বক্তব্য জানানোর নির্দেশ দেন কলকাতা হাই কোর্টের বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসু। আদালতের তরফ থেকে শুক্রবার প্রশ্ন তোলা হয়, অন্য রাজ্যে কেন্দ্রের একইরকম অনুদান নিয়ে যদি পার্শ্ব শিক্ষকদের বেতন বেশি হয়, তাহলে এই রাজ্যে নয় কেন তা নিয়েই। একইসঙ্গে আদালতে এ প্রশ্নও ওঠে, কী করে স্কুলে তৃতীয় বা চতুর্থ শ্রেণির কর্মীর থেকে একজন পার্শ্ব শিক্ষক কম বেতন পান? কোন জায়গায় বিষয়টি আটকে রয়েছে? পুরো বিষয় নিয়ে বিস্তারিত জবাব জানতে চাওয়া হয় রাজ্যের কাছে। এই প্রশ্নে আদালত রাজ্যের ব্যাখ্যা তলব করল আদালত। এই প্রশ্নেই কেন্দ্র ও রাজ্যের বক্তব্য হলফনামা দিয়ে জানানোর নির্দেশ দেন বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসুর। বিষয়টি নিয়ে দুই তরফের কাছে জানতে চাওয়া হয়। ১৬ সেপ্টেম্বর এই মামলার পরবর্তী শুনানি বলে জানা গিয়েছে।

উল্লেখ্য, 'সমকাজে সম বেতন' দাবি করে দীর্ঘদিন ধরেই আন্দোলন

চালিয়ে আসছেন রাজ্যের পার্শ্ব শিক্ষকরা। পার্শ্ব শিক্ষকদের দীর্ঘদিনের অভিযোগ, পূর্ণ সময়ের শিক্ষকদের মতোই তাঁদের কাজ করতে হয়। সেখানে প্রাথমিক স্কুলগুলিতে পার্শ্ব শিক্ষকরা বেতন পান ১০ হাজার ৫০০ টাকা। অন্যদিকে, উচ্চ প্রাথমিক স্কুলগুলিতে পার্শ্ব শিক্ষকরা বেতন পান ১৩ হাজার টাকা। যেটা পূর্ণ সময়ের শিক্ষকদের বেতনের থেকে অনেকটাই কম। এরপরই সম বেতনের দাবি নিয়ে তাঁরা আদালতের দ্বারস্থও হন। এর আগেও রাজ্যের কাছে বেতন বৃদ্ধি নিয়ে জবাব জানতে চাওয়া হয়েছিল। এই প্রসঙ্গে অবশ্য রাজ্যের তরফ থেকে সমস্ত দোষ চাপিয়ে দেওয়া হয় কেন্দ্রের ঘাড়েই। রাজ্যের বক্তব্য ছিল, কেন্দ্রীয় সরকার অনুদান কমিয়ে দেওয়ার কারণে বেতন বৃদ্ধি সম্ভব হচ্ছে না।

উল্লেখ্য, ক্ষমতায় আসার আগে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী পার্শ্ব শিক্ষক ও অস্থায়ী চুক্তিভিত্তিক শিক্ষক ও শিক্ষা কর্মীদের ন্যায্য বেতনের ব্যাপারে প্রতিশ্রুতি দেন। এরপর অবশ্য কিছুটা বেতনবৃদ্ধি হলেও পরে আর বেতন বাড়ানো হয়নি। তাঁদের পূর্ণ শিক্ষক করার দাবিও পূরণ হয়নি বলে আন্দোলনে অংশ নিতেও দেখা গিয়েছিল শিক্ষকদের।

জীবনকৃষ্ণের ঘটনায় তদন্তের অগ্রগতি দেখে সিবিআইকে ভর্ৎসনা বিচারকের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় ধৃত জীবনকৃষ্ণের ঘটনার তদন্তের অগ্রগতি দেখে সিবিআইকে ভর্ৎসনা করতে দেখা গেল আলিপুর বিশেষ সিবিআই আদালতের বিচারককে। শুক্রবার নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় গ্রেপ্তার তৃণমূল বিধায়ক জীবনকৃষ্ণ সাহাকে এদিন পেশ করা হয় আলিপুরে বিশেষ সিবিআই আদালতে। এদিন শুনানিতে বিচারক সিবিআই আইনজীবীর থেকে তদন্তের অগ্রগতি রিপোর্ট দেখতে চান। কিন্তু এদিন তা দেখাতে পারেননি সিবিআই আইনজীবী। সঙ্গে সাফাই দিতে গিয়ে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার আইনজীবী জানান, 'তদন্তে কী বাকি আছে, তা দেখতে হবে।' সিবিআই আইনজীবীর এমন বক্তব্যে কিছুটা অসন্তুষ্ট হতে দেখা যায় আলিপুর বিশেষ সিবিআই আদালতের বিচারককে। এরপরই বিচারক জানান, 'আপনারাও অন্য কিছু বলুন। রোজ একই গজল গাইছেন।' এরই পাশাপাশি বিচারক এ প্রশ্নও তোলেন, 'এক মাস আগে স্ট্যাটাস রিপোর্ট দিয়েছেন। তাহলে কি একমাসে তদন্ত হয়নি? আগে রিপোর্ট দিন, পরে জামিনের শুনানি হবে।'

এরই পাশাপাশি শুক্রবার তদন্তকারী সংস্থাকে এক একজন বন্দিকে সংশোধনাগারে রাখার জন্য সরকারের খরচের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে সিবিআই-এর আইনজীবীকে বিচারক এদিন এ প্রশ্নও করেন, 'আপনারা জানেন না একজন বন্দিকে রাখলে সরকারের কত খরচ হয়?'

উল্লেখ্য, জীবনকৃষ্ণ সাহার বাড়িতে ৬৫ ঘণ্টা তল্লাশি অভিযান চালিয়েছিল কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। সিবিআই হানা চলাকালীনই পাঁচিলের উপর উঠে পুকুরে মোবাইল ছুঁড়ে ফেলার অভিযোগ উঠেছিল বিধায়কের বিরুদ্ধে। সেই অভিযানে তৃণমূল বিধায়ককে পাকড়াও করেন কেন্দ্রীয় গোয়েন্দারা। কিন্তু এদিন আদালতে সিবিআই তদন্তের অগ্রগতি রিপোর্ট জমা দিতে না পারায় কিছুটা অসন্তুষ্টই হন বিচারক।

এরপর এদিন আদালত চত্বরের বাইরে জীবনকৃষ্ণের আইনজীবী বললেন, 'আমরা বিচারপ্রার্থী। আমরা বিচার পাচ্ছি না। যাঁরা চাকরি পাচ্ছেন না বলে অভিযোগ তুলছেন, তাঁরাও বিচার পাচ্ছেন না। এই কথাটি এদিন আমরা তুলে ধরি বিচারকের কাছে। তাতে বিচারক অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হলেন। বিচারক আগের দিনও বলেছিলেন, এদিনও বললেন রিপোর্ট দিতে হবে। আগে যাই স্ট্যাটাস রিপোর্ট দিয়ে থাকুন, আবার ফ্রেশ স্ট্যাটাস রিপোর্ট দিতে হবে।'

কাগজে মুড়ে যিনি টাকা নিয়েছেন তার তদন্ত আগে হোক, দাবি জীবনকৃষ্ণের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি কাণ্ডে জেলবন্দি বড়ঞার বিধায়ক জীবনকৃষ্ণ সাহা। জামিন পাওয়ার জন্য বারবার আবেদন করলেও যে সব তথ্যপ্রমাণ সামনে এসেছে তার ভিত্তিতে জামিনে 'না'-ই জানিয়েছে আদালত। এরপর শুক্রবার আদালতে যাওয়ার পথে সেই জীবনকৃষ্ণ সাহাকে দেখা যায় নাম না করে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীকে নিশানা করতে। একইসঙ্গে বিদ্ধ করেন কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাকেও। প্রিজন ভ্যান থেকে তিনি স্পষ্ট ভাষায় জানান, 'কেন্দ্রীয় এজেন্সির ব্যর্থতা আছে, তারা প্রমাণ করতে পারছে না। এর আগে আপনারা তো দেখেছেন খ বরের কাগজে মুড়ে টাকা নেওয়ার ছবি। তাকেই তো ধরতে পারছে না।

সেটা আগে তদন্ত করতে বলুন।' জীবনকৃষ্ণর এই বক্তব্য শোনার পর স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন করা হয়, কাকে ইঙ্গিত করে একথা বলছেন বিধায়ক তা নিয়েই। জবাবে জীবনকৃষ্ণ সাহা জানান, 'কার কথা বলছি আপনারা ভালোই জানেন।' এরপর তাঁদের আরও সংযোজন, 'যার ফোন সিবিআই দপ্তরে আসে বারেবারে। দেখুন আপনারা। তদন্ত করুন। পেয়ে যাবেন।'

প্রসঙ্গত, শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতিতে সিবিআইয়ের হাতে গ্রেপ্তার হওয়া এজেন্টের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা সন্দেহে গত এপ্রিল মাসে বড়ঞার বিধায়ককে গ্রেপ্তার করে কেন্দ্রীয় তদন্তকারীরা। গ্রেপ্তারির আগে প্রায় ৭২ ঘণ্টা তাঁর বাড়িতে তল্লাশি চলে। ঠিক সেই সময়েই দুর্নীতির প্রমাণ লোপাট করতে বিধায়ক নিজের দুটি মোবাইল ফোন পুকুরে ছুঁড়ে ফেলে দেন। কিন্তু তাতেও শেষরক্ষা হয়নি। অবশেষে ধরা পড়ে জেলযাত্রা হয় তাঁর। এর আগে একাধিকবার আদালতে পেশের সময় জীবনকৃষ্ণকে মুখ খ ুলতে দেখা গিয়েছে। তবে প্রতিবারই দলের প্রতি আনুগত্যও প্রকাশ করতে দেখা যায় বড়ঞার এই তৃণমূল বিধায়ককে।

এখনই বাড়ছে না পাউরুটি বা বেকারিজাত দ্রব্যের দাম

জানালেন বেকারি মালিকরাই

শুভাশিস বিশ্বাস

আমাদের প্রতিদিনের জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে গেছে পাউরুটি থেকে কেকের মতো নানা জিনিস। যা তৈরি হয় বেকারিতে। সম্প্রতি এমন একটা খবর বাজারে চাউর হয়, খুব দ্রুত দাম বাড়তে চলেছে পাউরুটির। অথচ এই পাঁউরুটি নিম্নবিত্ত থেকে মধ্যবিত্ত পরিবারে নিত্যদিনের খাবার হয়ে দাঁড়িয়েছে। ফলে এমন এক খবরে কপালে ভাঁজ পড়ে আম বাঙালির।

এই প্রসঙ্গে পশ্চিমবঙ্গ বেকারি মালিকদের জয়েন্ট অ্যাকশন কমিটির সম্পাদক তথা বিধায়ক ইদ্রিস আলি অবশ্য আশ্বাস দিয়ে বলেন, 'পশ্চিমবঙ্গে পাউরুটির দাম বাড়ছে না। সাধারণ মানুষের কথা চিন্তা করে আর সামনে পুজোর মরসুমের কথা ভেবেই আমরা দাম বাড়াচ্ছি না। বর্তমানে এমন কোনও পরিস্থিতি হয়নি যাতে পাউরুটির দাম বাড়াতে হবে।'

এই একই সুর শোনা গেছে ওয়েস্ট বেঙ্গল বেকার্স কো অর্ডিনেশন কমিটির সম্পাদক শেখ ইসমাইল হোসেনের গলাতেও।

এদিকে এই প্রসঙ্গে বেকারি মালিক সংগঠনের সম্পাদক ইদ্রিস

আলি এও জানান, বেকারি মালিকদের দুটি সংগঠন রয়েছে। একটি জয়েন্ট অ্যাকশন কমিটি এবং অপরটি বেকার্স কো অডিনেশন কমিটি। সঙ্গে এও জানান, পশ্চিমবঙ্গে প্রায় চার হাজার বেকারি রয়েছে। এই শিল্পের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছেন চার লক্ষের বেশি মানুষ।' শুধু তাই নয়, পাশাপাশি এও মনে করিয়ে দেন, কিছুদিন আগে পাউরুটির দাম প্রতি চারশো গ্রামে ৪ টাকা করে বাড়ানো হয়েছে। ফলে এই মুহূর্তে ৪০০ গ্রাম পাউরিটির দাম দাঁড়িয়েছে ২৮ টাকায়। এরপর যদি ফের পাউরুটির দাম বাড়ানো হয় তাবলে সমস্যায় পড়বেন গরিব ও সাধারণ মানুষ।' এই প্রসঙ্গে বিধায়ক ইদ্রিশ আলির সংযোজন, পাঁউরুটি, কেকের দাম বৃদ্ধি নির্ণয় করে ওয়েস্ট বেঙ্গল বেকার্স কো-অর্ডিনেশন কমিটি এবং জয়েন্ট অ্যাকশন ফোরাম। বেকারি শিল্পের সঙ্গে নিযুক্তদের উদ্দেশ্যে বলেন, গুণমান বজায় রাখতে হবে এবং সঠিক দাম নিতে হবে। বেকারি শিল্পের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে বিধানসভায় আলোচনা হয়েছে। একই সঙ্গে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কেও জানানো হয়েছে। এই বেকারিগুলির সুবিধা অসুবিধা নিয়েও আলোচনাও চলছে। পাশাপাশি বেকারি শিল্পের জন্য যাতে কম সুদে ঋণের ব্যবস্থার পাশাপাশি রাজ্যে ময়দার কারখানা বৃদ্ধি হয় তা নিয়েও মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে কথা চলছে বলেও জানান তিনি। সঙ্গে এও মনে করিয়ে দেন, 'বেকারি শিল্পের প্রতি কেন্দ্র সরকার উদাসীন। এই শিল্পকে বাঁচিয়ে রাখতে সম্মিলিতভাবে প্রচেষ্টা চালানো হবে।'

এদিকে পাউরুটির দাম বৃদ্ধি প্রসঙ্গে ওয়েস্ট বেঙ্গল বেকার্স কো অর্ডিনেশন কমিটির সম্পাদক শেখ ইসমাইল হোসেন জানান, 'পাউরুটি যেমন বিমানে যাতায়াতকারী বড়লোকেরাও খান, ঠিক তেমনই কলকাতার কোলে মার্কেটের কাছে অনেক গরিব মানুষও ঘুগনির সঙ্গে ১০০ গ্রাম পাউরুটি দিয়ে দুপুরের আহারও করেন। তাই আমরা চাই বেকারি শিল্পও বাঁচুক এবং একইসঙ্গে সাধারণ মানুষের কোনও অসুবিধা না হয় সেদিকেও নজর দেওয়া প্রয়োজন।' সঙ্গে তিনি এও জানান, 'আমাদের রাজ্য সরকার মানবিক সরকার। এ ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবে সরকারই।' এই প্রসঙ্গে কো-অর্ডিনেশন কমিটির সম্পাদক ইসমাইল হোসেন এই প্রসঙ্গে জানান, 'বেকারি শিল্পের উন্নয়নে খাবারের গুণগত মান ভালো রাখতে হবে। মান ভালো না হলে বেকারি শিল্পের বদনাম হবে।'

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে সেনার পোশাকে কারা তা জানতে চায় কলকাতা পুলিশ

নিজস্ব প্রতিবেদন, যাদবপুর: যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে যুবক-যুবতীদের সেনা পোশাকে ঢুকে পড়ার ঘটনায় দানা বেঁধেছিল বিতর্ক। এবার এই ইস্যুতে ডিন অফ আর্টসকে তলব করল যাদবপুর থানার পুলিশ। পাশাপাশি এশিয়ান হিউম্যান রাইট সোশ্যাইটি সংস্থার প্রধান কাজি সিদ্দিকি হোসেনকেও তলব করা হয়েছে। কারণ, পুলিশ জানতে চাইছে কার অনুমতিতে সেনাবাহিনীর পোশাক পরে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করেছিলেন এই যুবক যুবতীরা। সেনা বাহিনীর পোশাক পরে তাঁরা কীভাবে অরবিন্দ ভবনের কাছে পৌঁছলেন এবং এতে কার অনুমতি ছিল তা জানার চেষ্টা করছে পুলিশ। এই পাশাপাশি যে সংস্থার প্রতিনিধি হিসাবে জনা ২০ যুবক যুবতী বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়েছিলেন সেই সংস্থার প্রধানকেও কলকাতা পুলিশের তরফ থেকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে বলে জানানো হয়েছে।

প্রসঙ্গত, গত বুধবার যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে ২০-২৫ জন যুবক যুবতী অরবিন্দ ভবনের সামনে পৌঁছে গিয়েছিলেন। তাঁরা প্রত্যেকেই সেনাবাহিনীর পোশাক পরা ছিলেন। তাঁরা কী উদ্দেশ্যে গিয়েছিলেন, তা নিয়ে বৃহস্পতিবার পুলিশের পক্ষ থেকে একটি স্বতঃপ্রণোদিত মামলা রুজু করা হয়।

এই প্রসঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলে পুলিশ। পুলিশ অপেক্ষা করছিল, বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফ কোনও অভিযোগ দায়ের করা হয় কিনা। কিন্তু ২৪ ঘণ্টা পরেও যখন বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফ থেকে কোনও অভিযোগ জানানো হয়নি, তখন পুলিশ স্বতঃপ্রণোদিত মামলা রুজু করে।

এদিকে, যাদবপুর কাণ্ডে বিশ্ববিদ্যালয়ের চার আবাসিককে জিজ্ঞাসাবাদ করেছে পুলিশ। জিজ্ঞাসাবাদ চালিয়েছেন অপরাধ দমন শাখার যুগ্ম কমিশনার শঙ্খশুভ্র চক্রবর্তী। ছিলেন ডিসি এসএসডি বিদিশা কলিতাও। সূত্রের খবর, বিশ্ববিদ্যালয়ের তিন তলায় যেখানে ঘটনা ঘটে, তার ওপরের তলায় থাকতেন ওই চার পড়ুয়া।

সম্পাদকীয়

বয়স্ক মানুষেরা কি এখন সমাজ ও দেশের বোঝা?

বয়স্কদের নিজেদেরই খেয়াল রাখতে হবে। বয়স্ক, অবসরপ্রাপ্তদের জীবনে সামাজিক সুরক্ষা শিথিল হয়েছে। মাথায় ছাতার মতো সেই রাষ্ট্র নেই, সমাজও নেই। আগামী প্রজন্ম অস্বাভাবিক দ্রুত জীবন, অস্থায়ী জীবিকা নিয়ে হাঁসফাঁস করছে। বয়স্কদের দেখার সময় নেই।

কিছু আশার দিক আছে। যেমন, ২০৫০ নাগাদ বিশ্বজনীন গড় আয়ু বেড়ে ৭৭.২ বছর হবে। উন্নত বিশ্বে মানুষের এই গড় আয়ু বৃদ্ধি কিছুটা সার্থক, কারণ সেখানে বয়স্করা স্বাধিকার প্রতিষ্ঠিত করে, রাষ্ট্র ও সমাজের সুযোগ-সুবিধা পেয়ে অনেকটাই দূষণমুক্ত পরিবেশে দীর্ঘ জীবন বেঁচে থাকেন। ভারতের মতো উন্নয়নশীল দেশে অধিকাংশ মানুষ টিকে থাকার সংগ্রাম করে যাচ্ছেন। বর্তমান প্রজন্মের জন্য প্রয়োজনীয় শিক্ষা, স্বাস্থ্যেও এ দেশে রাষ্ট্রীয় ব্যয় খুবই কম। তা হলে বয়স্কদের সেই দায় এসে যায়, প্রথমত নিজেদের জন্য ভাবতে হবে, দ্বিতীয়ত আগামী প্রজন্মকে ভাবতে শেখাতে হবে।

বয়স্করা বর্তমানে সমাজের প্রতি ঋণশোধ, বা নিজস্ব মানবিক উৎকর্ষের তাগিদে সামাজিক নানা দায় গ্রহণ করছেন। নব্বইয়ের দশক থেকে এ ব্যাপারে সাংগঠনিক রূপ প্রকাশ পেতে শুরু করেছে। রাষ্ট্রপুঞ্জের সাধারণ সভায় ১৯৮২ সালে ভিয়েনা 'ইন্টারন্যাশনাল প্ল্যান ফর অ্যাকশন অন এজিং' অনুযায়ী ভাবনাচিন্তা শুরু হয়েছিল। যার ফলে, ১৯৯০ সালের ১৪ ডিসেম্বর সিদ্ধান্ত (রেজলিউশন ৪৫/১০৬) নেওয়া হল যে, প্রতি বছর ১ অক্টোবর আন্তর্জাতিক প্রবীণ দিবস পালিত হবে। কিন্তু রাষ্ট্র এর প্রয়োজনীয়তা উপেক্ষা করে যাচ্ছে।

২০২১-এর 'ইন্ডিয়া স্কিল রিপোর্ট' ও ২০১৯-এর 'ন্যাশনাল এমপ্লয়বিলিটি রিপোর্ট' অনুযায়ী স্পষ্ট, আগামী দিনে বয়স্করা শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের অভাবে অনেকটাই পিছিয়ে পড়বেন। জাতপাত, সাম্প্রদায়িকতা, লিঙ্গ অসাম্য ইত্যাদিতে জর্জরিত মহিলারা আরও বিপন্ন হবেন। আধুনিক জীবনে এক দিকে ভোগবাদের বিপুল আয়োজন, অন্য দিকে ক্রয়ক্ষমতার ক্রমহ্রাস জীবনকে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, সামাজিক সঙ্কটে ফেলেছে। আধুনিক প্রজন্ম এই দুষ্টচক্রে পড়ে দুর্নীতিতে জড়িয়ে পড়ছে। বেকারত্ব ও ছদ্মবেকারত্ব বাড়ছে, সৃষ্টি করছে মনের অসুখ। এরাও এক দিন বয়স্ক হবে। জাতীয় জনসংখ্যা নীতির প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য, কিন্তু এই নীতি তো প্রতি দশ বছর জনসুমারির কার্যক্রমেই নিহিত। এই সব নীতি নির্মাণ, রূপায়ণ ও প্রণয়নে বয়স্করাই অভিজ্ঞ পরামর্শ দেন। কিন্তু তার আগে দেখা যায় সরকারি পরিসংখ্যানের সঙ্গে অসরকারি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিসংখ্যানের সংখ্যাতত্ত্বে বিস্তর গরমিল। রাষ্ট্র, সরকার, রাজনৈতিক শাসক দল; তাদের কি মন নাই?

জন্মদিন

আজকের দিন

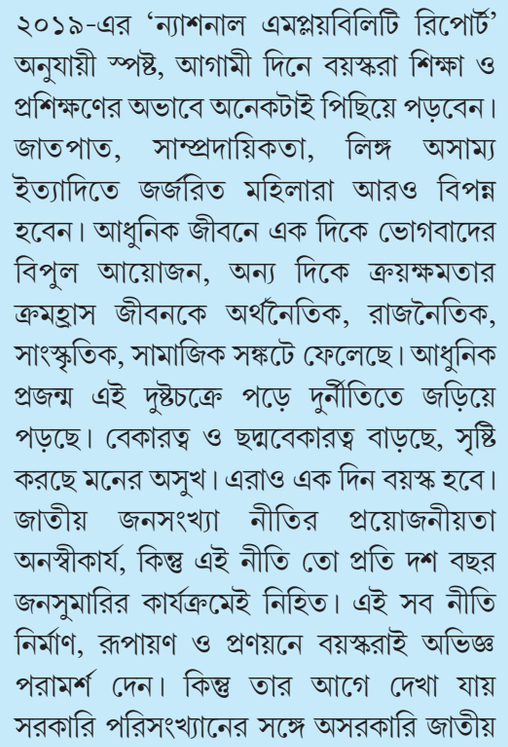

মাদার টেরিজা

১৯১০ *বিশিষ্ট সমাজসেবী নোবেলজয়ী মাদার টেরিজার জন্মদিন।*
১৯২০ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেতা ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্মদিন।*
১৯৫৬ *বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ মানেকা গান্ধির জন্মদিন।*

চাঁদের মাটিতে ভারতের বিক্রম বিজয়

শুভজিৎ বসাক

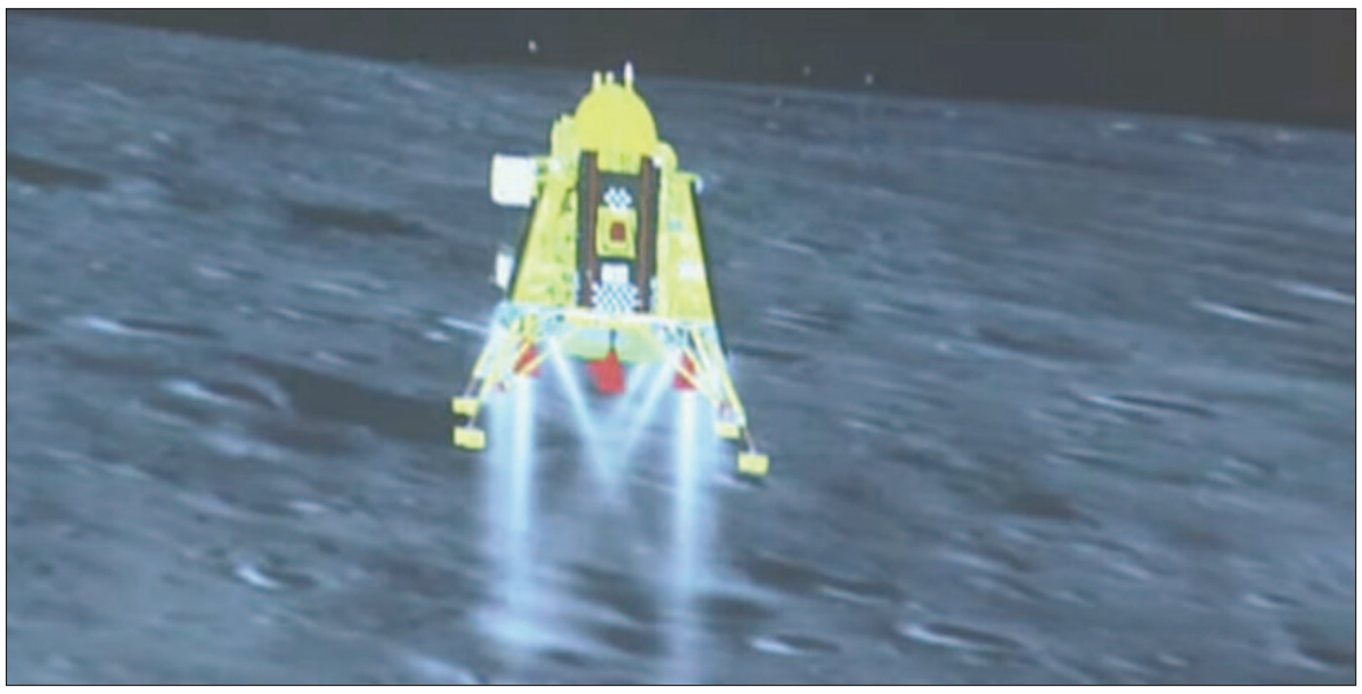

চাঁদের দক্ষিণ মেরুর তথ্য মানবজাতির কাছে এখনও অজানা। তাই চন্দ্রযান-৩ অভিযান সফল হওয়ায় চাঁদের রহস্যময় দক্ষিণ মেরুতে পৌঁছতে পারা প্রথম দেশ হিসেবে নতুন করে ইতিহাস লিখল ভারত! আর চাঁদের মাটিতে সফলভাবে পদার্পণ করা হিসাবে চতুর্থতম দেশ হয়ে নজির সৃষ্টি করল ভারত।

বলা হয়, প্রথমে পৃথিবীর উল্লেখযোগ্য কোন উপগ্রহ তথা চাঁদের অস্তিত্ব ছিল না। তখন থিয়া নামের প্রায় মঙ্গল গ্রহের সমান কোন এক গ্রহ ও পৃথিবীর সাথে সংঘর্ষের ফলে পৃথিবী থেকে বড়সড় একটি অংশ আকাশে নিক্ষিপ্ত হয় এবং তা একত্রে জড়ো হয়ে গঠন করে চাঁদের! যদিও এই তত্ত্ব নিয়ে মতভেদ রয়েছে। এ সংঘর্ষের সময় কোটি কোটি টন পদার্থ গলিত ও বাষ্পীভূত হয়ে যায় ও পৃথিবীর কিছু অংশের তাপমাত্রা প্রায় ১০ হাজার ডিগ্রি সেলসিয়াসে পৌঁছায়! এ সংঘর্ষের ফলেই পৃথিবীর অক্ষ ২৩.৫ ডিগ্রি কোণে হেলে আছে এবং এর ফলেই পৃথিবীতে ঋতুবদল দেখা যায়। তখন নাকি উৎপত্তি হয়েছিল দুইটি চাঁদের! এরপর দুইটি চাঁদ নিজেদের মধ্যে সংঘর্ষের পর গঠন করে একটি চাঁদের, যা আমরা বর্তমানে দেখি! আবার অনেকে বলেন পৃথিবীর পাশে দিয়ে যাওয়ার সময় চাঁদকে নিজের অভিকর্ষের টানে আটকে ফেলে পৃথিবী।

অতএব চাঁদ পৃথিবীর আত্মজা। চাঁদের উৎপত্তি ও বিবর্তনের সঙ্গে পৃথিবী সৃষ্টির রহস্য জড়িয়ে রয়েছে। চাঁদের জন্ম রহস্যের পর্দা খুললে, ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টির জটও খুলবে ধীরে ধীরে। সৌর বিকিরণ ও সূর্য থেকে ছিটকে আসা পদার্থ চাঁদের উপর কী প্রভাব ফেলে সেটা জানা যাবে সহজেই। চন্দ্রপৃষ্ঠ বা লুনার সারফেসের স্তরগুলির উপর এই সৌর বিকিরণের জোরালো প্রভাব রয়েছে। কোটি কোটি বছর ধরে দক্ষিণ মেরু সূর্যের আলো থেকে বঞ্চিত। সৌরগজগতের অনেক গোপন রহস্যের বীজ বুনে চলেছে সন্তর্পনে চাঁদের এই পৃষ্ঠ। আমাদের নীল গ্রহের জন্মরহস্যের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাও সেখানে মেলা সম্ভব। ২৪ ঘণ্টায় পৃথিবীতে যে দিন-রাতের চক্র ঘুরে চলেছে সেটাও সম্ভব হচ্ছে চাঁদের অভিকর্ষজ বলের জন্যই। এই টানের কারণেই পৃথিবীর ঘূর্ণনের গতি একটু একটু করে কমছে, বিপরীতে বাড়ছে পৃথিবীর দিন ও রাতের দৈর্ঘ্য। মহাসাগরে জোয়ার-ভাঁটা থেকে পৃথিবীর ঋতুচক্র; সবকিছুকেই নিয়ন্ত্রণ করছে চাঁদ। কাজেই প্রাণ সৃষ্টির গোপন কথা সেখানেই নিহিত রয়েছে যত্ন করে।

সৌরজগতের বেশিরভাগ গ্রহে চাঁদ রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ- মঙ্গলের দুটি চাঁদ আছে, বৃহস্পতি ৭৯ এবং নেপচুন ১৪। কিছু বরফ, কিছু পাথুরে, কিছু ভূতাত্ত্বিকভাবে সক্রিয়, কিন্তু অন্যদের সামান্য বা কোন কার্যকলাপ নেই। চাঁদ একটি চমৎকার নৃত্য অংশীদারের মতো, ক্রমাগত তার অংশীদারের দিকে তাকাচ্ছে। এটি সর্বদা একই মুখ দিয়ে পৃথিবীর দিকে তাকায়। মুখটি অনন্য কারণ পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করতে চাঁদ তার অক্ষের চারপাশে ঘুরতে ঠিক একই পরিমাণ সময় নেয়। এটি ২৭ দিনের একটু বেশি সমান, তাই আমরা সবসময় একই চন্দ্র গোলার্ধ দেখতে পাই। এটি একটি ঘটনা যাকে মহাকর্ষীয় যুগল বলা হয়। পৃথিবী ও চাঁদ উভয়ই নিজ নিজ কক্ষপথে ঘুরছে, তবুও চাঁদ (যতটুকুই দেখা যায়) সর্বদা একই রকম, কেননা অনেক আগেই পৃথিবীর মহাকর্ষীয় প্রভাব চাঁদের নিজস্ব কক্ষপথের ঘূর্ণনকে ধীরগতির করে দিয়েছে। তাই এর অরবিটাল পিরিয়ড ও রোটেশন পৃথিবীর সাথে মোটামুটি মিলে যাওয়ায় চাঁদের 'ছবি' (অমাবস্যা/পূর্ণিমার ব্যাপার ভিন্ন) আর পরিবর্তিত হয়না। সৌরজগতের পঞ্চম বৃহত্তম চাঁদের ক্ষেত্রে এটিই ঘটেছে। তাই আমরা সবসময়েই পৃথিবীর মাটি থেকে চাঁদের এক মেরুই দেখে এসেছি আর আজ ভারত যখন এর দক্ষিণ মেরুতে বিক্রম মেজাজে পদার্পণ করেছে সৃষ্টির অজানা ইতিহাসের দেখা মিলবে সেই আশা থেকেই আজকের ভারতের সফল চন্দ্র জয় নিঃসন্দেহে ইতিহাস লিখবে।

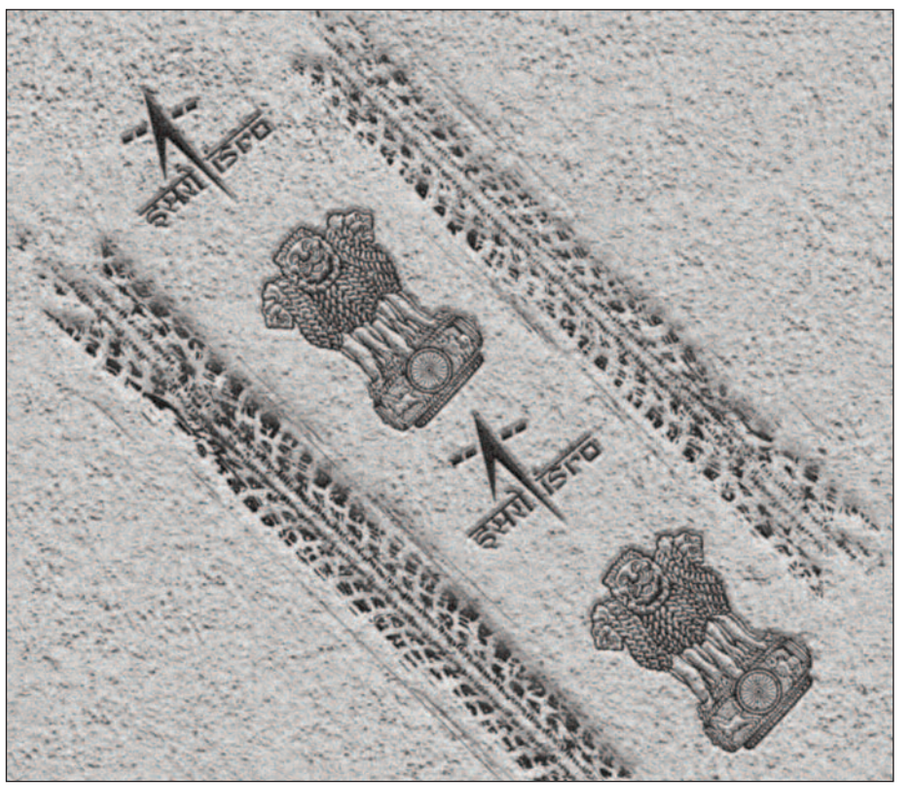

এর আগে যত দেশের মহাকাশযান চাঁদে ভূমিষ্ঠ হয়েছে সবগুলোই চাঁদের নিরক্ষীয় অঞ্চলে অবতরণ করেছে কারণ এটি তুলনামূলক সহজ ও নিরাপদ। চাঁদের এই অংশের পৃষ্ঠ ও তাপমাত্রা মহাকাশযান অবতরণ করার জন্য উপযোগী। চাঁদের নিরক্ষীয় অঞ্চলটি তুলনামুলক মসৃণ। খাড়া ঢাল প্রায় নেই বললেই চলে। বেশি পাহাড় বা গর্তও নেই। পৃথিবীর দিকে মুখ করে থাকা চাঁদের এই অংশে সূর্যের আলোও পড়ে যথেষ্ট। আর এতেই সৌরচালিত যন্ত্রপাতিগুলিতে শক্তি সরবরাহ হয়।

অন্যদিকে চাঁদের মেরু অঞ্চলের ভূপৃষ্ঠের গঠন, তাপমাত্রা, আবহাওয়া সম্পূর্ণ বিপরীত। চাঁদের এই অংশের ভূপৃষ্ঠ খড়খড়ে, অধিকাংশ স্থানই অন্ধকারে ঢাকা, সূর্যের আলো এই অঞ্চলগুলিতে কখনই পৌঁছয় না। সূর্যালোকের অভাব এবং চরম ঠাণ্ডা যন্ত্রপাতি পরিচালনার মূল অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। তার কারণ চাঁদ তার কক্ষপথে সামান্য হেলে থাকে। ফলে চাঁদের উত্তর মেরুর তুলনায় দক্ষিণ মেরু অনেক বেশি অন্ধকার। এই কারণে হিমশীতল দক্ষিণ মেরুতে বরফ থাকার সম্ভাবনা বেশি। আর বরফ মানেই জল। জলের তড়িৎ বিশ্লেষণে পাওয়া যাবে হাইড্রজেন ও অক্সিজেন। এখান থেকে লাভ হবে দু'টো। এক, হাইড্রজেন ব্যবহার করা যেতে পারে জ্বালানি হিসেবে। দুই, অক্সিজেন শ্বাস নিতে সাহায্য করবে। এছাড়াও চাঁদের এই অংশে রয়েছে বিশালাকার গর্ত। এই গর্তগুলির আকার কয়েক সেন্টিমিটার থেকে শুরু করে কখনও কখনও কয়েক হাজার কিলোমিটার পর্যন্তও বিস্তৃত। চাঁদের এই অংশের তাপমাত্রা খুবই কম তাই বহুকাল ধরে হুবহু একই অবস্থায় আটকে থাকতে পারে কোনও বস্তু। সেক্ষেত্রে চাঁদের উত্তর ও দক্ষিণ মেরুতে পাথর ও মাটির বিশ্লেষণে কী করে সৌরজগৎ সৃষ্টি হয়েছিল সে সম্বন্ধে বহু তথ্য জানা যাবে।

চাঁদকে আমরা অনেকে স্বপ্নের জগত হিসেবে জেনে থাকলেও এখানেও প্রাকৃতিক বিরূপ পরিস্থিতির উদ্ভব হয় যা মূলত দক্ষিণ গোলার্ধে অনুভূত হয়। চাঁদের এই পৃষ্ঠে মাঝে মাঝে ভূমিকম্প হয়। এগুলো 'মুনকোয়াক' নামে পরিচিত। লুনার নাইট সিজনে চন্দ্রপৃষ্ঠের তাপমাত্রা মাইনাস ১৮০ ডিগ্রী সেলসিয়াস (অত্যন্ত শীতল) পর্যন্ত নেমে যায়। আবার কখনও কখনও এর আবহাওয়া বেশ উত্তপ্তও হয়ে ওঠে।

প্রতিবছর পৃথিবী থেকে কিছুটা রোটেশনাল এনার্জি নিয়ে নেয় চাঁদ। ফলে নিজস্ব কক্ষপথে বছরে ৩.৮ সেন্টিমিটার উপরে চলে যাচ্ছে চাঁদ। গবেষকরা জানিয়েছেন, সৃষ্টিলগ্নে পৃথিবী থেকে ২২,৫৩০ কিলোমিটার দূরে অবস্থান করছিল চাঁদ। কিন্তু এটি এখন ৪৫০,০০০ কিলোমিটার দূরে চলে গেছে।

অতএব আকাশে উদীয়মান শীতল চাঁদমামা মোটেই শীতল প্রকৃতির নন, ঘিরে আছে রহস্যের খনি এবং যা আছে প্রতিটি ধাপেই। আর আজ ভারত সেই চাঁদেই বিক্রমশালী বিজয় পেল যা স্বর্ণাক্ষরে লেখা হয়ে রইল।

ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে বঙ্গনারীর ভূমিকা — আলোচনার দৃষ্টিকোন থেকে

পল্লব মিত্র

৭৭তম স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে রবিবার সন্ধ্যায় রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্র ও বহু বিশিষ্ট সাহিত্যিকদের স্মৃতি বিজড়িত রবিবাসর সাহিত্য প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে ও পি এন রায় ট্রাস্ট এর সহযোগিতায় অনুষ্ঠিত হল সাম্প্রতিকালে এক সুচিন্তিত ঐতিহ্যমন্ডিত আলোচনাসভা, যার বিষয়বস্তু ছিল ''ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে বঙ্গনারীর অবদান'' বীরাঙ্গনা সেই সব মহীয়সী স্বাধীনতাকামী বঙ্গনারীদের নানান দিক নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেন সমাজের বিশিষ্ট সব ব্যাক্তিত্বরা

গোলপার্ক রামকৃষ্ণমিশন ইনস্টিটিউশনের সম্পাদক স্বামী সুপর্ণানন্দ মহারাজ তার সুচিন্তিত ঔজ্জ্বল্যে ভরা বক্তব্যর মাধ্যমে এই আলোচনা সভার উদ্বোধন করেন সূচনায় ট্রাস্টের চেয়ারম্যান কল্যান দাশগুপ্ত এই বিশেষ আলোচনা চক্রের উদ্দেশ্যে সকলকে স্বাগত জানান রবিবাসরের সম্পাদক অভিযান বন্দোপাধ্যায় সংগঠনের ৯৪ বছরের ধারাবাহিক ঔজ্জ্বল্যের চুম্বক ইতিবৃত্ত তুলে ধরেন। শিল্পী মোম রায়ের স্বদেশী সঙ্গীতের পর শুরু হয় মূল আলোচনা পর্ব বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ প্রেসিডেন্সী কলেজের প্রথম মহিলা অধ্যক্ষ ডঃ মমতা রায় তার ভাষণে শিক্ষার ক্ষেত্রে স্বাধীনতা ও স্বাধীনতা উত্তর সময়কালে অনন্য সব বাঙ্গালি মহীয়সী বীরাঙ্গনাদের নানান কাহিনীর কথা তুলে ধরেন। অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় বক্তা ছিলেন চন্দননগর সরকারি কলেজের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক ও স্বাধীনতা আন্দোলন বিষয়ক বহু গ্রন্থ প্রণেতা শুভেন্দু মজুমদার। তার বক্তব্যর বিষয় ছিল বাঙ্গালি বীরাঙ্গনাদের রচিত বিভিন্ন স্মৃতিকাহিনী ও নানান লেখালেখির বিস্তৃত ঘটনাবলী। অনুষ্ঠানে তৃতীয় বক্তা ছিলেন প্রবীণ সাংবাদিক ও স্বাধীনতায় বঙ্গনারী বিষয়ে একাধিক গ্রন্থ প্রণেতা সফিউন্নিসা। তার বক্তব্যে উঠে আসে গত চার দশকে সংবাদপত্রের প্রতিনিধি হয়ে মহিলা স্বাধীনতা সংগ্রামীদের মুখোমুখি হওয়ার বিরলতম অভিজ্ঞতার ব্যাক্তিগত ঘটনাবলী। তার বক্তব্যে শ্রোতারা জানতে পারলেন কল্পনা দত্ত থেকে বীনা দাস, কমলা দাশগুপ্ত থেকে কমলা মুখার্জি ও আরও অনেক মহিলার ব্যাক্তিগত জীবনচর্চার নানান অভিজ্ঞতার কাহিনী।

চতুর্থ বক্তা ছিলেন বিশিষ্ট সাংবাদিক ও লেখিকা ডঃ স্বাথী ভট্টাচার্য। সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রেক্ষিতে গত ১০০ বছরে স্বাধীনতার ক্ষেত্রে নানা আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে বাঙালি মহিলাদের সক্রিয় অংশগ্রহন ও নানান কার্যকলাপের তথ্য ভিত্তিক ঘটনা তুলে ধরেন তিনি।

অনুষ্ঠানের শেষ বক্তা ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ লেখ্যাগারের আধিকারিক ডঃ মধুরিমা সেন । অত্যন্ত চাঞ্চল্যকর একটি গ্রন্থের রচয়িতা হিসাবে তুলে ধরলেন গ্রন্থ রচনার নেপথ্যর কাহিনী।পুলিশ বিভাগ ও সরকারি নথিপত্রে ৯৩২ জন বঙ্গনারীর কথা তুলে ধরেছেন তিনি তার ইংরাজি গ্রন্থের মধ্যে। সেখানে আন্দোলনকারীর নাম, বাবার নাম, ঠিকানা ও অভিযোগের কারণ স্পস্টভাবে সরকারি নথিতে লিপিবদ্ধ তালিকা তুলে ধরেছেন তিনি। লেখিকা এই গ্রন্থকে ডকুমেন্টেড হিস্ট্রি বলে অভিহিত করলেও, বলতে দ্বিধা নেই এই ধরনের গবেষনা স্বাধীনতার ইতিহাসকে জানতে ও নতুনভাবে বুঝতে সহায়ক হবে।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যলয়ের অবসরপ্রাপ্ত ডিন ডঃ জগদীন্দ্র মন্ডল এই উল্লেখযোগ্য অভিনব আলোচনা সভায় পৌরহিত্য করেন। সভাপতির ভাষনে অত্যন্ত আবেগ মথিত কণ্ঠে তিনি ভারতের স্বাধীনতার ক্ষেত্রে বাঙালি নারীদের অসাধারণ আত্মত্যাগ ও কঠোর পরিশ্রম এর কথা আজও যে সেভাবে যথাযথ ভাবে পরিচিত হয়নি তা বলেন। যে শ্রদ্ধা স্বাধীন দেশে এই মহীয়সীদের পাওয়া উচিত ছিল আমাদের ভেবে দেখতে হবে তার কতটা প্রতিদান আমরা দিতে পেরেছি। আশার কথা ইংরেজি ও বাংলায় নানানক্ষেত্র ধরে অনেকে গ্রন্থ রচনা করছেন বা ১৫ আগষ্ট, ২৬ জানুয়ারি বা ২৩ জানুয়ারির মত উল্লেখযোগ্য তারিখে স্বাধীনতার বীর সেনানিদের কথা লেখার মাধ্যমে আলোচিত হলেও এখনও বহু জিনিস ইতিহাসের দৃষ্টিকোণ থেকে গবেষণার জায়গা আছে গবেষক বা উৎসাহী লেখকরা আলোকপাত করলে সুচিন্তিত, সুপরিকল্পিতভাবে স্বাধীনতা আন্দোলনের চিত্রটি পরিস্ফুট হবে।

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

পঞ্চায়েত সমিতি নিয়ন্ত্রিত লজে মহিলার দেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদন, নদিয়া: পঞ্চায়েত সমিতি নিয়ন্ত্রিত সরকারি লজ থেকে উদ্ধার হল এক মহিলার মৃতদেহ। ঘটনাটি ঘটেছে নদিয়ার নবদ্বীপ ব্লকের মন্দির নগরী মায়াপুর হুলোড় ঘাটে। মৃত মহিলার নাম পূর্ণিমা সরকার (৩৫)। তিনি নাকাশিপাড়া থানার যুগনীতলা এলাকার বাসিন্দা। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, গতকাল সন্ধ্যায় ওই মহিলা ও একজন পুরুষ নিজেদের স্বামী-স্ত্রী পরিচয় দিয়ে মায়াপুর হুলোর ঘাট সংলগ্ন নবদ্বীপ পঞ্চায়েত সমিতি নিয়ন্ত্রিত লজে এসে ঘর ভাড়া নেন। এরপর শুক্রবার সকালে লজের কেয়ারটেকার ঘর পরিষ্কার করতে গিয়ে দরজা খোলা অবস্থায় দেখতে পান এবং ঘরের মধ্যে ওই মহিলাকে নিথর অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখে একাধিকবার ডাকাডাকি করেন বলে দাবি। কিন্তু তাঁর ডাকে ওই মহিলা সারা শব্দ না দিলে সন্দেহ হয় ওই লজ কর্মচারীর। বিষয়টি জানিয়ে তৎক্ষণাৎ খবর দেওয়া হয় পঞ্চায়েত সমিতি সহ স্থানীয় পুলিশ প্রশাসনকে। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে ওই মহিলাকে উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করেন। যুবকের নাম সঞ্জয় সরকার বলে জানতে পেরেছে পুলিশ। মহিলার সঙ্গে আসা যুবক পলাতক বলে জানিয়েছে পুলিশ। অভিযোগ, পঞ্চায়েত সমিতি নিয়ন্ত্রিত লজে কোনও সিসিটিভির ব্যবস্থা নেই। দেহটি উদ্ধার করার পাশাপাশি মহিলার মৃত্যুর কারণ জানতে ইতিমধ্যেই তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক
টালিগঞ্জ ২ ব্রাঞ্চ
৯৩ দেশপ্রাণ শাসমল রোড, কলকাতা - ৭০০০৩৩

পরিশিষ্ট IV (রুল-৮(১))
দখল নোটিশ (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু,
নিম্নস্বাক্ষরকারী ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্কের অনুমোদিত অফিসার হিসেবে ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা অধীনে এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে ১৫.০৫.২০২৩ তারিখে ঋণগ্রহীতা **শ্রী গুরুশিস পাল, সেন্ট্রাল গভ. কোয়ার্টার্স গ্রাহাম রোড, টালিগঞ্জ, ব্লক এ, ফ্ল্যাট নং ১০৩, ১১তম তল, কলকাতা - ৭০০০৪০ এবং প্রেমিসেস নং ২৩৩, কেন্দ্রা মেন রোড, কলকাতা - ৭০০০৯৪** [illegible] নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ ১৫৫৭৮৩০.০০ টাকা (পনের লাখ সাতান্ন হাজার আটশ তিরিশ টাকা) টাকা নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতা উক্ত বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে অবগত করা হচ্ছে যে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং উক্ত রুলসের রুল ৮ এবং ৯ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নোক্ত বিস্তারিত উক্ত সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন **২১ আগস্ট ২০২৩** তারিখে।
ঋণগ্রহীতাগণকে বিশেষভাবে এবং সাধারণকে সাধারণভাবে সতর্ক করা হচ্ছে যে উক্ত সম্পত্তি নিয়ে যেন কোনওভাবেই সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির লেনদেন না করেন এবং কোনওরূপ লেনদেন ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক নিকট বকেয়া **১৫১২১৪৪.০০ টাকা (পনের লাখ তেরো হাজার একশো চুয়াল্লিশ টাকা) তারিখ ১৯.০৮.২০২৩** অনুযায়ী সুদ সহ আদায়দান সাপেক্ষে। ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে সারফেসি আইনের ১৩(৮) ধারা সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিমাণ আদায়দানের মাধ্যমে জামিনদত্ত সম্পদ উদ্ধার করতে পারেন।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

সংশ্লিষ্ট সকল অংশ সম্পত্তির বন্ধকস্বত্ব বসবাসের ফ্ল্যাট একতলায় পরিমাণ ৩৩০ বর্গফুট চারপাশ এবং সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৪৫৬ বর্গফুট অধ্যুষিত ২ বেড রুম, ১ ডাইনিং, ১কিচেন, এবং টয়লেট সমন্বিত এবং অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ এবং স্বত্ব জমির পরিমাণ আনুমানিক ১ (এক) কাঠা ১৫ (পনেরো) ছটাক সকলের ব্যবহারের পুরসুবিধাদি ভোগ দখলের অধিকার সমন্বিত প্রেমিসেস নং ২৩৩ কেন্দ্রা মেইন রোড, কলকাতা -৭০০০৯৪, ওয়ার্ড নং ১০১, বরো নং ১১, থানা - যাদবপুর, আরএস নং ২২৭, খতিয়ান নং ৪৩, মৌজা - পাটুলি (দলিল নং -১৬০৫০০৩৬৩ নথিভুক্ত বুক নং ১, ভল্যুম নং ১৬০৫-২০১৭, পৃষ্ঠা ১০৪১৯৪ থেকে ১০৪১৫৫-২০১৭ সালের অনুযায়ী সমুদয় সম্পত্তি। **চৌহদ্দি:** **উত্তরে**: দাগ নং ২২২ এবং সুষমমা সাহার ভবন, **দক্ষিণে:** ১২ ফুট চওড়া কে এম সি রোড এবং অনন্দমোহন নাথের ভবন, **পূর্বে**: দাগ নং ২২১ এবং তপন মৈত্রর ভবন, **পশ্চিমে**: দাগ নং ২২৬ এবং শ্যামল কুমার বাস এর ভবন সমন্বিত।

তারিখ : ২১.০৮.২০২৩, স্থান : কলকাতা
স্বা/-অনুমোদিত অফিসার, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া
বারাসত জোনাল অফিস
অ্যাসেট রিকভারি ডিপার্টমেন্ট
৩য় তল, ডিডি-২, সল্টলেক, সেক্টর - ১
বিধাননগর, কলকাতা - ৭০০০৬৪
Bank of India BOI
Relationship Beyond Banking

পরিশিষ্ট IV [দ্রষ্টব্য রুল -৮(১)]
দখল নোটিশ (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু,
নিম্নস্বাক্ষরকারী **ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া, বড়াই শাখা**-এর অনুমোদিত অফিসার হিসেবে ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে ০৫.১২.২০২১ তারিখে **ঋণগ্রহীতা শ্রী জাহাঙ্গীর পাঠান এবং জামিনদাতা, শ্রীমতি রসিদা বিবি,** তে দাবি নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ **৯,৬৯,০৬৪.১০ টাকা (নয় লাখ উনসত্তর হাজার চৌষট্টি টাকা এবং দশ পয়সা) টাকা সুদ এবং চার্জ সহ সংশ্লিষ্ট তারিখ থেকে কার্যকর মতে** নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতা বকেয়া পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাকে এবং সাধারণের প্রতি বিজ্ঞাপিত হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৪) এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এনফোর্সমেন্ট রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নে উল্লিখিত জামিনদত্ত সম্পত্তি নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক **২২ আগস্ট ২০২৩** তারিখে স্বত্ব দখলীকৃত হয়েছে।
ঋণগ্রহীতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণকে সাধারণভাবে সতর্ক করা হচ্ছে সংশ্লিষ্ট জামিনদত্ত সম্পত্তির কোনরূপ লেনদেন না করতে। কোনওরূপ লেনদেন **ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া, বড়াই শাখা** -এর নিকট বকেয়া **৯,৬৯,০৬৪.১০ টাকা** এবং অর্থাৎ সুদ এবং চার্জ প্রযোজ্য সাপেক্ষে স্থগিত থাকবে।
ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জ্ঞাত করা হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিমাণ আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

সংশ্লিষ্ট সকল অংশ সম্পত্তি জমি এবং ভিতর কাঠামো বসবাসের জমি পরিমাণ ৩.০৪ ডেসিমেল অবস্থিত মৌজা - দুর্গাপুর, জেএল নং ৬৮, এলআর দাগ নং ৬১১, এলআর খতিয়ান নং ৪২৬, খতিয়ান নং ৫৮৫, তৌজি নং - ১৩, বড়াই গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, থানা - আমডাঙা, জেলা - ২৪ পরগনা (উ), পিন - ৭০০১২৬, শ্রী জাহাঙ্গীর পাঠানের নামে সমুদয় সম্পত্তি উল্লেখ্য দলিল নং ১-২৪৯/২০০৯। **চৌহদ্দি: উত্তরে :** শ্রী দুর্বীজানিক মণ্ডলের জমি, **দক্ষিণে :** শ্রী রবীন্দ্রনাথ পাত্রের জমি, **পূর্বে :** শ্রী আবদুল গফফারের জমি, **পশ্চিমে :** শ্রী দুর্বীজানিক মণ্ডলের জমি সমন্বিত।

তারিখ : ২২.০৮.২০২৩ স্বা/- চিফ ম্যানেজার এবং অনুমোদিত অফিসার
স্থান : বড়াই ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

SKIPPER Limited
CIN: L40104WB1981PLC033408
রেজিস্টার্ড অফিস : ৩এ, লাউডন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০১৭
ফোন : (০০৩) ২২৮৯ ২৩২৭/ ৫৭৩১, **ফ্যাক্স :** (০৩৩) ২২৮৯ ৫৭৩৩
ইমেল : investor.relations@skipperlimited.com
ওয়েবসাইট: www.skipperlimited.com

৪২তম বার্ষিক সাধারণ সভা এবং ই-ভোটিং তথ্য এর বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা **বিজ্ঞপ্তি** দেওয়া হচ্ছে যে, **স্কিপার লিমিটেড** ('দ্য কোম্পানি') -এর সদস্যদের **৪২তম (বিয়াল্লিশতম)** বার্ষিক সাধারণ সভা ("এজিএম" বা "মিটিং") **মঙ্গলবার, ১৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখ বেলা ১১.৩০টায় (আইএসটি)** অনুষ্ঠিত হবে ভিডিও কনফারেন্সিং বা আদার অডিও ভিজ্যুয়াল মিনস (ভিসি/ওএভিএম) সুবিধার মাধ্যমে সভা আহ্বানকারী নোটিশে (নোটিশ) বর্ণিত ব্যবসাগুলি লেনদেনের জন্য কোম্পানিজ অ্যাক্ট, ২০১৩ ("দ্য অ্যাক্ট") এর অধীনে প্রণীত নিয়ম এবং সেবি (লিস্টিং অবিলগেশনস এন্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫ ("লিস্টিং রেগুলেশনস") তৎসহ পঠিত কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক দ্বারা ইস্যুকৃত জেনারেল সার্কুলার নং ১৪/২০২০ তারিখ ৮ এপ্রিল, ২০২০, জেনারেল সার্কুলার নং ১৭/২০২০ তারিখ ১৩ এপ্রিল, ২০২০, জেনারেল সার্কুলার নং ২০/২০২০ তারিখ ৫ মে, ২০২০ জেনারেল সার্কুলার নং ১০/২০২২ তারিখ ২৮ ডিসেম্বর, ২০২২ (পরে এখানে যৌথভাবে "এমসিএ সার্কুলারস" হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে) এবং সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অব ইন্ডিয়া দ্বারা ইস্যুকৃত সার্কুলার নং এসইবিআই/এইচও/সিএফডি/সিএমডি১/সিআইআর/পি/২০২০/৭৯ তারিখ ১২ মে ২০২০, এসইবিআই/এইচও/সিএফডি/সিএমডি২/সিআইআর/পি/২০২১/১১ তারিখ ১৫ জানুয়ারী, ২০২১ এবং এসইবিআই/এইচও/সিএফডি/সিএমডি২/সিআইআর/পি/২০২২/৬২ তারিখ ১৩ মে, ২০২২ এবং এসইবিআই/এইচও/সিএফডি/পিওডি২/পি/সিআইআর/২০২৩/৪ তারিখ ৫ জানুয়ারি, ২০২৩ (পরে এখানে যৌথভাবে "সার্কুলারস" হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে)-এর প্রযোজ্য বিধান মেনে।
উপরোক্ত সার্কুলারস অনুসারে, কোম্পানি ২৫ আগস্ট, ২০২৩ তারিখে ৩১ মার্চ, ২০২৩ তারিখে সমাপ্ত আর্থিক বছরের জন্য কোম্পানির বার্ষিক প্রতিবেদন সহ নোটিশ প্রেরণ সম্পন্ন করেছে শুধুমাত্র সেই সকল সদস্যদের যাদের ই-মেইল ঠিকানা কোম্পানি/ডিপোজটরি পার্টিসিপেন্ট(গুলি) এর সাথে নিবন্ধিত। ৩১ মার্চ, ২০২৩ -তে সমাপ্ত আর্থিক বছরের বার্ষিক প্রতিবেদন এবং নোটিশ কোম্পানির ওয়েবসাইট **www.skipperlimited.com** এবং স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট যেখানে কোম্পানির ইক্যুইটি শেয়ার তালিকাভুক্ত আছে অর্থাৎ, **www.bseindia.com** এবং **www.nseindia.com** -তে পাওয়া যাবে। এছাড়াও এনএসডিএল এর (ই-ভোটিং সুবিধা প্রদানের জন্য নিযুক্ত এজেন্সি) ই-ভোটিং ওয়েবসাইট অর্থাৎ **www.evoting.nsdl.com** -তে পাওয়া যাবে।
সদস্যদের আরও অনুরোধ করা হচ্ছে ১৮ আগস্ট, ২০২৩ তারিখে প্রকাশিত সংবাদপত্র ফিনান্সিয়াল এক্সপ্রেস (ইংরাজি) এবং একদিন (বাংলা) -তে কোম্পানি কর্তৃক প্রকাশনা দেখতে মিটিং সম্পর্কিত অন্যান্য তথ্যের জন্য। উল্লেখিত বিজ্ঞাপনগুলি কোম্পানির এবং স্টক এক্সচেঞ্জগুলির যেখানে কোম্পানির ইক্যুইটি শেয়ার তালিকাভুক্ত ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।
সেকশন ১০৮ এবং এক্ট এর অন্যান্য প্রযোজ্য বিধান অনুসারে, যদি কিছু থাকে, তৎসহ পঠিত সময়ে সময়ে সংশোধিত মত কোম্পানিজ (ম্যানেজমেন্ট এন্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) রুলস, ২০১৪ এর রুল ২০ এবং সেইসঙ্গে পঠিত, এমসিএ সার্কুলারস এবং লিস্টিং রেগুলেশনস এর রেগুলেশন ৪৪ অনুসারে কোম্পানি ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটরি লিমিটেড (এনএসডিএল) এর রিমোট ই-ভোটিং সেবা এবং ই-ভোটিং সুবিধাগুলি নিযুক্ত করেছে এজিএম এর সময় সমস্ত যোগ্য সদস্যদের ইলেকট্রনিক মাধ্যমে তাদের ভোট দিতে সক্ষম করার জন্য সভায় লেনদেন করা ব্যবসার ব্যাপারে। বিজ্ঞপ্তিতে বর্ণিত ব্যবসাগুলি কেবল রিমোট ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে লেনদেন করা হবে।
ভিসি/ওএভিএম-এর মাধ্যমে এজিএম-এ উপস্থিত থাকার বিবরণ এবং এজিএম-এর সময় রিমোট ই-ভোটিং এবং ই-ভোটিং পদ্ধতির মাধ্যমে ভোট দেওয়ার পদ্ধতি এজিএম নোটিশে দেওয়া হয়েছে। একজন ব্যক্তি, যার নাম সদস্যদের রেজিস্টারে বা ডিপোজিটর দ্বারা সংরক্ষিত বেনিফিসিয়াল ওনারস দের রেজিস্টারে **কাট-অফ তারিখে, অর্থাৎ মঙ্গলবার, ১২ সেপ্টেম্বর, ২০২৩** থাকে সে সভায় রিমোট ই-ভোটিং/ই-ভোটিং দেওয়ার সুবিধার অধিকারী হবে। যে ব্যক্তি কাট-অফের তারিখে সদস্য নন তাঁর শুধুমাত্র তথ্যের উদ্দেশ্যে নোটিশটি গ্রহণ করা উচিত। রিমোট ই-ভোটিং সময়কাল শুরু হবে **শনিবার, ১৬ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ সকাল ৯.০০টায় এবং সোমবার, ১৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ বিকাল ৫.০০টায় শেষ হবে**। পূর্বোক্ত তারিখ ও সময়ের বাইরে রিমোট ই-ভোটিং অনুমোদিত হবে না এবং পূর্বে বর্ণিত মেয়াদ শেষ হলে রিমোট ই-ভোটিং মডিউলটি নিষ্ক্রিয় করা হবে। সদস্যদের ভোটের অধিকার কাট-অফ তারিখ অনুযায়ী কোম্পানির পরিশোধিত ইক্যুইটি শেয়ার মূলধনে তাদের শেয়ারের অনুপাতে হবে। কেবলমাত্র সেই সদস্যরা, যারা ভিসি/ওএভিএমের মাধ্যমে সভায় রিমোট ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে রেজোলিউশনে তাদের ভোট না দিয়ে উপস্থিত থাকবেন তাদের এজিএম চলাকালীন ই-ভোটিং পদ্ধতির মাধ্যমে ভোট দেওয়ার অনুমতি দেওয়া হবে। যদিও, যে সকল সদস্যরা রিমোট ই-ভোটিং এর মাধ্যমে ইতিমধ্যে ভোট দিয়েছেন তারা সভায় যোগ দিতে পারবেন, কিন্তু পরবর্তীতে তা পরিবর্তন করার অনুমতি দেওয়া হবে না বা সভার সময় আবার ভোট দিতে পারবেন না।
যে কোন ব্যক্তি, যিনি কোম্পানিতে শেয়ার ক্রয় করেন এবং এজিএমের নোটিশ প্রেরণের পর এবং কোম্পানির সদস্য হন, কাট-অফ ডেট, অর্থাৎ, **মঙ্গলবার, ১২ সেপ্টেম্বর, ২০২৩,** তিনি লগইন ইউজার আইডি এবং পাসওয়ার্ড পেতে পারেন **evoting@nsdl.co.in** অথবা **investor.relations@skipperlimited.com** -তে একটি অনুরোধ পাঠিয়ে। তৎসত্ত্বেও, যদি সেই ব্যক্তি ইতিমধ্যেই এনএসডিএল এর সঙ্গে ই-ভোটিং এর জন্য নিবন্ধিত থাকেন তাহলে বিদ্যমান ইউজার আইডি এবং পাসওয়ার্ড ব্যবহার করে ভোট দিতে পারেন। বিকল্পভাবে, যদি আপনি এনএসডিএল এর ই-পরিষেবাগুলির জন্য নিবন্ধিত থাকেন, অর্থাৎ IDeAS, আপনি **https://eservices.nsdl.com** তে লগইন করতে পারেন আপনার বিদ্যমান IDeAS লগইন দিয়ে এবং ই-ভোটিং ওয়েবপেজে প্রবেশ করুন।
কোন প্রশ্নের ক্ষেত্রে, আপনি শেয়ারহোল্ডারদের জন্য প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী (এফএকিউএস) এবং এনএসডিএল-এর ই-ভোটিং ওয়েবসাইটের ডাউনলোড বিভাগে অর্থাৎ, **www.evoting.nsdl.com** উপলব্ধ শেয়ারহোল্ডারদের জন্য ই-ভোটিং ইউজার ম্যানুয়াল, দেখতে পারেন বা টোল ফ্রি নম্বর ০২২-৪৮৮৬ ৭০০০ এবং ০২২-২৪৯৯ ৭০০০ -তে কল করুন অথবা মিস পল্লবী মাহাত্রে এনএসডিএল এর ম্যানেজার -এর সাথে যোগাযোগ করুন, ই-মেইল আইডি **evoting@nsdl.co.in** বা এনএসডিএল, 'ট্রেড ওয়ার্ল্ড; 'এ' উইং, ৫ম তল, কমলা মিলস কম্পাউন্ড, লোয়ার পারেল, মুম্বাই-৪০০০১৩ -তে । সিডিএসএল-এর সাথে ডিম্যাট মোডে থাকা সিকিউরিটিজ হোল্ডিং যোগাযোগ করতে পারেন ১৮০০ ২২ ৫৫ ৩৩ অথবা ই-মেইল আইডি **helpdesk.evoting@cdslindia.com** -তে। এমনকি সদস্যরা কোম্পানিকে **investor.relations@skipperlimited.com** -তে ও লিখতে পারেন।

স্কিপার লিমিটেড -এর পক্ষে
স্বা/-
অনু সিং
(কোম্পানি সেক্রেটারি এবং কমপ্লায়েন্স অফিসার)
আইসিএসআই মেম্বারশিপ নং F9782
স্থান: কলকাতা
তারিখ: ২৫ অগাস্ট, ২০২৩

ফর্ম নং আইএনসি - ২৬
[২০১৪ সালের কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলসের রুল ৩০ সংস্থান অধীনে]
রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিওন, কলকাতা সমীপে ২০১৩ সালের কোম্পানি আইন, ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ১৩(৪) ধারা এবং ২০১৪ সালের কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলসের রুল ৩০(৫)(এ) বিষয় সম্পর্কিত
এবং
ওয়ালটোন আর্টিফ্যাক্টস প্রাইভেট লিমিটেড (CIN : U51909WB2021PTC249634), ২০১৩ সালের কোম্পানি আইন অধীনে গঠিত এবং রেজিস্টার্ড অফিস থাপার হাউস, ১৬৩ এস.পি. মুখার্জি রোড, কলকাতা, পব ৭০০০২৬ সম্পর্কিত
...........দরখাস্তকারী
এতদ্বারা সাধারণের প্রতি বিজ্ঞাপিত হচ্ছে, ২১ আগস্ট ২০২৩ তারিখে অনুষ্ঠিত কোম্পানির অতিরিক্ত সাধারণ সভায় গৃহীত প্রস্তাব অনুযায়ী মেমোরান্ডাম অব অ্যাসোসিয়েশনের পরিবর্তনক্রমে কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস রেজিস্ট্রার অফ কোম্পানিজ কলকাতা অধিক্ষেত্র অধীন "পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য" থেকে রেজিস্ট্রার অফ কোম্পানিজ দিল্লি অধিক্ষেত্র অধীন "জাতীয় রাজধানি দিল্লি"-তে স্থানান্তর নির্ধারণ নিমিত্ত ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ১৩ ধারা অধীনে রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিওন, কলকাতার নিকট আবেদন দাখিলের প্রস্তাব করেছে।
যে কোনও ব্যক্তির কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য থেকে জাতীয় রাজধানি দিল্লিতে পরিবর্তনের কারণে স্বার্থ ক্ষুন্ন হওয়ার আশঙ্কা থাকলে বিনিয়োগকারীগণের অভিযোগের ফর্ম পূরণ সাপেক্ষে এমসিএ-২১ পোর্টাল (www.mca.gov.in) বা রেজিস্টার্ড ডাকে হলফনামা দ্বারা সমর্থিত মতে স্বার্থের ধরন এবং আপত্তির কারণ সম্বলিত নোটিশ রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিওন, নিজাম প্যালেস, এমএসও বিল্ডিং, ৪র্থ তল, ২৩৪/৪, এ.জে.সি. বোস রোড, কলকাতা-৭০০০২০, পশ্চিমবঙ্গ ঠিকানায় এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের চৌদ্দ (১৪) দিনের মধ্যে পাঠাতে পারেন, একটি কপি আবেদনকারী কোম্পানির উপরে উল্লিখিত রেজিস্টার্ড অফিসে পাঠাতে হবে।
আবেদনকারীর পক্ষে
ওয়ালটোন আর্টিফ্যাক্টস প্রাইভেট লিমিটেড
সৃজয় কাঞ্জিলাল
(ডিরেক্টর)
তারিখ-২৬.০৮.২০২৩
স্থান - কলকাতা ডিন- ১০১২৬৩১৪

NOTICE

In the court of the District Delegate, Medinipur, Paschim Medinipur
Ref: Succession Certificate No. 24/2023
Jharna Rani Mondal & Ors
.... Petitioners

Whereas, the above named petitioner have filed a Succession Certificate case being no. 24/2023 for getting succession certificate in respect of the schedule below assets, before the Ld. District Delegate, Medinipur. If any body has any objection to the succession case to appear, that court by personal or by legal representative and file objection within one month from the date of the published of this notice, failing which the above noted would be final as per law.

Schedule Assets
'A' schedule below property
FIXED/SPECIAL FIXED DEPOSIT RECEIPT dated 03.05.2019 Certificate No. 242075, Account No. 123007091833 due date was 03.05.2022. Amounting Rs. 3,00,000/- + interest in the name of AJIT MANDOL Lying with the Vidyasagar Central Co-Op Bank Ltd. Midnapore, Pingla Branch Code no 126
'B' schedule below property
S.B. Account No - 60212601048-5 in the name of AJIT MANDOL Date of issue - 24.06.2019. Amount Rs. 16,993.82, Lying with the Vidyasagar Central Co-Op Bank Ltd. Midnapore. Pingla Branch Code No. 126

BY ORDER
Tapas Ranjan Chakraborty
Sheristadar
District Delegate, Paschim Medinipur, 22/08/2023

মানাকসিয়া কোটেড মেটালস্ অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড
কর্পোরেট আইডেন্টিটি নাম্বার L27100WB2010PLC144409
রেজিঃ অফিস : ৮/১ লালবাজার স্ট্রিট, বিকানীর বিল্ডিং, ৪র্থ তল, কলকাতা-৭০০০০১
ফোন নং: +৯১-৩৩-২২৪৩ ৫০৫৩/৫০৫৪
ই-মেল: investorrelations@mcmil.in; ওয়েবসাইট: www.manaksiacoatedmetals.com

২য় অতিরিক্ত সাধারণ সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি এবং ই-ভোটিং সংক্রান্ত তথ্য

নোটিশ এতদ্বারা দেওয়া হল যে মানাকসিয়া কোটেড মেটালস অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড ('কোম্পানি') এর সদস্যদের ২য় অতিরিক্ত সাধারণ সভা (ইওজিএম অথবা সভা) মঙ্গলবার, ১৯ই সেপ্টেম্বর, ২০২৩-এ অনুষ্ঠিত হবে বেলা ১টায় (আইএসটি) ভিডিও কনফারেন্সিং (ভিসি) /অন্যান্য অডিও ভিজুয়াল মাধ্যম (ওএভিএম) এর মাধ্যমে ২৪শে আগস্ট, ২০২৩ তারিখের ইওজিএম-এর নোটিশে নির্ধারিত ব্যবসা(গুলি) লেনদেনের জন্য।
কোম্পানি আইন, ২০১৩ এর প্রযোজ্য বিধান এবং সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া "সেবি" (লিস্টিং বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) রেগুলেশনের ('অ্যাক্ট') বিধানগুলির অধীনে প্রণীত নিয়মগুলির সাথে সম্মতিতে ইওজিএম আহ্বান করা হবে, ২০১৫ ('লিস্টিং রেগুলেশন') এবং সাধারণ সার্কুলার নং ১৪/২০২০, নং ১৭/২০২০, নং ২০/২০২০, নং ০২/২০২১, ১৯/২০২১, ২১/২০২২, ২/২০২২ এবং ১০/২০২২ সহ পড়ুন তারিখ যথাক্রমে ৮ এপ্রিল, ২০২০, ১৩ এপ্রিল, ২০২০, ৫ মে, ২০২০, ১৩ জানুয়ারি, ২০২১, ৮ ডিসেম্বর, ২০২১, ১৪ ডিসেম্বর, ২০২১, ৫ মে, ২০২২ এবং ডিসেম্বর ২৮, ২০২২ যথাক্রমে এমসিএ হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে। SEBI সার্কুলার নং সহ পড়ুন। SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79– SEBI/HO/CFD/ CMD2/CIR/P/2021/11– SEBI/HO/CFD/CMD2/CIRP/P/2022/62 এবং SEBI/HO/CFD/POD2/P/CIR/2023/4 তারিখ ১২ মে, ২০২০, ১৫ জানুয়ারী, ২০২১, ১৩ মে, ২০২২ এবং ৮ তারিখে জানুয়ারি, ২০২৩ যথাক্রমে (এরপরে, সম্মিলিতভাবে SEBI সার্কুলার হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে), একটি সাধারণ স্থানে সদস্যদের শারীরিক উপস্থিতি ছাড়াই। উপরে উল্লিখিত সার্কুলারগুলির সাথে সম্মতিতে, এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তি শুধুমাত্র সেই সদস্যদের ইমেল করা হয়েছে যাদের ইমেল আইডি কোম্পানি/অথবা রেজিস্ট্রার এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট ('আরটিএ') অর্থাৎ লিঙ্ক ইনটাইম ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেডের সাথে নিবন্ধিত। লিমিটেড বা ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারী(গুলি)। বিজ্ঞপ্তিটি কোম্পানির ওয়েবসাইট www.manaksiacoatedmetals.com, স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইটগুলিতেও উপলব্ধ করা হবে যেখানে কোম্পানির শেয়ারগুলি তালিকাভুক্ত রয়েছে যেমন ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড এবং বিএসই লিমিটেড www.nseindia.com এবং www.bseindia.com এবং যথাক্রমে www.evoting.nsdl.com ওয়েবসাইটে এনএসডিএল (ই-ভোটিং সুবিধা প্রদানের জন্য নিযুক্ত সংস্থা)।

দূরবর্তী ই-ভোটিং তথ্য

আইনের ১০৮ ধারার বিধান অনুসারে, কোম্পানি (ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসন) বিধিমালা, ২০১৪-এর বিধি ২০, সংশোধিত হিসাবে, এবং লিস্টিং রেগুলেশনের রেগুলেশন ৪৪ এবং কোম্পানি সেক্রেটারিদের ইনস্টিটিউট দ্বারা জারি করা সাধারণ সভায় সেক্রেটারিয়াল স্ট্যান্ডার্ডের সাথে পড়ুন ভারতের, কোম্পানি ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটরি লিমিটেডএনএসডিএল ই-ভোটিং প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে ২য় ইওজিএম-এ বিবেচনা করার প্রস্তাবিত সমস্ত রেজোলিউশনে ইলেকট্রনিকভাবে তাদের ভোট দেওয়ার জন্য সদস্যদের ই-ভোটিং সুবিধা প্রদান করতে পেরে সন্তুষ্ট।
দূরবর্তী ই-ভোটিং উইন্ডো খুলবে ০৯.০০টায় (আইএসটি) শুক্রবার, ১৫ই সেপ্টেম্বর, ২০২৩ এবং ০৫.০০টায় (আইএসটি) বন্ধ সোমবার, ১৮ই সেপ্টেম্বর, ২০২৩ এ। এই সময়ের মধ্যে কোম্পানির সদস্যরা শেয়ার ধারণ করেন ফিজিক্যাল আকারে বা ডিমেটেরিয়ালাইজড আকারে, কাট-অফ ডেটে (রেকর্ড ডেট), অর্থাৎ মঙ্গলবার, ১২ই সেপ্টেম্বর, ২০২৩ ইলেকট্রনিকভাবে তাদের ভোট দিন। এরপর এনএসডিএল দ্বারা ই-ভোটিং মডিউলটি নিষ্ক্রিয় করা হবে। একবার সদস্য দ্বারা ভোট দেওয়া হলে তিনি পরবর্তীতে তা পরিবর্তন করতে পারবেন না। সদস্যদের ভোটদানের অধিকার কোম্পানির পরিশোধিত ইক্যুইটি শেয়ার মূলধনের তাদের শেয়ারের অনুপাতে হবে, মঙ্গলবার, ১২ই সেপ্টেম্বর, ২০২৩-এর কাট-অফ তারিখে। সদস্য যারা দূরবর্তী ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে তাদের ভোট দিয়েছেন মিটিংয়ে উপস্থিত থাকতে পারে কিন্তু আবার সভায় তাদের ভোট দেওয়ার অধিকারী হবে না। একজন ব্যক্তি যিনি কাট-অফ তারিখে সদস্য নন, শুধুমাত্র তথ্যের উদ্দেশ্যে ইওজিএম এর নোটিশের সাথে সেই অনুযায়ী আচরণ করা উচিত। যে কোনও ব্যক্তি যিনি কোম্পানির শেয়ার অর্জন করেন এবং ইওজিএম-এর নোটিশ পাঠানোর পরে এবং তারিখে (রেকর্ড তারিখ) অর্থাৎ মঙ্গলবার, ১২ই সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখে শেয়ার ধারণ করার পরে কোম্পানির সদস্য হন, তিনি এনএসডিএল-কে evoting@nsdl.co.inএ লিখতে পারেন। kolkata@linkintime.co.in রিমোট ই-ভোটিং এর জন্য ইউজার আইডি এবং পাসওয়ার্ডের জন্য অনুরোধ করছে। দূরবর্তী ই-ভোটিংয়ের জন্য ইতিমধ্যে এনএসডিএল -এর সাথে নিবন্ধিত সদস্যরা অবশ্য এই উদ্দেশ্যে তাদের বিদ্যমান ব্যবহারকারী আইডি এবং পাসওয়ার্ড ব্যবহার করতে পারেন।
কোনো প্রশ্ন/অভিযোগের ক্ষেত্রে, সদস্যরা শেয়ারহোল্ডারদের জন্য প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্ন এফএকিউএস এবং এনএসডিএল -এর ই-ভোটিং ওয়েবসাইট www.evoting.nsdl.com-এর ডাউনলোড বিভাগের অধীনে উপলব্ধ শেয়ারহোল্ডারদের জন্য ই-ভোটিং ব্যবহারকারী ম্যানুয়াল দেখতে পারেন বা কল করুন টোল ফ্রি নম্বর ০২২-৪৮৮৬ ৭০০০ এবং ০২২- ২৪৯৯ ৭০০০ বা evoting@nsdl.co.in এ একটি অনুরোধ পাঠান বা নিম্নলিখিত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের সাথে যোগাযোগ করুন (ক) মিসেস পল্লবী মাত্রে, সিনিয়র ম্যানেজার, এনএসডিএল, ট্রেড ওয়ার্ল্ড, "এ" উইং, ৫ম তল, কমলা মিলস কম্পাউন্ড, লোয়ার পারেল, মুম্বাই ৪০০ ০১৩ টেলিফোন নম্বরে ০২২-৪৮৮৬৭০০০/০২২-২৪৯৯৭০০০ বা টোল ফ্রি নম্বর ১৮০০-২২২-৯৯০ বা ই-মেইল আইডিতে pallavid@nsdl.co.in, evoting@nsdl.co.in শ্রীমতি শ্রুতি আগরওয়াল, কোম্পানি সেক্রেটারি, মানকসিয়া কোটেড মেটালস অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড, ৮/১, লাল বাজার স্ট্রিট, বিকানের বিল্ডিং, ৪র্থ তল, কলকাতা - ৭০০০০১, টেলিফোন নম্বরে ০৩৩-২২৪৩৫০৫৩ বা ই-মেইল করুন investor.relations@mcmil.in-এ।
ভিসি/ওএভিএম-এর মাধ্যমে ইওজিএম এ যোগদানকারী সদস্যদের জন্য নির্দেশাবলী এনএসডিএল ই-ভোটিং সিস্টেমের মাধ্যমে ভিসি/ওএভিএম-এর মাধ্যমে সদস্যদের ইওজিএম-এ অংশগ্রহণের সুবিধা প্রদান করা হবে। সদস্যরা তাদের দূরবর্তী ই-ভোটিং লগইন শংসাপত্র ব্যবহার করে শেয়ারহোল্ডার/মেম্বার লগইন-এর অধীনে https//www.evoting.nsdl.com/-এ অ্যাক্সেস করতে পারেন। ভিসি/ওএভিএম-এর মাধ্যমে ইওজিএম-এ অংশগ্রহণের বিস্তারিত পদ্ধতি ইওজিএম এর বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়েছে।
ভোটের ফলাফল ২য় ইওজিএম শেষ হওয়ার পর থেকে ২ কার্যদিবসের মধ্যে ঘোষণা করা হবে। এই ধরনের ফলাফল কোম্পানির দ্বারা ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড (এনএসই) এবং বিএসই লিমিটেড (বিএসই) এর কাছে পাঠানো হবে। স্ক্রুটিনাইজার রিপোর্টের সাথে ঘোষিত ফলাফল কোম্পানির কর্পোরেট ওয়েবসাইট www.manaksiacoatedmetals.com এবং এনএসডিএল -এর ই-ভোটিং ওয়েবসাইটে অবিলম্বে পাওয়া যাবে। এই জাতীয় ফলাফলগুলি কোম্পানির দ্বারা ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড এনএসই, বিএসই লিমিটেড এর কাছেও পাঠানো হবে।

ডিরেক্টর বোর্ডের দ্বারা
মানাকসিয়া কোটেড মেটালস্ অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বা/-
শ্রুতি আগরওয়াল
কোম্পানি সেক্রেটারি
মেম্বারশিপ নং এফসিএস১২১২৪
স্থান: কলকাতা
তারিখ: ২৫ অগস্ট, ২০২৩

এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড
রেজিস্টার্ড কার্যালয়: 15 তলা, পিএস সৃজন টেক পার্ক, প্লট নং 52, ব্লক ডিএন, সেক্টর V, সল্টলেক সিটি, কলকাতা 700091, জেলা 24-পরগণা নর্থ।
CIN No.: U65910WB1993FLC060810
শাখা অফিস: কলকাতা
L&T Finance

বন্ধকী সম্পত্তি বিক্রির জন্য পাবলিক অকশন

সিকিউরিটিজাইসেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইনান্সিয়াল অ্যাসেটস্ অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন, 2002 [54 OF 2002] -এর অধীনে এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড-এর অনুমোদিত আধিকারিক এবং উক্ত আইনের প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগে নিম্নলিখিত সম্পত্তির অকশন করা হচ্ছে **"যেখানে যেমন ভিত্তিতে"** এবং **"যেখানে যেমন অবস্থায় আছে"** এমন অবস্থায় **"পাবলিক অকশন"** করা হচ্ছে যাতে এর বকেয়া অর্থ এবং পরবর্তী সুদ, চার্জেস এবং মূল্য ইত্যাদি পুনরুদ্ধার করা যায়।

ঋণগ্রহণকারী এবং উপ-ঋণগ্রহণকারীর নাম	সুরক্ষিত সম্পত্তির ঠিকানা	লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর(গুলি)	দখল করা হয়েছে	আর্নেস্ট মানি ডিপোজিট 10% বা আরপি-এর বেশি (টাকায়)	সর্বমোট বকেয়া আছে 23.08.2023 অনুসারে	রক্ষিত মূল্য (টাকায়)	ইনস্পেকশনের তারিখ	অকশনের তারিখ এবং সময়
1. নিউ ঝিলমিল 2. ইন্দ্রজিৎ 3. মৌ দাস	সম্পত্তির ঠিকানা – সমগ্র জমির পরিমাপ : 3 কাঠা এবং 11 ছটাক। যেটার আছে এবং অবস্থিত নিম্নরূপে : মৌজা – কান্দাহারি, জে.এল. নং 49, ই/পি নং 1662, সি.এস. প্লট নং 1053(পি) সম্বলিত, পরিসর নং 142, আতাবাগান, কোলকাতা – 700084, থানা রিজেন্ট পার্ক, জেলা 24 পরগণা (দক্ষিণ), ওয়ার্ড নং 86, কোলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের চৌহদ্দির মধ্যেই পড়ে সীমারেখা: পূর্ব – ইমারত; পশ্চিম – রাস্তা; উত্তর – ইমারত; দক্ষিণ – ইমারত	KOLHL1700 0604	4ঠা মে, 2023	টাঃ 5,79,623,58/-	টাঃ 7,813,348.29/-	টাঃ 57,96,235.8/-	05/09/2023	13/09/2023

পাবলিক অকশনের নিয়ম এবং শর্তাবলি

1. অকশন সেল পরিচালিত হচ্ছে আইনী বিধান এসএআরএফএইএসআই-এর অধীনে অনুমোদিত আধিকারিক দ্বারা সহায়তা সহ এবং পাবলিক অকশন ধারার মাধ্যমে।
2. পাবলিক অকশনটি পরিচালিত হবে উপরে উল্লেখিত তারিখ এবং সময় অনুসারে, যখন উপরে উল্লেখিত সম্পত্তিটি বিক্রি হবে **"যেখানে যেমন ভিত্তিতে" এবং "যেখানে যেমন অবস্থায় আছে"** এমন অবস্থায় ।
3. পাবলিক অকশনে অংশগ্রহণে, আগ্রহী ক্রেতা / দরদাতাদের উক্ত সুরক্ষিত সম্পত্তির সংরক্ষিত মূল্যের ফেরতযোগ্য আর্নেস্ট মানি ডিপোজিটের 10% পেমেন্টের বিস্তারিত বিবরণের কপি জমা করতে হবে, সেই সঙ্গে প্যানকার্ডের কপি, কোম্পানির হলে বোর্ড রিসোলিউশন্স এবং ঠিকানার প্রমাণপত্র **11/09/2023**-এর মধ্যে জমা করতে হবে।
4. সমস্ত অন্যান্য ইএমডি দরদাতা যাঁরা পাবলিক অকশনে সাফল্য লাভ করবেন না তাঁরা এল অ্যান্ড টি ফাইনান্স-এর থেকে 7 দিনের মধ্যে টাকা ফেরত পাবেন পাবলিক অকশন বন্ধ হওয়ার পরে। ইএমডি কোনও সুদ প্রদান করবে না।
5. সাফল্যমণ্ডিত ক্রেতা / দরদাতাকে 25% ডিপোজিট টাকা জমা দিতে হবে (ইএমডি সহ) তাঁর প্রাপ্ত অফার পাওয়ার জন্য ডি.ডি. / পি.ও. "এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড"-এর নামে যা প্রদান করতে হবে মুম্বাইতে যা **13/09/2023**-তারিখের 18:00 ঘণ্টার মধ্যে বা আগে, অকশন-এর দিন বা পরবর্তী কাজের দিনে যা হল **14/09/2023**, যার ডিপোজিট প্রাপ্তি নির্দিষ্ট করবে এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড, বিক্রি ব্যর্থ হলে তা ব্যর্থ বলে গণ্য করা হবে এবং সাফল্যমণ্ডিত দরদাতার ইএমডি বাজেয়াপ্ত করা হবে। ব্যালেন্স অ্যামাউন্ট যা হল ক্রয় মূল্যের 75% প্রদান করতে হবে ক্রেতাকে এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড-কে স্থাবর সম্পত্তির বিক্রির নিশ্চিতকরণের পনেরো দিনের আগে বা বর্তমান আইন অনুসারে বর্ধিত সময়কালে।
6. সম্পত্তির পরিদর্শন এবং অধিক তথ্যের জন্যে, সম্ভাব্য নিলাম ডাকা পক্ষগণ যোগাযোগ করতে পারেন অনুমোদিত আধিকারিকের সঙ্গে, অর্থাৎ, **"নাম – অঙ্কিত কুমার, ডিভিশনাল লিগ্যাল ম্যানেজার : লিটিগেশন – পশ্চিমবঙ্গ, এলঅ্যাণ্ডটি ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস, থানা : সৃজন টেক পার্ক, যোগাযোগ : 8789493214 ৎ ই-মেইল : ankitkumar13@ltfs.com এবং সন্তোষ তিওয়ারি, যোগাযোগ নং 9920490126, এলঅ্যাণ্ডটি ফিন্যান্স লিঃ, কার্যালয় : 6ষ্ঠ তল, বৃন্দাবন বিল্ডিং, প্লট নং 177, কালিনা, সি.এস.টি রোড, মার্সিডিজ শোরুমের নিকটে, সান্তাক্রুজ (পূর্ব), মুম্বই – 400 098.** অকশনের যেকোন পর্যায়ে, অনুমোদিত আধিকারিক কোনও কারণ না দর্শিয়ে এবং কোনও আগাম বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই বিডঝঅফার গ্রহণঝখারিজঝকিছুটা পরিবর্তনঝবাতিল করতে বা মুলতবী রাখতে পারেন।
7. সফল ক্রেতা বা নিলামকারী বহন করবেন যে-কোনও বিধিবদ্ধ বকেয়া, ট্যাক্সেস, প্রদানযোগ্য ফীজ, স্ট্যাম্প ডিউটি, রেজিস্ট্রেশন ফীজ ইত্যাদি যা তাঁকে প্রদান করতে হবে সম্পত্তি পাওয়ার জন্য বা তাঁর নামে নিষ্কৃত করার জন্য প্রযোজ্য আইন অনুসারে।
8. ঋণগ্রহণকারী বা গ্যারেন্টার্স, যাঁরা উক্ত বকেয়ার জন্য দায়বদ্ধ, তাঁরা এই সেল নোটিশকে একটা নোটিশ বা বিজ্ঞপ্তি বলে গ্রহণ করবেন সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস-এর অনুসারে রুলস 8 (6)-এর অধীনে, উপরে উল্লেখিত পাবলিক অকশনটি ধারণ করার ক্ষেত্রে।
9. ঋণগ্রহণকারী(গণ) / উপ-ঋণগ্রহণকারী(গণ) / গ্যারেন্টার(গণ) / মর্টগেজার বা বন্ধকদাতাদের আহ্বান জানানো হচ্ছে সমগ্র বকেয়া লোন বা ঋণ অ্যামাউন্টটি প্রদান করতে উপরে উল্লেখিত অকশনের তারিখের আগে তা না হলে এল অ্যান্ড টি ফাইনান্স লিমিটেড এই সম্পত্তি বিক্রি করার অধিকারী হবেন এসএআরএফএইএসআই-এর আইন, 2002-এর নির্ধারিত বিধান অনুসারে।
10. ঋণগ্রহণকারী(গণ) / উপ-ঋণগ্রহণকারী(গণ) / গ্যারেন্টার(গণ) / মর্টগেজার(গণ) / জনগণক এতৎদ্বারা সংযত থাকতে বলা হচ্ছে বিক্রি, সেল, লীজ থেকে, অন্যথায় নোটিশ বা ঘোষণায় যে সুরক্ষিত সম্পত্তির উল্লেখ করা হয়েছে এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড-এর পূর্ব লিখিত সম্মতি ব্যাতীত।

তারিখ: 26.08.2023
স্থান: কলকাতা
স্বাক্ষরিত
অনুমোদিত আধিকারিক
এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড-এর তরফে

বার্নপুর সিমেন্ট লিমিটেড
BCL
রেজিস্টার্ড অফিস: পলাশডিহা, পাঁচগাছিয়া রোড, কন্যাপুর, আসানসোল-৭১৩৩৪১, জেলা বর্ধমান প.ব.
কর্পোরেট অফিস: "কাঞ্চনা বিল্ডিং", ৭/১, আনন্দীলাল পোদ্দার সরণি, ৬ষ্ঠ তল, কলকাতা-৭০০০৭১
ফোন: ০৩৩-৪০০৩০২১২, ই-মেল: cs@burnpurcement.com
CIN No: L27104WB1986PLC040831

সাধারণ বিজ্ঞপ্তি - ৩৭তম বার্ষিক সাধারণ সভা

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি করা যাচ্ছে যে, কোম্পানি আইন, ২০১৩ -এর প্রযোজ্য বিধান মেনে দুপুর ১২.০০টায় ভিডিও কনফারেন্সিং ("ভিসি")/আদার অডিও ভিজ্যুয়াল মিনস ("ওএভিএম") এর মাধ্যমে বৃহস্পতিবার ২১ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখে বেলা ১২টায় কোম্পানির **৩৭তম বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম)** অনুষ্ঠিত হবে, ২০১৩ সালের কোম্পানি আইন ('আইন') ২০১৫ সালের সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনসের রেগুলেশন, (সেবি লিস্টিং রেগুলেশন) তৎসহ পঠিত কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক (এমসিএ) কর্তৃক ইস্যুকৃত সার্কুলার এবং সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (সার্কুলার) সময়ে সময়ে ইস্যুকৃত মতে।
উপরের সার্কুলারগুলির সাথে সম্মতিতে, কোম্পানি ৩৭ তম এজিএম-এর নোটিশের অনুলিপি এবং ২০২২-২৩ আর্থিক বছরের বার্ষিক প্রতিবেদন ই-মেইলের মাধ্যমে সেই সদস্যদের কাছে পাঠানো হয়েছে যাদের ই-মেইল ঠিকানাগুলি রেকর্ডে একটিতে নিবন্ধিত। কোম্পানি বা ডিপোজিটরির সাথে। উল্লিখিত নোটিশ এবং ২০২২-২৩ আর্থিক বছরের জন্য বার্ষিক প্রতিবেদন কোম্পানির ওয়েবসাইটে www.burnpurcement.com এবং স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইটে যেমন বিএসই লিমিটেড www.bseindia.com এবং ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড www.nseindia.com, এনএসডিএল-এর ওয়েবসাইটে www.evoting.nsdl.com পাওয়া যায়।
আইনের ধারা ১০৮ অনুসারে, কোম্পানি (ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসন) বিধিমালা, ২০১৪-এর বিধি ২০-এর সাথে পঠিত, সময়ে সময়ে সংশোধিত, সাধারণ সভায় সেক্রেটারিয়াল স্ট্যান্ডার্ড (এসএস২) ইনস্টিটিউট অফ কোম্পানি সেক্রেটারিজ অফ ইন্ডিয়া দ্বারা জারি সেবি লিস্টিং রেগুলেশনের ইন্ডিয়া এবং রেগুলেশন ৪৪, কোম্পানিটি তার সদস্যদের এজিএম-এর আগে/সময়ে বিবেচনা করার জন্য সমস্ত প্রস্তাবে দূরবর্তী ই-ভোটিং সুবিধা প্রদান করছে এবং এর জন্য কোম্পানি ভোটদানের সুবিধার্থে এনএসডিএল-কে নিয়োগ করেছে ইলেকট্রনিক মাধ্যমে। যেসব সদস্যরা দূরবর্তী ই-ভোটিং মাধ্যমে তাদের ভোট দেননি তাদের এজিএম চলাকালীন ইলেকট্রনিক ভোটিংয়ের সুবিধাও উপলব্ধ করা হবে।
একজন ব্যক্তি যার নাম কাট-অফ তারিখে অর্থাৎ ১৪ই সেপ্টেম্বর, ২০২৩ বৃহস্পতিবার সদস্যদের/সুবিধাভোগী মালিকদের রেজিস্টারে প্রদর্শিত হবে তিনি এজিএম-এ দূরবর্তী ই-ভোটিং বা ই-ভোটিং সুবিধা পাওয়ার অধিকারী হবেন। অধিকন্তু, যে কোনো ব্যক্তি যিনি কোম্পানির শেয়ার অর্জন করেন এবং এজিএম-এর নোটিশ পাঠানোর পর কোম্পানির সদস্য হন এবং কাট-অফ তারিখ অর্থাৎ বৃহস্পতিবার, ১৪ই সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখে শেয়ার ধারণ করেন, তিনি পাঠিয়ে ব্যবহারকারী আইডি এবং পাসওয়ার্ড পেতে পারেন evoting@nsdl.co.in-এ একটি অনুরোধ। যাইহোক, যদি আপনি ইতিমধ্যেই দূরবর্তী ই-ভোটিং-এর জন্য এনএসডিএল -এর সাথে নিবন্ধিত হন, তাহলে আপনি আপনার ভোট দেওয়ার জন্য আপনার বিদ্যমান ব্যবহারকারী আইডি এবং পাসওয়ার্ড ব্যবহার করতে পারেন।
দূরবর্তী ই-ভোটিং এর সময়কাল সোমবার, ১৮ ই সেপ্টেম্বর, ২০২৩ সকাল ৯.০০টা (আইএসটি) শুরু হবে এবং ২০শে সেপ্টেম্বর, ২০২৩ বুধবার বিকেল ৫.০০টায় (আইএসটি) শেষ হবে। উল্লিখিত তারিখ এবং সময়ের বাইরে দূরবর্তী ই-ভোটিং অনুমোদিত হবে না।
আইনের ধারা ৯১ অনুসারে, কোম্পানির সদস্যদের রেজিস্টার এবং শেয়ার ট্রান্সফার রেজিস্টার বৃহস্পতিবার, ১৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ থেকে বৃহস্পতিবার, ২১শে সেপ্টেম্বর, ২০২৩ পর্যন্ত (উভয় দিনই অন্তর্ভুক্ত) বন্ধ থাকবে। এজিএমের আগে এবং চলাকালীন দূরবর্তী ই-ভোটিংয়ের বিস্তারিত পদ্ধতি এজিএমের নোটিশে দেওয়া আছে।
সিএস পঙ্কজ কুমার মোদী, প্র্যাকটিসিং কোম্পানি সেক্রেটারি (সিওপি : ১২৪৭২) একটি সুষ্ঠু ও স্বচ্ছ পদ্ধতিতে এজিএম এর আগে/সময়ে দূরবর্তী ই-ভোটিং প্রক্রিয়া যাচাই করার জন্য স্ক্রুটিনাইজার হিসেবে নিযুক্ত হয়েছেন।
আপনার যদি ই-ভোটিং সংক্রান্ত কোনো প্রশ্ন বা সমস্যা থাকে, আপনি শেয়ারহোল্ডারদের জন্য প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্ন এফএকিউএস এবং শেয়ারহোল্ডারদের জন্য ই-ভোটিং ব্যবহারকারী ম্যানুয়ালটি www.evoting.nsdl.com-এর ডাউনলোড বিভাগে উপলব্ধ বা কল করতে পারেন ০২২-৪৮৮৬ ৭০০০ এবং ০২২-২৪৯৯ ৭০০০ বা evoting@nsdl.co.in-এ সিনিয়র ম্যানেজার মিসেস পল্লবী মাত্রেকে একটি অনুরোধ পাঠিয়ে।

বোর্ডের আদেশানুসারে
বার্নপুর সিমেন্ট লিমিটেড -এর পক্ষে
স্বা/-
ইন্দ্রজিৎ কুমার তিওয়ারি
পুরো সময়ের ডিরেক্টর
স্থান: কলকাতা
তারিখ: ২৬.০৮.২০২৩

SOMA TEXTILES & INDUSTRIES LIMITED
CIN: L51909WB1940PLC010070
Registered Office: 2, Red Cross Place, Kolkata - 700 001;
Phone No.: 033-22487406/07
Email: investors@somatextiles.com,
Website: www.somatextiles.com

NOTICE OF 85TH ANNUAL GENERAL MEETING INFORMATION ABOUT REMOTE E-VOTING AND BOOK CLOSURE

NOTICE is hereby given that the 85th Annual General Meeting (85th AGM) of the Company will be held on Tuesday, the 19thday of September, 2023 at 3-00 P.M. (IST) through Video Conferencing ("VC")/ Other Audio Visual Means ("OAVM") Facility to transact the Business, as set out in the Notice of the 85thAGM, in compliance with the applicable provisions ofthe Companies Act, 2013 and Rules framed thereunder and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements)Regulations, 2015 read with MCA Circular No. 10/2022 dated 28th December 2022,General Circular No. 2/2022 dated 5th May 2022, General Circular No. 21/2021 dated 14th December 2021, General Circular No.19/2021 dated 8th December 2021, General Circular No. 02/2021 dated 13th January 2021 read with General Circular No. 17/2020 dated 13th April 2020, General Circular No. 14/2020 dated 8th April 2020 and General Circular No. 20/2020 dated 5th May 2020 (collectively referred to as 'MCA Circulars') and Circular Nos. SEBI/HO/CFD/CMD1/ CIR/P/2020/79 dated 12th May 2020, SEBI/HO/CFD/CMD2/ CIR/P/2021/11 dated 15th January 2021 and SEBI/HO/CFD/ CMD2/CIR/P/2022/62 dated 13th May 2022 and SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/4 dated 5th January 2023, respectively issued by the Securities and Exchange Board of India ('SEBI') (collectively referred to as 'SEBI Circulars')

In compliance with the Circulars of MCA and SEBI, Notice of the 85th AGM and Annual Report of the Company for the financial year 2022-23 have been sent to all the members on 25thAugust, 2023whose email ids were registered with the Company/RTA/Depository Participant(s).These documents are also available on the website of the Company at www.somatextiles.com, Stock Exchanges website at www.bseindia.com and www.nseindia.com, and Central Depository Services Limited ("CDSL") at www.evotingindia.com.

Notice is also hereby given under Section 91 of the Act and Regulation 42 of the Listing Regulations, that Register of Members and the Share Transfer Books of the Company will remain closed from Saturday, the 9th September, 2023 to Tuesday, the 19th September, 2023 (both days inclusive).

Pursuant to Section 108 of the Companies Act, 2013 Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 (as amended) and Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (as amended), the Company is providing facility of remote e-voting to its Members in respect of the business to be transacted at the 85thAGM. For this purpose, the Company has engaged the services of Central Depository Services (India) Limited ("CDSL") as the Agency to provide remote e-voting facility prior to the AGM and of Link Intime India Private Limited ('Link Intime') as the Agency to provide e-voting facility at the AGM.

The remote e-voting period begins on Saturday,16th September, 2023, at 9:00 A.M. and will end on Monday,18th September, 2023 at 5:00 P.M. During this period shareholders' of the Company, holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date i.e.12th September, 2023 may cast their vote electronically. The e-voting module shall be disabled by CDSL for voting thereafter. Those Members, who shall be present in the AGM through VC/OAVM facility and had not cast their votes on the Resolutions through remote e-voting, shall be eligible to vote through e-voting system at the AGM,as provided by Link Intime. Members who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may attend/participate in the AGM through VC/OAVM but shall not be entitled to cast their vote again. Any member who is not a Member as on the cut-off date should treat this Notice for information purposes only.

The detailed instructions for the remote e-voting process, joining the AGM and e-voting during the AGM are given in the Notice of the AGM.The attendance of Members attending the AGM through VC/OAVM will be counted for the purpose of reckoning the quorum under Section 103 of the Act.
Members are permitted to join the AGM through VC/OAVM, 15 minutes before and after the scheduled time of commencement of AGM and during the AGM through the facility provided by Link Intime at https://instameet.linkintime.co.in by using the login credentials and selecting the EVSN for the Company's AGM.
Those members whose e-mail ids are not registered with the depositories for obtaining login credentials for e-voting are requested to send required details and documents by following instructions below:

1. For Physical shareholders- please provide necessary details like Folio No., Name of shareholder, scanned copy of the share certificate (front and back), PAN (self-attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self-attested scanned copy of Aadhar Card) by email to investors@somatextiles.com / RTA at ahmedabad@linkintime.co.in.
2. For Demat shareholders- Please contact your Depository Participant (DP) and register your email address in your demat account, as per the process advised by your DP.

The results declared along with the report of Scrutinizer shall be placed on the website of the Company at www.somatexiles.comand on the website of CDSL www.evotingindia.com immediately after the declaration of result by the Chairman or a person authorized by him in writing. The Company shall simultaneously forward the results to National Stock Exchange of India Limited and BSE Limited, where the shares of the Company are listed.
In case you have any queries or issues regarding e-voting, you may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting manual available at www.evotingindia.com, under help section or write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact Mr. Rakesh Dalvi (022-23058542/43). In case the shareholders/members have any queries or issues regarding e-voting at the AGM, you can write an email to instameet@linkintime.co.in or Call us: - Tel : (022-49186175).

By order of the Board
For **Soma Textiles & Industries Limited**
Sd/-
(Reena Prasad)
Company Secretary
M. No.: A 53284
Place: Kolkata
Date: 25th August, 2023

যুনিয়ন বৈংক ऑफ इंडिया Union Bank of India
भारत सरकार का उपक्रम A Government of India Undertaking
आन्ध्रा Andhra কর্পোরেশন Corporation
(A Govt. of India Undertaking)

রিজিওনাল অফিস : দুর্গাপুর
বেঙ্গল অম্বুজা, ইউসিপি - ২৩, সিটি সেন্টার
দুর্গাপুর, পিন - ৭১৩ ২১৬
টেলি : ০৩৪৩-২৫৪৩৯২২

স্থাবর সম্পত্তিসমূহ বিক্রয়ের জন্য ই-অকশন নোটিস

সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট ২০০২ তৎসহ পঠিত সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২ -এর রুল ৮(৬) শর্তাধীনে অধীনে স্থাবর সম্পত্তিসমূহ বিক্রয়ের জন্য ই-অকশন বিক্রয় নোটিস।

এতদ্দ্বারা সাধারণভাবে জনসাধারণ ও বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদার(গণ)-কে নোটিস জারি করা হচ্ছে যে, নিম্নলিখিত স্থাবর সম্পত্তিসমূহ যা সুরক্ষিত ক্রেডিটর -এর কাছে মর্টগেজ / চার্জ করা আছে তার বাস্তবিক /প্রতীকী দখল নিয়েছেন ইউনিয়ন ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদিত আধিকারিক সুরক্ষিত, ক্রেডিটর হিসাবে, সেইসকল সম্পত্তিসমূহ "যেখানে যা আছে", "যেখানে যা কিছু আছে", "সেখানে যা কিছু আছে" ভিত্তিতে আগামী **১২.০৯.২০২৩** তারিখ **@ সকাল ১১.০০টা থেকে দুপুর ০১.০০টা** বিক্রয় করা হবে নিম্নবর্ণিত অর্থাঙ্ক উদ্ধারের জন্য সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্টসমূহ হতে যা ঋণগ্রহীতাগণ এবং জামিনদারগণের কাছ থেকে **ইউনিয়ন ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া** সুরক্ষিত ক্রেডিটরের পাওনা রয়েছে নিম্নলিখিত সুরক্ষিত ক্রেডিটর এবং জামিনদারগণের নিজ নিজ পাওনা। প্রতিটি সুরক্ষিত সম্পত্তির সাথে সংশ্লিষ্ট সংরক্ষিত মূল্য এবং বায়না রাশি জমার অর্থাঙ্ক উল্লেখ করা আছে। ওয়েব পোর্টালের দেওয়া ই-অকশন প্ল্যাটফর্ম থেকে নিম্নস্বাক্ষরকারীর মাধ্যমে বিক্রয় সংঘটিত হবে। প্রতিটি সম্পত্তির জন্য বিড বর্ধিত মূল্য হবে **১০,০০০/- টাকা**। বিক্রয়ের বিশদ নিয়ম ও শর্তাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে ওয়েবসাইট **www.mstcecommerce.com** এবং **www.unionbankofindia.co.in** - দেওয়া লিংক দেখুন।

অকশনের তারিখ ও সময় : ১২.০৯.২০২৩ @ সকাল ১১.০০টা থেকে দুপুর ০১.০০টা

বিড/ইএমডি জমা দেওয়ার শেষ তারিখ : ১১.০৯.২০২৩, বিকাল ৫.০০টা পর্যন্ত

ইএমডি জমা দেওয়ার পদ্ধতি : বিডার তার এমএসটিসি ওয়ালেটে তার ইএমডি অর্থাঙ্ক জমা করবেন

ক্র. নং	ঋণগ্রহীতার নাম, শাখা, সম্পত্তির বিবরণ এবং বন্ধকদাতা	১. সংরক্ষিত মূল্য ২. বায়না অর্থ জমা (ইএমডি) অকশনের তারিখ ও সময়- ১২.০৯.২০২৩ সকাল ১১.০০টা থেকে দুপুর ০১.০০টা। বিড/ইএমডি জমা দেওয়ার শেষ তারিখ - ১১.০৯.২০২৩	মোট বকেয়া ২০.০৮.২০২৩ অনুযায়ী (সহ অ্যাকাউন্ট বন্ধ হওয়া পর্যন্ত তদুপরি সুদ এবং খরচ)	ক. দ্বায়বদ্ধতা খ. দখলের অবস্থা
১.	**ঋণগ্রহীতা-বাবা লোকনাথ এন্টারপ্রাইজ** **শাখা- বাঁকুড়া (৬০৮৪০)** **সম্পত্তি** - জমি ও বিল্ডিং সমন্বিত সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল মৌজা -ডেমুরারি, গোপিনাথপুর, জেএল নং- ২০৫, থানা ও জেলা-বাঁকুড়া, ওয়ার্ড নং- ৫, বাঁকুড়া পৌরসভার অধীনে, আরএস খতিয়ান নং- ১২৩৯, এল.আর. খতিয়ান নং- ৭৪৯৭, আর.এস. প্লট নং- ২৬৪/১৪৯৫, এলআর প্লট নং- ৪৫৫৬ এলাকা ০.০২৮ একর শ্রী তন্ময় নন্দীর নামে। সীমানা: উত্তর- শ্রী অরুণ কুন্ডুর বাড়ি, দক্ষিণ- রেলওয়ের স্থান, পূর্ব- শ্রী অশ্বিনী ঠক্কর এর বাড়িও সংযুক্ত প্যাসেজ মিউনিসিপ্যাল রোড, পশ্চিমে- পৌর ড্রেন। **যোগাযোগ ব্যক্তি: অরিজিৎ মুখার্জি: ৭৯০৮২৯০৯৫৯**	১. ১৬,৪৬,০০০.০০ টাকা ২. ১,৬৪,৬০০.০০ টাকা	৯,৯৪,৬২৩.০০ টাকা (নয় লক্ষ চুরানব্বই হাজার ছয়শত তেইশ টাকা মাত্র)	ক. শূন্য খ. প্রতীকী দখল
২.	**ঋণগ্রহীতা-আশিস কুমার মাল** **শাখা-সিউড়ি** **সম্পত্তি** - জমি ও বিল্ডিং সমন্বিত সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যা মৌজা চাতরা -তে অবস্থিত, জেএল নং- ৭৭, আরএস খতিয়ান নং-১০৬৭, এলআর খতিয়ান নং- ৫১, খতিয়ান নং- ১৫৩, দাগ/ প্লট নং- ৫২১, কোমা গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে, পোস্ট- চাঙ্গুরিয়া, থানা- সিউড়ি, জেলা- বীরভূমে ০৪ শতক পরিমাপের আশিস কুমার মালের নামে । **যোগাযোগ ব্যক্তি : সৌমিক পারুয়া : ৯৭৪৮৮০৬৬২১**	১. ৭,০৫,০০০.০০ টাকা ২. ৭০,৫০০.০০ টাকা	৮,৮৯,৯৯৮.০০ টাকা (আট লক্ষ উননব্বই হাজার নয়শত আটানব্বই টাকা মাত্র)	ক. শূন্য খ. প্রতীকী দখল
৩.	**ঋণগ্রহীতা: মেসার্স আনন্দ ট্রেডারস** **শাখা: পুলিশ লাইন বর্ধমান** **সম্পত্তি:** (আধা শহুরে) কাঞ্চননগর মৌজায় অবস্থিত জমি সম্পত্তি, জেএল নং ২৬, আরএস খতিয়ান নং ৯৪, ২১৩, ৪৪৬, ৬০৭, ১০১৮, ১৬০২, এলআর. খতিয়ান নং ২৭৬৪, আর.এস. প্লট নং ২৩০৬/পি, এলআর. প্লট নং ৪৫৭৮, হোল্ডিং নং ১১৪/১, মন্তেশ্বরতলা, কাঞ্চননগর, বর্ধমান পৌরসভা, ওয়ার্ড নং ২৪, পোস্ট. - কাঞ্চননগর, থানা - বর্ধমান, জেলা- বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ। শ্রী শুভজিৎ পুতনন্দীর মালিকানাধীন সম্পত্তি, সম্পত্তিটি চতুর্দিক পরিবেষ্টিত: উত্তর- ১২ ফুট, পৌরসভা রোড, দক্ষিণ - ত্রিদেব মন্ডলের জমি, পূর্ব - ত্রিদেব মন্ডল, পশ্চিম- কমল দাসের জমি; বন্ধকদাতা- শ্রী শুভজিৎ পুতনন্দী। **যোগাযোগের ব্যক্তি- শ্রী সঞ্জয় এস. টুডু - মোঃ- ৭৯০৫৯ ৫৫৮৬৯**	১. ৪৪,৩০,৭০০.০০ টাকা ২. ৪,৪৩,০৭০.০০ টাকা	৫৬,৯০,৪৭১.০০ টাকা (ছাপ্পান্ন লক্ষ নব্বই হাজার চারশত একাত্তর টাকা মাত্র)	ক. শূন্য খ. প্রতীকী দখল
৪.	**ঋণগ্রহীতা: শ্রী অনিমেষ মুখার্জি,** **শাখা: পুলিশ লাইন বর্ধমান** **সম্পত্তি:** জমি সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল কাস্ট-কুরম্বা -তে, কাস্ট-কুরম্বা বাস স্ট্যান্ডের কাছে অবস্থিত, মৌজা - শিয়ালদহ, জেএল নং ১২৬-এ অবস্থিত, এল.আর. খতিয়ান নং ২৭১, প্লট নং ৩৩৫ বান্দুল ২ গ্রাম পঞ্চায়েত অধীনে, পোস্ট অফিস - কাস্টো-কুরম্বা, থানা- বর্ধমান, জেলা - বর্ধমান (পূর্ব), পশ্চিম বর্ধমান, পিন- ৭১৩১২৬। **যোগাযোগের ব্যক্তি- শ্রী সঞ্জয় এস. টুডু - মোঃ- ৭৯০৫৯ ৫৫৮৬৯**	১. ৪১,৩৬,০০০.০০ টাকা ২. ৪,১৩,৬০০.০০ টাকা	২৪,২৬,৬৪৮.০০ টাকা (পঁচিশ লক্ষ ছাব্বিশ হাজার ছ'শো আটচল্লিশ টাকা মাত্র)	ক. শূন্য খ. প্রতীকী দখল
৫.	**ঋণগ্রহীতা-বনলতা দাস** **শাখা- আসানসোল (০১৭৩১)** **সম্পত্তি** - মোহামায়া ভবন, বি.আর.এম.বি. রোড, ইসমাইল,আরএস প্লট নং.১২৩৫, খতিয়ান নং.১০৪৭, জেএল নং.২২, মৌজা- ইসমাইল হোল্ডিং নং.১৯৯ আসানসোল- ৭১৩৩০১এ অবস্থিত জমি ও বিল্ডিং সমন্বিত সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, পরিমাপ ২৯৮ বর্গ. ফুট **শ্রীমতী বনলতা দাসের নামে আছে। সীমানা-** উত্তর- নীলিমা রায়ের সম্পত্তি, দক্ষিণ- শঙ্কর বাবুর সম্পত্তি, পূর্ব- ২০ ফুটরোড, পশ্চিম- শঙ্কর বাবুর সম্পত্তি দ্বারা। **যোগাযোগের ব্যক্তি- বিনোদ দাস : ৮২৯৪৬৪৬০৮৪**	১. ৯,৯৭,০০০.০০ টাকা ২. ৯৯,৭০০.০০ টাকা	৭,০৫,৭৫২.০০ টাকা (সাত লক্ষ পাঁচ হাজার সাতশত বাহান্ন টাকা মাত্র)	ক. শূন্য খ. প্রতীকী দখল
৬.	**ঋণগ্রহীতা-বাপি এন্টারপ্রাইজ** **শাখা-মোহনপুর** **সম্পত্তি-** মৌজাও গ্রাম হারবাটি, জেএল নং ০৯, পরগনা উখরা, খতিয়ান নং- ১৪৯ এবং ৩৬, পার্চা হিসাবে খতিয়ান নং- ৩১৭, দাগ নং- ২৮, মারিচা গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে, পোঃ- মাসুন্দা, থানা- আমডাঙ্গা, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা এ জমি সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল পরিমাপ- ২২ ডেসিমেল, **বাপি মণ্ডলের নামে। চতুর্দিক পরিবেষ্টিত-** উত্তর-রঞ্জন মণ্ডলের খালি জমি,দক্ষিণ-৭ফুট চওড়া কংক্রিটের রাস্তা, পূর্ব- রামজান মণ্ডলের বাড়ি,পশ্চিম-শ্রী মতিলাল সূত্রধরের খালি জমি দ্বারা, বাপি মন্ডলের নামে। **যোগাযোগের ব্যক্তি- রীতেশ দাস : ৯০৫১৫৮৭৮৭৯।**	১. ১৫,১৬,০০০.০০ টাকা ২. ১,৫১,৬০০.০০ টাকা	১৩,৭৮,০৬২.০০ টাকা (তেরো লক্ষ আটাত্তর হাজার বাষট্টি টাকা মাত্র)	ক. শূন্য খ. প্রতীকী দখল
৭.	**ঋণগ্রহীতা- বুলা রানী সাহা** **শাখা- রামপুরহাট** **সম্পত্তি** - জমির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল এবং দ্বিতল আবাসিক কাম গোডাউন বিল্ডিং যা ১) বুলারানি সাহা, স্বামী-বিশ্বনাথ সাহা এবং ২) শ্রী সন্তোষ কুমার মন্ডল, পিতা- শ্রী করুণা সিন্ধু মন্ডল এর মালিকানায়, মৌজা কালিসারায়, জেএল নং-১০৮, খতিয়ান নং-৩৭৮,৬৫৯,৭৫৪,৩২৫,৩৮৪,৭২৫, এলআর খতিয়ান নং -১৬৮৩, প্লট নং ৩০৫/৯০৬,ওয়ার্ড নং-০৮, হোল্ডিং নং- ৬৬৩/৮জি, রামপুরহাট পৌরসভার অধীনে, থানা- রামপুরহাট জেলা- বীরভূম জমির এলাকা ২ শতক। পরিবেষ্টিত: উত্তর- অন্যদের বাড়ি, দক্ষিণ- এনামুল হকের বাড়ি, পূর্ব- সড়ক, পশ্চিম- বিকাশের বাড়ি এবং অন্যান্য। **যোগাযোগ ব্যক্তি: কেএসপি সিনহা: ৯১২৩০৬৬৯০৪**	১. ১৫,৮৯,০০০.০০ টাকা ২. ১,৫৮,৯০০.০০ টাকা	৭,৯৮,৮৫০.০০ টাকা (সাত লক্ষ আটানব্বই হাজার আটশত পঞ্চাশ টাকা মাত্র)	ক. শূন্য খ. প্রতীকী দখল
৮.	**ঋণগ্রহীতা- বর্ধমান কনস্ট্রাকশন** **শাখা- পুলিশ লাইন, বর্ধমান** **সম্পত্তি-** এখানে অবস্থিত জমি ও বিল্ডিং সমন্বিত সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল মৌজা- রায়ান, এলআর খতিয়ান নং- ৬২৯৫, আরএস প্লট নং- ৩৯০/১৬৪১ আরএস খতিয়ান নং- ১৪৭২, জেএল নং- ৬৮, জমির পরিমাপ ০.৫ কাঠা, গ্রাম- বিজয়রাম ক্যানেলপাড়, রায়ান ১ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে, পোস্ট- বাজেপ্রতাপপুর শ্রী অরুণ রায়ের মালিকানায়। সম্পত্তির সীমানা- উত্তর- কাদের সেখ-এর বাড়ি, দক্ষিণ- রফিক খানের বাড়ি, পূর্ব- টুম্পা বিবির বাড়ি, পশ্চিম- ৮ ফুট রোড এবং খাল। **যোগাযোগ ব্যক্তি- শ্রী সঞ্জয় এস টুডু-৭৯০৫৯৫৫৮৬৯**	১. ১১,০৪,০০০.০০ টাকা ২. ১,১০,৪০০.০০ টাকা	১৩,৫৫,৪২৪.০০ টাকা (তেরো লক্ষ পঞ্চান্ন হাজার চারশত চব্বিশ টাকা মাত্র)	ক. শূন্য খ. প্রতীকী দখল
৯.	**ঋণগ্রহীতা: মেসার্স দীপ হার্ডওয়্যার** **শাখা: পুলিশ লাইন বর্ধমান** **সম্পত্তি** : মৃত মোনোয়ার হোসেন এবং মৃত সেলিমা বেগম -এর নামে ১.৫ কাঠা পরিমাপের জমি ও ভবন, হুতুদেয়ান পিরতলা, পীরতলা মসজিদের কাছে, মৌজা - রায়ান, জেএল নং ৬৮, এলআর. খতিয়ান নং ৩৬৮৯ ও ৭৩২৪, প্লট নং ২০৭৬/৩৮৪৭, এল.আর. প্লট নং ২০৭৬/৩৮৪৭, রায়ান ১ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে, পোস্ট - বাজেরতাপপুর, থানা - বর্ধমান, জেলা - বর্ধমান (পূর্ব), পশ্চিমবঙ্গ, পিন- ৭১৩১০১। **যোগাযোগের ব্যক্তি- শ্রী সঞ্জয় এস. টুডু - ৭৯০৫৯ ৫৫৮৬৯**	১. ২৮,৬০,০০০.০০ টাকা ২. ২,৮৬,০০০.০০ টাকা	৪৩,৮৮,০৫৭.০০ টাকা (তেতাল্লিশ লক্ষ অষ্টআশি হাজার সাতান্ন টাকা মাত্র)	ক. শূন্য খ. প্রতীকী দখল
১০.	**ঋণগ্রহীতা : মেসার্স এভারগ্রীন কৃষি ভান্ডার** **শাখা: পুলিশ লাইন বর্ধমান** **সম্পত্তি:** ০.২৫ একর পরিমাপের জমি এবং বিল্ডিং এর এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যার জেএল নং ১১৯, এলার খতিয়ান নং ২৯৯৯, আর.এস. এবং এল.আর. প্লট নং ৮১৯২, মৌজা - সাঁকো, জেলা - পূর্ব বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ, পিন- ৭১৩ ১৪১ -এ অবস্থিত। এবং এটি চতুর্দিক পরিবেষ্টিত: উত্তর - উদ্দিন মাস্টারের সম্পত্তি, দক্ষিণ - সেখ বাদাই এর সম্পত্তি, পূর্ব - মালিকদের জমি, পশ্চিম - সেখ কাজল এর সম্পত্তি। **যোগাযোগের ব্যক্তি: শ্রী সঞ্জয় এস. টুডু - ৭৯০৫৯ ৫৫৮৬৯।**	১. ৫০,৫৬,০০০.০০ টাকা ২. ৫,০৫,৬০০.০০ টাকা	৫৪,৪৮,৬৮৮.০০ টাকা (চুয়ান্ন লাখ আটচল্লিশ হাজার ছ'শো অষ্টআশি টাকা মাত্র)	ক. শূন্য খ. প্রতীকী দখল
১১.	**ঋণগ্রহীতা-গোলাম মোস্তফা** **শাখা-জাহাননগর** **সম্পত্তি-** জমি এবং বিল্ডিং এর এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, জেএল নং ১১০, এলআর খতিয়ান নং ১১১৯, এলআর প্লট নং - ৭১৩,৭১৫ এবং ৭১৬ উপ খ. নং- ১৪৭৪, মৌজা- খেতপুর পালসি, অগ্রদ্বীপ গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে, থানা- কাটোয়া জেলা- বর্ধমান **গোলাম মোস্তফার মালিকানাধীন। সম্পত্তির সীমানা-** উত্তর- মালিকের প্লট, দক্ষিণ- ১এসটিডি বিল্ডিং সাদিক আলী ও সাদিহানি মল্লিক, পূর্ব- রাস্তা ১৫ফুট প্রশস্ত, পশ্চিম- পুকুর দ্বারা। **যোগাযোগের ব্যক্তি- শ্রী অতীশ রঞ্জন- ৮৩৯০৮২৪৯৪১**	১. ১১,৬৮,০০০.০০ টাকা ২. ১,১৬,৮০০.০০ টাকা	৬,৫১,৬০৯.০০ টাকা (ছয় লক্ষ একান্ন হাজার ছয়শত নয় টাকা মাত্র)	ক. শূন্য খ. প্রতীকী দখল
১২.	**ঋণগ্রহীতা-হক এন্টারপ্রাইজ** **শাখা-আঁখোনা** **সম্পত্তি** - মৌজা চাকতা, জেএল নং- ২, খ নং- ১২৬১, এলআর প্লট নং- ২৫৯২, এলআর খ.নং. -২৪০০, আঁখোনা গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে, থানা কেতুগ্রাম। **আজিজুল হকের নামে** ২ শতক (প্রায়) পরিমাপের জমি ও বিদ্যমান এক তলা বাড়ির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল। **সম্পত্তিটি চতুর্দিক পরিবেষ্টিত-** উত্তর- হাসনা বিবির খোলা জমি, দক্ষিণ- মালিক অন্য প্লটের খোলা জমি, পূর্ব- পঞ্চায়েত রোড, পশ্চিম- মালিক প্লটের খোলা জমি দ্বারা। **যোগাযোগের ব্যক্তি- সুদীপ রায় : ৮৩৩৬৯১৮১৭৫**	১. ৫,০৪,০০০.০০ টাকা ২. ৫০,৪০০.০০ টাকা	৯,৩৭,৬২২.০০ টাকা (নয় লক্ষ সাঁইত্রিশ হাজার ছয়শত বাইশ টাকা মাত্র)	ক. শূন্য খ. প্রতীকী দখল
১৩.	**ঋণগ্রহীতা-জয়ন্ত বণিক** **শাখা- দুর্গাপুর (০৫৭৬২)** **সম্পত্তি** - এখানকার সম্পত্তির মধ্যে শ্রীমতী মীরা বনিক এর মালিকানাধীন জমি এবং ভবনের এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল রয়েছেযার প্লট নং- ১৫৭০, খতিয়ান নং-৩৬০, জেএল নং-৬৮, মৌজা-ভিরিঙ্গি, থানা-দুর্গাপুর, জেলা বর্ধমান। পরিমাপ ৪.২ কাঠা। **মীরা রানী বণিকের নামে, সম্পত্তিটি চতুর্দিক পরিবেষ্টিত-** উত্তর- ১৬ ফুট রাস্তা, পূর্ব- ১১ফুট রাস্তা, পশ্চিম- বিদ্যমান ভবন, দক্ষিণ- বিদ্যমান ভবন। **যোগাযোগের ব্যক্তি- প্রবীন কুমার : ৮০৫১০০০৩২৬**	১. ৭৩,২৮,০০০.০০ টাকা ২. ৭,৩২,৮০০.০০ টাকা	৪৮,৭৬,৬১৫.০০ টাকা (আটচল্লিশ লক্ষ ছিয়াত্তর হাজার ছয়শত পনেরো টাকা মাত্র)	ক. শূন্য খ. প্রতীকী দখল
১৪.	**ঋণগ্রহীতা: মেসার্স কে. কে. এন্টারপ্রাইজ** **শাখা: আসানসোল (০৬৮৯২)** **সম্পত্তি: নির্মলা দেবী, অভিষেক কুমার বার্নওয়াল, আশিস কুমার বার্নওয়াল, প্রিয়াঙ্কা বার্নওয়াল -এর** নামে জমি এবং ভবনের এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যার হোল্ডিং নং ৬(৭), আব্দুল লতিফ লেন, ১৩ নং ওয়ার্ড, আসানসোল মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের মধ্যে, আসানসোল পৌরসভা মৌজার অধীনে, জেএল. নং ২০, থানা-আসানসোল(এস), সিএস খ নং ৪১৪৯, সিএস প্লট নং ৬৩৯৭, আরএস খ. নং ১৫১২৪, আরএস প্লট নং ২৪১৩১, ২৪১৩২৩। চতুর্দিক পরিবেষ্টিত: উত্তর - বিজয় বার্নওয়ালের বাড়ি, দক্ষিণ - বিজয় শর্মার বাড়ি, পূর্ব - বিজয় শর্মা এবং অন্যান্যদের বাড়ি, পশ্চিম , ১২ ফুট প্রশস্ত আব্দুল লতিফ লেন দ্বারা। **যোগাযোগের ব্যক্তি: অবিনাশ কুমার : ৮৮৩৮২৩৮১৮০**	১. ৪১,১০,০০০.০০ টাকা ২. ৪,১১,০০০.০০ টাকা	৩৫,৩৮,৮৯৭.০০ টাকা (পঁয়ত্রিশ লক্ষ আটত্রিশ হাজার আটশত সাতানব্বই টাকা মাত্র)	ক. শূন্য খ. প্রতীকী দখল
১৫.	**ঋণগ্রহীতা: মেসার্স মা মনসা কোম্পানি** **শাখা: রানাঘাট** **সম্পত্তি:** "কমলা ভিলা" নামে একতলা ভবন, হোল্ডিং নং ৩২, শরৎ পল্লী, পোস্ট ও থানা - রানাঘাট, পিন - ৭৪১ ২০১, সমীর বিড়ি গলি এবং শরৎ পল্লী কালভার্টের কাছে অবস্থিত। ওয়ার্ড নং ১১ মিউনিসিপ্যাল সীমার মধ্যে, জেএল নং ১৫৫, আরএস দাগ নং ৪৩৬৬, ৪৩৪২, এবং ৭৬৬৭, এলআর. দাগ নং ৯০৬৬, ৯০৩৭, এলআর. খতিয়ান নং ৭৮০৮/১, নতুন এল.আর. খতিয়ান নং ১১৩২৩, ৪০৬৬৭, রানাঘাট পৌরসভা, জেলা - নদীয়া, **শ্রীমতী সোমা ঘোষ এর মালিকানাধীন** । **যোগাযোগের ব্যক্তি- খুসবু আগরওয়াল - মোঃ- ৯৭৩৯৫ ১৭১০৪**	১. ২২,১৪,০০০.০০ টাকা ২. ২,২১,৪০০.০০ টাকা	১৭,১৫,৫৪৫.০০ টাকা (সতেরো লক্ষ পনেরো হাজার পাঁচশত পঁয়তাল্লিশ টাকা মাত্র)	ক. শূন্য খ. প্রতীকী দখল
১৬.	**ঋণগ্রহীতা- মীর হাসনাত আলী** **শাখা- খাসপুর পীরতলা** **সম্পত্তি** - মীর হাসনাত আলী এবং মিসেস রেশমি বেগমের মালিকানাধীন সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল পরিমাপ ৬.৫ শতক, মৌজা-আর্গুনে অবস্থিত, পোস্ট- পাকুড়হাঁস, থানা- কেতুগ্রাম, জেলা- বর্ধমান বিয়ারিং জেএল নং-৪৪, খতিয়ান নং -৭২১,এলআর খতিয়ান নং-১৩১৫ও ১৩১৬, প্লট নং-১২৩৩, এলআর প্লট নং-১৩৪৮। চতুর্দিক পরিবেষ্টিত: উত্তর- পুকুর, দক্ষিণ- রাস্তা, পূর্ব- আবু বক্করের দ্বিতীয় এসটিডি বিল্ডিং, পশ্চিম- বাসু সেখের মাটির বাড়ি। **যোগাযোগ ব্যক্তি: ধ্রুবজ্যোতি সাইকিয়া: ৯৮৬৪৩৬২০৬৪**	১. ৪৬,২৯,০০০.০০ টাকা ২. ৪,৬২,৯০০.০০ টাকা	৯,৭০,৯৮৭.০০ টাকা (নয় লক্ষ সত্তর হাজার নয়শত সাতাশি টাকা মাত্র)	ক. শূন্য খ. প্রতীকী দখল
ক্র. নং	ঋণগ্রহীতার নাম, শাখা, সম্পত্তির বিবরণ এবং বন্ধকদাতা	১. সংরক্ষিত মূল্য ২. বায়না অর্থ জমা (ইএমডি) অকশনের তারিখ ও সময়- ১২.০৯.২০২৩ সকাল ১১.০০টা থেকে দুপুর ০১.০০টা। বিড/ইএমডি জমা দেওয়ার শেষ তারিখ - ১১.০৯.২০২৩	মোট বকেয়া ২০.০৮.২০২৩ অনুযায়ী (সহ অ্যাকাউন্ট বন্ধ হওয়া পর্যন্ত তদুপরি সুদ এবং খরচ)	ক. দ্বায়বদ্ধতা খ. দখলের অবস্থা
১৭.	**ঋণগ্রহীতা- সাহেব আলি** **শাখা- রামপুরহাট** **সম্পত্তি** - প্রায় ৪.৭৫ ডেসিমেল পরিমাপের জমির উপর নির্মিত ১১৪৩ বর্গফুট বিল্ডিং সহ সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যার বিক্রয় দলিল নং আই-৬৬/২০১২ তারিখ- ০৩/০১/২০১২, এলআর খতিয়ান নং ৩৪৪৫, এল আর প্লট নং ৭৩৩, রামপুরহাট, মৌজা - বগতুই পূর্ব, কবরস্থান -এর কাছে, জেএল নং ১০৯, রামপুরহাট। চতুর্দিক পরিবেষ্টিত: উত্তর- অন্যদের সম্পত্তি, দক্ষিণ- ১৮ ফুট প্রশস্ত রাস্তা, পূর্ব- নূর আলমের সম্পত্তি, পশ্চিম- অন্যদের সম্পত্তি দ্বারা। **যোগাযোগ ব্যক্তি : কেএসপি সিনহা-৯১২৩০৬৬৯০৪**	১. ১৫,৬৭,০০০.০০ টাকা ২. ১,৫৬,৭০০.০০ টাকা	১৬,৩২,৭৫১.০০ টাকা (ষোলো লক্ষ বত্রি হাজার সাতশত একান্ন টাকা মাত্র)	ক. শূন্য খ. প্রতীকী দখল
১৮.	**ঋণগ্রহীতা-সন্তু পাল** **শাখা- কৃষ্ণনগর** **সম্পত্তি** - এখানকার সম্পত্তির মধ্যে রয়েছে শ্রী সন্তু পালের মালিকানাধীন ৪.১২৪ ডেসিমেল পরিমাপের জমি এবং বিল্ডিংয়ের এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকলযার এলআর দাগ নং-২৬২০৪, খতিয়ান নং-৩৫৭৪৮, জেএল নং-৯২, মৌজা-কৃষ্ণনগর, হোল্ডিং নং- ২৮, ওয়ার্ড নং-১০, কৃষ্ণনগর পৌরসভার অধীনে গোপীনাথ সাহা রোড, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১১০২। **সন্তু পলের নামে। সীমানা-** উত্তর- অমল ঘোষের সম্পত্তি, দক্ষিণ- সুব্রত পলের সম্পত্তি, পূর্ব- প্রিয়বালা মিত্রের সম্পত্তি, পশ্চিম- রাস্তা। **যোগাযোগের ব্যক্তি- অভিজিৎ বিশ্বাস- ৯৯১৮৫০১২২০**	১. ২৪,১২,০০০.০০ টাকা ২. ২,৪১,২০০.০০ টাকা	১৪,৫৪,৫৩৬.০০ টাকা (চোদ্দো লক্ষ চুয়ান্ন হাজার পাঁচশত ছত্রিশ টাকা মাত্র)	ক. শূন্য খ. প্রতীকী দখল
১৯.	**ঋণগ্রহীতা- সন্তু সেন** **শাখা-আসানসোল (০৬৮৯২)** **সম্পত্তি** - ১৫০ বর্গফুট কভার এলাকা সম্বলিত টাইল শেড রুমের এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল সেইসঙ্গে এর সমস্ত ফিটিং এবং সুবিধার অধিকার বাস্তু জমির সাথে সংযুক্ত ২.৫ কাঠা যা ০৪ ডেসিমেলের সমান, শ্রী সন্তু সেনের মালিকানাধীন জমি, এলআর খতিয়ান নং- ১০০৩, এলআর প্লট নং- ৯৩৪, জেএল নং-০০৮, বার্টোরিয়া মৌজার মধ্যে, গ্রাম- বার্টোরিয়া, বার্নপুর, বাড়ি নং- ০৫০১৩৯৩, হোল্ডিং নং- ৩৯৫/এন, ওয়ার্ড- ৫০, জেলা- পশ্চিম বর্ধমান। চতুর্দিক পরিবেষ্টিত: উত্তর- ০৬ ফুট ওয়াইড রোড, দক্ষিণ- শ্রী দাস এর সম্পত্তি, পূর্ব- রাম ব্রিজ যাদবের সম্পত্তি, পশ্চিম- গলি। **যোগাযোগ ব্যক্তি: অবিনাশ কুমার : ৮৮৩৮২৩৮১৮০**	১. ২০,৯৮,০০০.০০ টাকা ২. ২,০৯,৮০০.০০ টাকা	১৪,৮১,৮২৩.০০ টাকা (চোদ্দো লক্ষ একাশি হাজার আটশত তেইশ টাকা মাত্র)	ক. শূন্য খ. প্রতীকী দখল
২০.	**ঋণগ্রহীতা- নির্সা রিফ্র্যাক্টরি এন্ড সিরামিক ওয়ার্কস** **শাখা-আসানসোল (০৭১৩১)** **সম্পত্তি** - আরএস প্লট নং ১২০৩,১২০৫,১২০৫/১৮৬৫, আরএস খতিয়ান নং- ১৪০০৬,১০৮১০,১২১৩২, জেএল নং ২০, মৌজা-আসানসোল পৌরসভা, 'সানন্দা এপার্টমেন্ট' ২য় তল, ফ্ল্যাট নং-২, ওয়ার্ড নং- ০৬ (পুরাতন) ও ৫০ (নতুন), জেলা-পশ্চিম বর্ধমানে সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল। এলাকা ১১০০ বর্গফুট **সুভাষ চন্দ্র গুরু এবং শ্রীমতী অঞ্জনা গুরুর নামে, পরিবেষ্টিত-** (ফ্ল্যাটের সীমানা আমাদের কাছে বন্ধক রাখা) উত্তর- অন্যদের ফ্ল্যাট, দক্ষিণ- অন্যদের ফ্ল্যাট, পূর্ব- কমন প্যাসেজ এবং সিঁড়ি কেস লিফট দ্বারা, পশ্চিম- খালি জায়গা দ্বারা। (সানন্দা অ্যাপার্টমেন্টের সীমানা)। উত্তর- অন্যের সম্পত্তি, দক্ষিণ- অন্যের সম্পত্তি, পূর্ব- অন্যের সম্পত্তি, পশ্চিম- জিটি রোড পর্যন্ত ১৬ ফুট প্রশস্ত কমন প্যাসেজ। **যোগাযোগের ব্যক্তি- বিনোদ দাস - ৮২৯৪৬৪৬০৮৪**	১. ৩৬,৪৭,০০০.০০ টাকা ২. ৩,৬৪,৭০০.০০ টাকা	৫৫,৬৮,৩৯৩.০০ টাকা (পঞ্চান্ন লক্ষ আটষট্টি হাজার তিনশত তিরানব্বই টাকা মাত্র)	ক. শূন্য খ. প্রতীকী দখল
২১.	**ঋণগ্রহীতা - মেসার্স ওম হ্যাচারি,** **শাখা- মোহনপুর** সম্পত্তি- জমি সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যার পরিমাপ ৩.৫৮৩ কাঠা বা ২৫৮০ বর্গফুট এবং হোল্ডিং নং ৯৯/১৯, আরএস দাগ নং ১৭২১, এলআর দাগ নং ১৭২০, আরএস খতিয়ান নং ৩৩৮, এল.আর. খতিয়ান নং- ৮৮১, টি.সি.আই.রোড, বড় শ্রীরামপুর, বড় শ্রীরামপুর কৃষ্ণ চন্দ্র ফ্রি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের কাছে, ওয়ার্ড নং ৩৫, ভাটপাড়া পৌরসভা, জেলা- ২৪ পরগনা (উত্তর) পোস্ট - নারায়ণপুর, থানা- জগদ্দল, পশ্চিমবঙ্গ- ৭৪৩১২৬ এ অবস্থিত। **যোগাযোগের ব্যক্তি- রিতেশ দাস- ৯০৫১৫৮৭৮৭৯**	১. ১৪,৪০,০০০.০০ টাকা ২. ১,৪৪,০০০.০০ টাকা	১২,৭৮,২৯৭.০০ টাকা (বারো লক্ষ আটাত্তর হাজার দুইশত সাতানব্বই টাকা মাত্র)	ক. শূন্য খ. প্রতীকী দখল
২২.	**ঋণগ্রহীতা: শ্রী পবন রামচন্দ্র প্রসাদ,** **শাখা: কাঁকসা** **সম্পত্তি:** রেলপাড়, সারদাপল্লী, খতিয়ান নং ৫৮৫৫, ৫৮৫১, পানাগড়, পিন - ৭১৩ ১৪৮, থানা- কাঁকসা, মৌজা - কাঁকসা, পশ্চিমবঙ্গে অবস্থিত জমির সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, আরএস এবং এলআর প্লট নং ২৮২৫, রামচন্দ্র প্রসাদের মালিকানায় যার পরিমাপ ১ কাঠা, ৯ ছটাক ১৪.৫ ফুট বা ২.৬০ ডেসিমেল। চতুর্দিক পরিবেষ্টিত: উত্তর - ৪ ফুট রাস্তা, দক্ষিণ - দত্ত বাবুর সম্পত্তি, পূর্ব - সাবিত্রী দেবীর সম্পত্তি, পশ্চিম - বাল্মীকি সিংহের সম্পত্তি এবং ৫২৩ বর্গফুট বা ১২ ছটাক বা ১ ডেসিমেল পরিমাপের জামিয়া দেবীর বৈধ উত্তরাধিকারীদের অন্তর্গত আরএস এবং এলআর প্লট নং ২৮২৪/৪৪৭৫ এবং চতুর্দিক পরিবেষ্টিত: উত্তর - দাগ নং ২৮২৫, দক্ষিণ - দত্ত বাবুর সম্পত্তি, পূর্ব- সাবিত্রী দেবীর সম্পত্তি, পশ্চিম - বাল্মীকি সিংহের সম্পত্তি। **যোগাযোগের ব্যক্তি: নন্দকিশোর সিং - ৭৯০৯০ ২৭৫৬০**	১. ১৪,৫০,০০০.০০ টাকা ২. ১,৪৫,০০০.০০ টাকা	১৩,২১,২৫৫.০০ টাকা (তেরো লক্ষ একুশ হাজার দুইশত পঞ্চান্ন টাকা মাত্র)	ক. শূন্য খ. প্রতীকী দখল
২৩.	**ঋণগ্রহীতা: প্রথম কুমার ঝা** **শাখা: আসানসোল (০৭১৩১)** **সম্পত্তি:** বিজয় ভবনে আবাসিক ৪র্থ তলায় আবাসিক ফ্ল্যাট নং ৩০২ এর এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল এবং টু হুইলার পার্কিং সহ, যা পুরানহাট মেইন রোডে অবস্থিত, পোস্ট - বার্নপুর, থানা- হীরাপুর, হোল্ডিং নং ৫৪১/২৫, ওয়ার্ড নং ৯৫, জেএল নং ২১, আসানসোল পৌরসভা কর্পোরেশনের অধীনে, জেলা - পশ্চিম বর্ধমান, সিএস প্লট নং ২২৪১, আরএস প্লট নং ৪২৬৪, সিএস খতিয়ান নং ৩৩৫, আরএস খতিয়ান নং ২৮২২, মৌজা - নরসিবান্ধ -তে অবস্থিত, পরিমাপ ৭৯০ বর্গফুট। চতুর্দিক পরিবেষ্টিত: পূর্ব - কালু খানের বাড়ি, পশ্চিম- উৎপল সাহার বাড়ি, উত্তর - ধবলেন্দু ভট্টাচার্যের বাড়ি, দক্ষিণ - পূর্ণহাট মেইন রোড দ্বারা। **যোগাযোগের ব্যক্তি : বিনোদ দাস - ৮২৯৪৬৪৬০৮৪**	১. ১৫,৩৮,০০০.০০ টাকা ২. ১,৫৩,৮০০.০০ টাকা	১৫,৮৮,৬৮৫.০০ টাকা (পনেরো লাখ অষ্টআশি হাজার ছ'শো পঁচাশি টাকা মাত্র)	ক. শূন্য খ. বাস্তবিক দখল
২৪.	**ঋণগ্রহীতা: পি এস এন্টারপ্রাইজ** **শাখা: রেহামানিয়া উচ্চ বিদ্যালয়** **সম্পত্তি:** জমির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল এবং দ্বিতল আবাসিক ভবন সহ , যা মৌজা- দক্ষিণ ধড়কা, জেএল ২৭, আরএস প্লট নং ৪৬০, আরএস খতিয়ান নং ৩১২, হোল্ডিং নং ৭২/২০১/১০, আসানসোল মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের অধীনে, ওয়ার্ড নং ২৫/২১ -তে অবস্থিত। জমির মোট এলাকা ১.৮০ কাঠা । চতুর্দিক পরিবেষ্টিত: উত্তর - সাধু কর্মকারের সম্পত্তি, দক্ষিণ - বিষ্ণু চন্দ্র শর্মার জমি, পূর্ব - রাম প্রসাদ চৌবের সম্পত্তি, পশ্চিম - ১৩ ফুট চওড়া রোড দ্বারা। **যোগাযোগের ব্যক্তি: শ্রী রাকেশ কুমার গুপ্তা - ৬২৬৫০ ৫৯৮৬৭**	১. ২৮,৪৫,০০০.০০ টাকা ২. ২,৮৪,৫০০.০০ টাকা	৮,২৬,৫০৭.০০ টাকা (আট লক্ষ ছাব্বিশ হাজার পাঁচশত সাত টাকা মাত্র)	ক. শূন্য খ. প্রতীকী দখল
২৫.	**ঋণগ্রহীতা- রঘুনাথ হেমব্রম** **শাখা- বর্ধমান পৌরসভা** **সম্পত্তি** - রঘুনাথ হেমব্রমের মালিকানাধীন সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, মৌজা-নারী, জেএল নং- ৭০, এলআর খতিয়ান নং- ১২৯৩১ এবং ১২৯৩২, আরএস খতিয়ান নং- ২৮৭, আরএস প্লট নং- ২০৮৭, এলআর প্লট নং- ৩১৪৫, রায়ান ১ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে নারী চারাবাগান এ, পোস্ট- বর্ধমান, জেলা- বর্ধমান পূর্ব। পরিমাপ- ২.১৫ কাঠা (কমবেশি)। চতুর্দিক পরিবেষ্টিত: উত্তর- ৮ ফুট প্রশস্ত প্যাসেজ রোড, দক্ষিণ- জনাব সাহাজাহানের বাড়ি, পূর্ব- অশোক প্রসাদের বাড়ি, পশ্চিম- অন্যান্যদের বাড়ি ও আইসিডিএস স্কুলের বাড়ি। **যোগাযোগ ব্যক্তি : শুভজিৎ মল্লিক : ৭০৯১২৫৩৮৯০**	১. ৪৭,৭০,০০০.০০ টাকা ২. ৪,৭৭,০০০.০০ টাকা	৩৭,৬১,২০৬.০০ টাকা (সাঁইত্রিশ লক্ষ একষট্টি হাজার দুইশত ছয় টাকা মাত্র)	ক. শূন্য খ. বাস্তবিক দখল
২৬.	**ঋণগ্রহীতা: শ্রী রামকৃষ্ণ বসু** **শাখা: কাঁকসা** **সম্পত্তি:** কাঁকসা ৩ নং কলোনি, কাঁকসা, এলআর- প্লট নং ১৩৩৭, এল.আর. খতিয়ান নং ৫৫৬৮, জেএল নং ৮৬, মৌজা - কাঁকসা, পোস্ট. - পানাগড় বাজার, থানা - কাঁকসা, জেলা - পশ্চিম বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ, কাঁকসা গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্যে অবস্থিত প্রায় ৬.৪১ ডেসিমেল মাপের একটি একতলা ভবন সহ জমি। রামকৃষ্ণ বসুর নামে আছে। **যোগাযোগের ব্যক্তি- নন্দ কিশোর - ৭৯০৯০ ২৭৫৬০।**	১. ৩৯,২১,০০০.০০ টাকা ২. ৩,৯২,১০০.০০ টাকা	৯,৭৪,২১৭.০০ টাকা (নয় লাখ চুয়াত্তর হাজার দুইশত সতেরো টাকা মাত্র)	ক. শূন্য খ. প্রতীকী দখল
২৭.	**ঋণগ্রহীতা : শ্রীমতী সাধনা দাস** **শাখা: পুলিশ লাইন** **সম্পত্তি** : জমি সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল এবং এর উপর নির্মিত বিল্ডিং, রাজগঞ্জ, পরিমাপ- ১৬৪০ বর্গফুট , অবস্থান- মালিরবাগান, রাজগঞ্জ কালীতলার কাছে, মৌজা- বর্ধমানে অবস্থিত, হোল্ডিং নং ৪৬৪, জেএলনং ৩০, আরএস প্লট নং ৬১২, এলআর খতিয়ান নং ১২২২৩, এল.আর. দাগ নং ২৬৯৮, বর্ধমান পৌরসভার মধ্যে, পোস্ট- রাজবাটি, ওয়ার্ড নং ২৫, থানা- বর্ধমান, জেলা- বর্ধমান পূর্ব, পশ্চিমবঙ্গ- ৭১৩১০২। **যোগাযোগের ব্যক্তি: শ্রী সঞ্জয় এস. টুডু - ৭৯০৫৯৫৫৮৬৯।**	১. ৩৪,৭৩,০০০.০০ টাকা ২. ৩,৪৭,৩০০.০০ টাকা	১৭,৯৪,১১১.০০ টাকা (সতেরো লাখ চুরানব্বই হাজার একশত এগারো টাকা মাত্র)	ক. শূন্য খ. প্রতীকী দখল
২৮.	**ঋণগ্রহীতা: মেসার্স সাজী বাবা গ্রেনস প্রাঃ লিঃ** **শাখা: বর্ধমান (১২৬২১)** **সম্পত্তি:** গ্রাম এবং পোস্ট- -উখরিদ, জেএল নং ৪০, এলআর খতিয়ান নং ৩৫৫৮, এলআর প্লট নং ১১৭৭, ১২৮৩, ১২৮৪, ১২৮৫,১২৮৬,১২৮৮, ১২৯৩, ১২৪১ -তে জমির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, জমির মোট পরিমাপ ১.২৮ একর বা ১২৮ শতক জমি বাস্তুর অধীনে, ৭ শতক জমি রাইস মিলের অধীনে, ২২ শতক জমি পোল্ট্রির অধীনে এবং ২০ শতক গোডাউন প্রকৃতির এবং জমিটি উখরিদ গ্রাম পঞ্চায়েত মধ্যে আছে ও কারখানা ভবন এবং সিজিআই ধানের চালা, বয়লার সেকশন, ড্রায়ার, চিমনি, খড়ের শেড বিল্ডিং, আরসিসি সিলো, সিজিআই প্লান্ট ও রাইস শেড, অ্যাশ রুম, আরসিসি ইলেকট্রিক রুম, জলাশয়, সিজিআই শেড হাস্ক, ওজন ব্রিজ প্ল্যাটফর্ম, সীমানা প্রাচীর। **যোগাযোগের ব্যক্তি: প্রসেনজিৎ সরকার : ৭০৬৪৫৮৯৯৩০**	১. ১,১৮,৬২,০০০.০০ টাকা ২. ১১,৮৬,২০০.০০ টাকা	১০,৪৭,৯৩,৪৫২.০০ টাকা (দশ কোটি সাতচল্লিশ লক্ষ তিরানব্বই হাজার চারশত বাহান্ন টাকা মাত্র)	ক. শূন্য খ. বাস্তবিক দখল
২৯.	**ঋণগ্রহীতা: শ্রী শংকর ঠাকুর** **শাখা: রহমানিয়া উচ্চ বিদ্যালয়** **সম্পত্তি:** আবাসিক জমি এবং বিল্ডিং শ্রী শঙ্কর ঠাকুরের মালিকানাধীন, এলআর এবং আরএস প্লট নং- ৪৬০, আরএস খতিয়ান নং- ১১৫ এবং এলআর খতিয়ান নং- ১০৪৩, জেএল নং- ২৭, মৌজা- উত্তর ধাড়কা, থনা-আসানসোল (উঃ) , জেলা- পশ্চিম বর্ধমান, পরিমাপ ১ কাঠা ১ $^{1}/_{2}$ ছটাক এবং পরিবেষ্টিত - উত্তর- ৬ ফুট রাস্তা, দক্ষিণ- অন্যের সম্পত্তি, পশ্চিম- দাগ নং. ৪৫৭, পূর্ব- অন্যের সম্পত্তি। **যোগাযোগের ব্যক্তির নাম রাকেশ গুপ্তা- ৬২৬৫০৫৯৮৬৭**	১. ৯,০৮,০০০.০০ টাকা ২. ৯০,৮০০.০০ টাকা	৮,৩৬,০৬২.০০ টাকা (আট লাখ ছত্রিশ হাজার বাষট্টি টাকা মাত্র)	ক. শূন্য খ. প্রতীকী দখল
৩০.	**ঋণগ্রহীতা-শিবু সরকার** **শাখা- মোহনপুর** **সম্পত্তি** - শিবু সরকার এবং প্রাণবিলাসী সরকারের মালিকানাধীন আবাসিক বাড়ির স্থাবর সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল গ্রাম-দিঘা ১১ নং ওয়ার্ড, পোস্ট-বরাজগুল, থানা-হরিনঘাটা, ২১ নং ওয়ার্ড। জমির পরিমাপ ৩ সাতক/১.৮১ কাঠা, দাগ নং এলআর ও আরএস ৫৮৮ , খতিয়ান আরএস ৭২৩ ,জেএল ৫৫ তে মৌজা-দীঘান্ড তৌজি-১৩, পরিবেষ্টিত: উত্তর- অমিৎসাঞ্জদারার বাড়ি, দক্ষিণ-খালি জমি, পূর্ব- ৮ ফুট প্রশস্ত রাস্তা, পশ্চিম- ৬ ফুট কমন প্যাসেজ, **যোগাযোগ ব্যক্তি: রিতেশ দাস- ৯০৫১৫৮৭৮৭৯**	১. ১২,৫৫,০০০.০০ টাকা ২. ১,২৫,৫০০.০০ টাকা	৯,২৪,৯৮২.০০ টাকা (নয় লক্ষ চব্বিশ হাজার নয়শত বিরাশি টাকা মাত্র)	ক. শূন্য খ. প্রতীকী দখল
৩১.	**ঋণগ্রহীতা: সেখ ইয়াদ আলী** **শাখা: বোলপুর শান্তিনিকেতন** **সম্পত্তি:** বিক্রয় দলিল নং আই-১৯৭৭ তারিখ ১০/৮/২০১০ এর অধীনে স্থাবর সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, জেএল নং ১৬৩, এলআর খতিয়ান নং ২৪৬, আরএস খতিয়ান নং ১৬৯, আরএস প্লট নং ৩৯০৮ ও ৩৯১০, এলআর প্লট নং ৩৯০৮ এবং ৩৯১০, গ্রাম, পোস্ট এবং জি.পি. - সিংঘী -তে অবস্থিত, জমির প্রকৃতি- বাড়ি, জমির পরিমাপ - ১ শতক (প্রকৃত পরিমাপ) এবং ৩ শতক (উকিল অনুসন্ধান অনুসারে), মৌজা - সিংঘী, পোস্ট ও থানা - বোলপুর, বীরভূম, পশ্চিমবঙ্গ, পিন- ৭৩১২৪০ -তে **সেখ ইয়াদ আলীর নামে** এবং **চতুর্দিক পরিবেষ্টিত:** উত্তর - সিংঘী গ্রাম পঞ্চায়েত রোড, দক্ষিণ - সেখ দাদ আলীর খোলা জমি; পূর্ব - সেখ দারাজ এর খোলা জমি, পশ্চিম - সেখ দারাজ এর মাটির ঘর। **যোগাযোগের ব্যক্তি: উদয় পান্ডে - ৯৩৫৪৫২৫৩৩৫**	১. ১১,১৪,০০০.০০ টাকা ২. ১,১১,৪০০.০০ টাকা	১২,৪৩,১৩৬.০০ টাকা (বারো লক্ষ তেতাল্লিশ হাজার একশত ছত্রিশ টাকা মাত্র)	ক. শূন্য খ. প্রতীকী দখল
৩২.	**ঋণগ্রহীতা-সুভাষ চন্দ্র গুরু** **শাখা- আসানসোল (০৭১৩১)** **সম্পত্তি** - সিএস প্লট নং- ৩৩, আরএস প্লট নং- ৮৭, সিএস খতিয়ান নং- ৪৪৮০, আরএস খতিয়ান নং- ৭৬৩৭,২০০৭৮, জেএল নং- ২০, মৌজা- আসানসোল পৌরসভা, ফ্ল্যাট নং- জি/এ সমন্বিত সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল গ্রাউন্ড ফ্লোরে, দুর্গা টাওয়ার, অপকার গার্ডেন, থানা- আসানসোল (দক্ষিণ), জেলা- পশ্চিম বর্ধমান। সুভাষ চন্দ্র গুরুর নামে। **আবদ্ধ-** উত্তর- খালি জমি। দক্ষিণ- লিফট এবং সিঁড়ি। পূর্ব- পার্কিং স্পেস। পশ্চিম- কর্পোরেশন ড্রেন। **যোগাযোগের ব্যক্তি- বিনোদ দাস : ৮২৯৪৬৪৬০৮৪**	১. ৩৫,৭০,০০০.০০ টাকা ২. ৩,৫৭,০০০.০০ টাকা	৩০,৬১,৬৯৯.০০ টাকা (ত্রিশ লক্ষ একষট্টি হাজার ছয়শত নিরানব্বই টাকা মাত্র)	ক. শূন্য খ. প্রতীকী দখল
৩৩.	**ঋণগ্রহীতা-তামান্না জুয়েলারি ওয়ার্কস** **শাখা- পুলিশ লাইন, বর্ধমান** **১. সম্পত্তি-** স্থাবর সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যার জেএল নং ৭৫, এলআর খতিয়ান নং ১২, আরএসও এলআর প্লট নং ৭৩৩, বাস্তু এলাকা- ৩.৪১৬ ডেসিমেল এবং আরএস ও এলআর প্লট নং ৭৩৪ এলাকা ১.৬৬ ডেসিমেল বরাবর **নাসিরুদ্দিন মণ্ডলের নামে** দুই তলা পাকা বিল্ডিং এবং এটি **পরিবেষ্টিত: উত্তরে** - মসাবুরান্দ সাদরেয়া আলম মন্ডল এর বাড়ি, দক্ষিণ- আবুদুর রহিমের খালি জমি, দক্ষিণ- ৬ ফুট চওড়া সাধারণ পথ এবং চাঁদের ঘর এবং; **২.** স্থাবর সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যার জেএল নং জেএল নং ৭৫, এলআর খতিয়ান নং ৮৫৯ এবং ৮৫৮, আরএস ও এলআর প্লট নং ৭৩৩ বাস্তু এরিয়া ০১ ডেসিমেল দুই তলা পাকাবিল্ডিং সহ **নাসিরুদ্দিন মন্ডল এবং সাহাবুদ্দিন মন্ডলের নামে** দুইতলা বিল্ডিং সহ এবং এর **সীমানা:** উত্তরে - মসবুরান্দ সাদরিয়া আলম মণ্ডল এর বাড়ি, দক্ষিণ- আবদুর রহিমের খালি জমি, পূর্ব- ৬ ফুট চওড়া পথ ও চাঁদের বাড়ি; মোট এলাকা ৬.০৭৬ ডেসিমেল কিন্তু নির্মাণ এলাকা হল ১৭১৬ বর্গফুট- সাগরাই গ্রাম পঞ্চায়েত মৌজা- কেউদিয়া থানা-খণ্ডঘোষ জেলার -পূর্ব বর্ধমান অধীনে জমি। **যোগাযোগের ব্যক্তি- সঞ্জয় এস. টুডু- ৭৯০৫৯৫৫৮৬৯**	১. ২৯,৮২,০০০.০০ টাকা ২. ২,৯৮,২০০.০০ টাকা	৪৪,৭২,০৫৬.০০ টাকা (চুয়াল্লিশ লক্ষ বাহাত্তর হাজার ছাপ্পান্ন টাকা মাত্র)	ক. শূন্য খ. প্রতীকী দখল

পরবর্তী অংশ পরের পাতায়

লাদাখে চিনা দখলদারি নিয়ে প্রধানমন্ত্রীকে তোপ রাহুলের

নয়াদিল্লি, ২৫ অগস্ট: লাদাখ নিয়ে মিথ্যে বলছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, এমনটাই দাবি করেছেন রাহুল গান্ধি। লাদাখে দাঁড়িয়ে তিনি বলেন, এই এলাকায় ভারতের থেকে বিশাল পরিমাণ জমি কেড়ে নিয়েছে চিন। কিন্তু সেই কথা মানতে নারাজ মোদি। প্রসঙ্গত, লেহ ও লাদাখের বেশ কিছু জায়গায় সফরে গিয়েছন কংগ্রেস সাংসদ। সেখানকার স্থানীয় মানুষের সঙ্গে দেখা করে কথাও বলেছেন তিনি।

বৃহস্পতিবার ব্রিকস সম্মেলনের শেষে নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে কথা বলেন চিনা প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং। দুই রাষ্ট্রনেতার এই আলোচনার বিষয়টি প্রকাশ্যে আসতেই লাদাখ নিয়ে মুখ খুলেছেন রাহুল গান্ধি। শুক্রবার তিনি বলেন, 'কৌশলগত ক্ষেত্রে লাদাখ খুবই গুরুত্বপূর্ণ এলাকা। সেখানে বিশাল জমি দখল করে নিয়েছে চিন। কিন্তু সর্বদল বৈঠকে এসে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন লাদাখের এক ইঞ্চি জমিও দখল করতে পারেনি চিন। এটা একেবারে ডাহা মিথ্যে।' প্রসঙ্গত, লাদাখের সীমান্ত এলাকায় সেনা মোতায়েন করেছে ভারত-চিন দুই দেশই। একাধিকবার অভিযোগ উঠেছে, সীমান্ত পেরিয়ে ভারতে ঢুকে এসে গ্রাম তৈরি করেছে চিন। যদিও এই অভিযোগ উড়িয়ে দিয়েছে মোদি সরকার।

এই প্রসঙ্গে বেজিংয়ের তরফেও বিবৃতি জারি করা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে, দুই রাষ্ট্রনায়ক সামিটের ফাঁকে কথাবার্তা বলেছেন। দুই দেশের সম্পর্কে কীভাবে উন্নতি ঘটানো যায়, তা নিয়ে যেমন কথা হয়েছে তেমনই কথা হয়েছে অন্যান্য বিষয়েও, যেখানে দুই দেশেরই স্বার্থ জড়িত। তবে লাদাখ সীমান্ত থেকে সেনা প্রত্যাহার নিয়ে কোনও বার্তা দেয়নি দুই দেশ। এহেন পরিস্থিতিতেই রাহুল গান্ধি বলেন, লাদাখ নিয়ে মিথ্যা বলছেন প্রধানমন্ত্রী।

কবি মধুমিতা শুক্লা হত্যাকাণ্ডে

২০ বছর পর জেলমুক্ত উত্তরপ্রদেশের প্রাক্তন মন্ত্রী!

লখনউ, ২৫ অগস্ট: কবি মধুমিতা শুক্লা হত্যাকাণ্ডে অভিযুক্ত উত্তরপ্রদেশের প্রাক্তন মন্ত্রী অমরমণি ত্রিপাঠী এবং তাঁর স্ত্রী মধুমণি ত্রিপাঠীকে মুক্তি দিল উত্তরপ্রদেশের যোগী আদিত্যনাথ সরকার। যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত ওই দম্পতি ২০ বছর পর জেল থেকে মুক্তি পেলেন। সুপ্রিম কোর্টও উত্তরপ্রদেশের প্রাক্তন মন্ত্রী এবং তাঁর স্ত্রীর মুক্তিতে স্থগিতাদেশ দিল না।

অমরমণি ত্রিপাঠী এবং তাঁর স্ত্রী-কে ভাল আচরণের জন্য মুক্তি দিয়েছে উত্তরপ্রদেশ সরকার। যদিও মধুমিতা শুক্লার বোন নিধি এই মুক্তিতে প্রবল আপত্তি জানিয়েছেন। ত্রিপাঠী দম্পতির মুক্তির বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে আবেদন করেছিলেন তিনি। শুক্রবার সেই মামলার শুনানি ছিল। কিন্তু সুপ্রিম কোর্টও প্রাক্তন মন্ত্রী এবং তাঁর স্ত্রীর মুক্তিতে কোনও স্থগিতাদেশ দেয়নি। ফলে ত্রিপাঠী দম্পতির মুক্তিতে আর কোনও বাধা রইল না। মধুমিতা শুক্লা পরিচিত ছিলেন হাস্যকবি হিসাবে। উত্তরপ্রদেশের লখিমপুর খেরির বাসিন্দা মধুমিতা রাজনৈতিক নেতাদের নিয়ে রসিকতা করে এবং আক্রমণ করে বেশ জনপ্রিয় হয়ে যান। গুঞ্জন শোনা যায়, সেসময় অমরমণির সঙ্গে প্রেমের সম্পর্কে জড়ান মধুমিতা। যদিও অমরমণি বিবাহিত ছিলেন। ২০০৩ সালের ৯ মে মধুমিতাকে গুলি করে খুন করা হয়। পরে তদন্তে উঠে আসে, মৃত্যুর সময় সাত মাসের অন্তঃসত্ত্বা ছিলেন ওই তরুণী কবি। সেই সন্তান অমরমণির বলেও সন্দেহ করা হয়।

২০০৩ সালের সেই মধুমিতা শুক্লা হত্যাকাণ্ড গোটা দেশে আলোড়ন ফেলে দেয়। সেই মামলার মূল অভিযুক্ত ছিলেন সমাজবাদী পার্টির নেতা তথা তৎকালীন মন্ত্রী অমরমণি ত্রিপাঠী এবং তাঁর স্ত্রী। ২০০৩ সালেই তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। ২০০৭ সালে তাঁদের যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করে দেরাদূনের বিশেষ আদালত। তখন থেকেই কারাবাসে রয়েছেন তাঁরা। যদিও ২০১৩ সাল থেকে গত ১০ বছর শারীরিক অসুস্থতার জন্য প্রাক্তন ওই মন্ত্রী এবং তাঁর স্ত্রী হাসপাতালেই ছিলেন।

জি-২০ সামিটে যোগ দিতে ভারতে আসছেন না পুতিন

মস্কো, ২৫ অগস্ট: আসন্ন জি-২০ শীর্ষ সম্মেলনে যোগ দিতে ভারতে আসছেন না রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন। শুক্রবার এমনটাই জানাল ক্রেমলিন। পুতিন আদৌ এই সামিটে যোগ দেবেন কি না, তা নিয়েও রয়েছে প্রশ্ন।

রাশিয়ার সরকারি সংবাদ সংস্থা তাস সূত্রে খবর, রুশ প্রেসিডেন্ট পুতিনের আগামী মাসে ভারতে না আসার বিষয়ে সিলমোহর দিয়েছে ক্রেমলিন। ক্রেমলিনের মুখপাত্র দিমিত্রি পেসকভ বলেছেন, 'ভারতে যাওয়া নিয়ে রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের কোনও পরিকল্পনা নেই। আগামী মাসে জি-২০ সামিটে সশরীরে উপস্থিত থাকছেন না তিনি। এই সম্মেলনে তিনি কীভাবে উপস্থিত থাকবেন সেই নিয়ে এখনও কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি। এই মুহূর্তে তাঁর কাছে সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ বিশেষ সামরিক অভিযান।'

আগামী ৯ ও ১০ সেপ্টেম্বর নয়াদিল্লিতে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে জি-২০ শীর্ষ সম্মেলন। যার নেতৃত্ব দিচ্ছে ভারত।

প্রিগোজিনের মৃত্যুর গুঞ্জন নিয়ে বাইডেন-রাশিয়ার চাপানউতোর

মস্কো, ২৫ অগস্ট: ওয়াগনার বাহিনীর প্রধান ইয়েভগেনি প্রিগোজিনের মৃত্যুর খবরকে কেন্দ্র করে তৈরি হয়েছে রহস্য। পুতিন ঘনিষ্ঠের মৃত্যুর গুঞ্জনের মাঝেই মুখ খুলেছিলেন জো বাইডেন। সরাসরি না বললেও প্রিগোজিনের মৃত্যুর পিছনে পুতিনের হাত রয়েছে বলে কটাক্ষ করতে দেখা যায় মার্কিন প্রেসিডেন্টকে। আর এবার তাঁকে প্রচ্ছন্ন হুঁশিয়ারি দিল রাশিয়া। মনে করিয়ে দিল, এমন মর্মান্তিক দুর্ঘটনা নিয়ে এই ধরনের মন্তব্য করা উচিত নয় বাইডেনের।

রুশ সংবাদমাধ্যম সূত্রে জানা গিয়েছে, বুধবার মস্কো থেকে সেন্ট পিটার্সবার্গগামী এক বেসরকারি সংস্থার এমব্রেয়ার লিগ্যাসি বিমান তেভর এলাকার কুজেনকিনো গ্রামের কাছে ভেঙে পড়ে। ওই বিমানে পাইলট, ক্রু, যাত্রী-সহ মোট ১০ জন ছিলেন। সকলেরই মৃত্যু হয়েছে। আর মৃতদের তালিকায় প্রিগোজিনও রয়েছেন বলেই গুঞ্জন। এরপরই নানা মহলে জল্পনা শুরু হয়, তাঁকে নাকি হত্যা করা হয়েছে। আর সেই অভিযোগের তির রয়েছে পুতিনের দিকেই। বাইডেনও তেমনই ইঙ্গিত করেছেন। তিনি বলেন, 'আমি অবাক হইনি। রাশিয়ায় এমন কিছু খুব একটা ঘটে না, যার পিছনে পুতিনের হাত নেই। তবে আমি এই বিষয়ে উত্তর দেওয়ার মতো খুব বেশি কিছু জানি না।' বাইডেনের এহেন মতকে যে মস্কো একেবারেই ভালভাবে নিচ্ছে না তা পরিষ্কার হয়ে গেল রাশিয়ার উপবিদেশমন্ত্রী র্যাবকভের কথায়।

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

e-TENDER NOTICE
Office of the Block Development Officer
Khandaghosh Development Block
Sagrai, Purba Bardhaman

E-NIT No. BWN BWN/BDO/KH/NIeT-01/2023-24 Dt. 24/08/2023 Tender Id: 2023_DMB_ 560307_1 to 10
Bid submission start Dt. & Time (online): **25/08/2023 from 06:00pm** onwards Bid submission closing Dt. & Time (online): **04/09/2023 up to 06:00pm**
For viewing Tender: **www.wbtenders.gov.in**
Sd/- Block Development Officer
Khandaghosh Development Block

পাঞ্জাব নৈশনল বৈংক punjab national bank
Circle Sastra Centre, Circle Office: Kolkata South, United Tower (9th Floor), 11, Hemanta Basu Sarani, Kolkata-700001, Email:cs8267@pnb.co.in

সংশোধনী

সংশ্লিষ্ট উল্লেখ্য ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ যা **২৩.০৮.২০২৩** তারিখে এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছিল এবং যা ০৫.১০.২০২৩ তারিখে সম্পাদিত হবে তা নিম্নোক্ত মতে পড়তে হবে :
১. ক্রম নং ১১ : ক) সংরক্ষিত মূল্য (লাখ টাকায়) ১৩.২১ লাখ টাকার পরিবর্তে ১৬.৫১ লাখ টাকা এবং খ) ইএমডি ১.৩৩ লাখ টাকার পরিবর্তে ১.৬৬ লাখ টাকা পড়তে হবে
২. ক্রম নং ১২ : ক) ২০০২ সালের সারফেসি আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে দাবি নোটিশের তারিখ ২৯.০৫.২০২৩ এর পরিবর্তে ২৪.০৩.২০২৩, খ) বকেয়া পরিমাণ (দাবি নোটিশের তারিখ থেকে) ৫২, ৩৫, ৮৭৮.২০ টাকা এবং পরবর্তী সুদ এর পরিবর্তে ২১, ৩৬, ৩৮২.২৩ টাকা এবং পরবর্তী সুদ এবং গ) দখলের তারিখ ২০০২ সালের সারফেসি আইনের ১৩(৪) ধারা অধীনে **১০.০৮.২০২৩ এর পরিবর্তে ২৭.০৬.২০২৩** পড়তে হবে।
অবশিষ্ট অংশ অপরিবর্তিত থাকবে,অনিচ্ছাকৃত অসুবিধার কারণে দুঃখিত।

তারিখ : ২৬.০৮.২০২৩ — অনুমোদিত অফিসার
স্থান : কলকাতা — পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নম্বর ঃ পিইউটপকোট-২৩, তারিখ ঃ ২৩.০৮.২০২৩। ডেপুটি চিফ মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার/সি, পূর্ব রেলওয়ে ওয়ার্কশপ, কাঁচরাপাড়া, পিন-৭৪৩১৪৫, উত্তর ২৪ পরগণা, পশ্চিমবঙ্গ নিম্নলিখিত কাজের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করছেনঃ **কাজের নাম ও তার অবস্থান ঃ** ক্যারেজ কমপ্লেক্সে/কাঁচরাপাড়ায় ওপেন টেন্ডার ভিত্তিতে ওয়ার্কস কন্ট্র্যাক্ট-এর মাধ্যমে বাইরের এজেন্সি কর্তৃক ০৬ (ছয়) মাস সময়কালের জন্য ২০৬টি ইএমইউ/এমইএমইউ (মোটর ও ট্রেলার কোচ)-তে পিইউ টপ কোট এক্সটিরিয়ার পেইন্টিং প্রয়োগের কাজ। **কাজের আনুমানিক ব্যয়ঃ** ৯,৬৬,৪৫৯.৩০ টাকা (জিএসটি ও অন্যান্য চার্জ সহ, যদি থাকে)। **টেন্ডার নথির মূল্য (টিডিসি)ঃ** শূন্য। **জমাযোগ্য বিড সিকিউরিটি ঃ** ১৯,৪০০ টাকা। **যে ওয়েবসাইট থেকে টেন্ডার নথি পাওয়া যাবেঃ** ভারতীয় রেলওয়ের ই-প্রোকিওরমেন্ট ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in** থেকে ২৩.০৮.২০২৩ থেকে ১৪.০৯.২০২৩ তারিখ দুপুর ২টা পর্যন্ত সম্পূর্ণ টেন্ডার নথি পাওয়া যাবে। **কার্য সম্পাদনের সময়সীমা ঃ** ০৬ (ছয়) মাস। **বিজ্ঞাপনের সময়সীমা ঃ** ২৩.০৮.২০২৩ থেকে ১৪.০৯.২০২৩ দুপুর ২টা পর্যন্ত। **প্রস্তাব জমার সময়সীমা ঃ** ১৪.০৯.২০২৩ তারিখের পূর্ববর্তী ১৫ দিন বেলা ২টা পর্যন্ত। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ১৪.০৯.২০২৩ তারিখ দুপুর ২ টা পর্যন্ত। **টেন্ডারের বৈধতা ঃ** ৬৬ (ছেষট্টি) দিন। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময়ঃ** টেন্ডার খোলা হবে ১৪.০৯.২০২৩ তারিখ দুপুর ৩টায় বা তার পরে। (MISC-117/2023-24)
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে
আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway easternrailwayheadquarter

NOTICE INVITING e-TENDER
Re e-Tender Reference No (4th call)- WBBDR/P-1/085/ 881/ EO/ 2022-23 Dated-25/08/ 2023.
Tender ID: 2023_ZPHD 560551_1 has been floated Construction two storied community hall (Sadbhav Mandap) at Bogpur GP under Purbasthali-I P.S.
Re e-Tender Reference No (3d call)- WBBDR/P-1/086/ 882/ EO/ 2022-23 Dated-25/08/2023.
Tender ID: 2023_ZPHD 560591_1 has been floated Construction of a Permant Bus Stand at Hematpur More under Purbasthali-I P.S.
Look for detail you may visit **www.wbtenders.gov.in** and office notice board.
Sd/- Executive Officer Purbasthali-I Panchyat Samity Srirampur, Purba Bardhaman.

BOLPUR MUNICIPALITY
Bolpur, Birbhum
N.I.T. No.- (i) WBMAD/ULB/BM/PW/15th Finance Scheme/NIT-04(2nd Call)/20023-24
Memo No. 1379/BM/2023-2024 Dated 25.08.2023
Name of the Work- (i) 2 Nos. of Civil works in Ward 16 & 05 under Bolpur Municipality. **Last Date of Submission 11.09.2023.**
(ii) WBMAD/ULB/BM/PW/15th Finance Scheme/NIQ-03 (2nd Call)/2023-24
Memo No. 1380/BM/2023-2024 Dated 25.08.2023
Name of the Work- (ii) Procurement of Conservancy materials (P-1) for the purpose of SWM under Bolpur Municipality (including all Taxes and GST) (ii) Procurement of Tubewell materials (P-1) for the purpose of drinking water facility under Bolpur Municipality (including all Taxes & GST). **Last Date of Submission 03.09.2023.** For details see Bolpur Municipality Notice Board & Website : **www.bolpurmunicipality.org**
Sd/-
Chairman
Bolpur Municipality

NOTICE INVITING E-TENDER
e-Tender is hereby invited on behalf of Chairman, Habra Municipality for supply within Habra Municipality.

Sl. No.	Ref. e-Tender No.	Last Date of submission of e-Tender
1	WBMAD/HM/PWD/NIT e-553/ 2023-24	11/09/2023 up to 5.00 PM

For details please see at the website **www.wbtenders.gov.in**
Sd/- Executive Officer, Habra Municipality

ASANSOL DURGAPUR DEVELOPMENT AUTHORITY
(A Statutory body of the Govt. of West Bengal)
City Centre, Durgapur - 713216
(Ph.: 0343-2546716/6815)
N.I.T. (Online) No: - ADDA/DGP/ED/N-42/2023-24
Exe. Engr.(Elect.), ADDA invites Percentage Rate Tender (Online Bid System) for the work **(1)** Electrical wiring and LT distribution for newly constructed shops, MAMC Township, V.K. Nagar, Deshbadhu Chittaranjan Avenue, Durgapur, Dist-Paschim Bardhaman, Est. Amt. Rs. 6,24,975.00; Tender ID No. 2023_ADDA_560518_1. For other details visit our website **www.addaonline.in** or **http://wbtenders.gov.in** or contact Exe. Engr.(Elect.) ADDA.
Sd/- Exe. Engr. (Elect.) ADDA

DIRECTORATE OF FOREST
Office of the **Ex-officio Divisional Manager**
West Bengal Forest Development Corporation Ltd. &
Deputy Conservator of Forests, Urban Recreation Forestry Division
10A, Auckland Road, Eden Gardens, Kolkata-700 021
ABRIDGED TENDER NOTICE
The Ex-officio Divisional Manager, WBFDCL & Deputy Conservator of Forests, Urban Recreation Forestry Division invites Tender Notice for various works as follows :

NIT No.	Name of Projects	Bid Submission Start Date	Last Date of Bid Submission
120/DM/URF/WBFDC/2023-24	1st year Maintenance of Control of Air-Pollution by Institutional Plantation under direction of National Green Tribunal at Saraj Gupta Research Institute of Cancer, over 4 Ha. during the year 2023-24.	26.08.2023 (10.00 AM)	05.09.2023 (05.00 PM)

Details can be seen at **https://wbtenders.gov.in**

Government of West Bengal
Press Notice
Sealed Quotation are hereby invited from bonafide experienced reliable contractor for execution of Plantation of Fruit Plants. For details please visit the office of (i) Dy. D. A. (Soil Cons.) KRVP, Purulia for NIQ No-01/2023-24 Dt 22/08/2023 & NIQ No-02/2023-24 Dt 23/08/2023; (ii) Asstt. D. A. (Admn) Soil Cons., Purulia for NIQ No-02/2023-24 Dated 17/08/2023; (iii) Asstt. D. A. (Admn) Soil Cons., DPAP, Purulia for NIQ No-02/2023-24 Dated- 21/08/2023; NIQ No-03/2023-24 Dated- 22/08/2023 and NIQ No-03/2023-24 Dated-23/08/2023.
Sd/- A. Acharjee
Deputy Director of Agriculture (S. C.)
KRVP, Purulia

SBI
এসবিআই, চোটখন্ড ব্রাঞ্চ - ৮২০৩
পো. চোটখন্ড, জেলা - বর্ধমান
পিন - ৭১৩১৪৬, পশ্চিমবঙ্গ
দখল নোটিশ (স্থাবর সম্পত্তির জন্য) পরিশিষ্ট IV [রুল -৮(১)]

যেহেতু
নিম্নস্বাক্ষরকারী **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, চোটখন্ড শাখা** ২০০২ (২০০২-৫৪) সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে অনুমোদিত অফিসার সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অধীনে নিম্নোক্ত তারিখে নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ আদায়দানের জন্য এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতা সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতার প্রতি বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং উক্ত রুলসের রুল ৮ এবং ৯ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নস্বাক্ষরকারী জামিনদত্ত সম্পত্তি/সমূহের স্বত্ব দখল করেছেন নিম্নোক্ত তারিখে সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অধীনে। ঋণগ্রহীতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে কোনওভাবেই জামিনদত্ত সম্পত্তি/সমূহের লেনদেন না করতে এবং কোনওরূপ লেনদেন **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া** নিকট বকেয়া পরিমাণ পরবর্তী সুদ সহ আদায়দান সাপেক্ষ।

ক্রম নং	ঋণগ্রহীতা / জামিনদাতার নাম	স্থাবর এবং অস্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত	১. দখলের তারিখ ২. দাবি নোটিশের তারিখ ৩. বকেয়া পরিমাণ (টা.)
১.	**ঋণগ্রহীতা : নিশিত মল্লিক, পিতা নিত্যানন্দ মল্লিক, স্বত্বা : মেসার্স মল্লিক এন্টারপ্রাইজ,** গ্রাম : আলিপুর, পো - দেবীপুর (আরএস),থানা -মেমারি, জেলা -পূর্ব বর্ধমান, পিন - ৭১৩১৪৬। **জামিনদাতা : ১) ভানুমতি মল্লিক,** স্বামী নিত্যানন্দ মল্লিক, গ্রাম : আলিপুর, পো - দেবীপুর (আরএস), থানা -মেমারি, জেলা -পূর্ব বর্ধমান,পিন - ৭১৩১৪৬। **২) নিত্যানন্দ মল্লিক,** পিতা প্রয়াত সূর্য কান্ত মল্লিক, গ্রাম : আলিপুর, পো - দেবীপুর (আরএস),থানা -মেমারি, জেলা -পূর্ব বর্ধমান,পিন - ৭১৩১৪৬।	**নিত্যানন্দ মল্লিক, পিতা প্রয়াত সূর্যকান্ত মল্লিক এবং ভানুমতি মল্লিক** স্বামী নিত্যানন্দ মল্লিকের নামে সমুদয় সম্পত্তি। সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং ভবন পরিমাণ ১২.০০ ডেসিমেল, মৌজা - আলিপুর, জেএল নং ২১৬, ১-১৬৫৭ এবং ১-১৬৫৮-১৯৯৪ সালের, এলআর খতিয়ান নং ১২১৭ এবং ১২১৮, এলআর প্লট নং ১৬১৪, দুর্গাপুর গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, থানা - মেমারি, জেলা- পূর্ব বর্ধমান।	১. ১৮.০৫.২০২৩ , ২. ২৪.০৮.২০২৩, ৩. ৯, ৯০, ০০০.০০ এবং ৮৭, ৭০০.০০ সংশ্লিষ্ট এ/সি নং ৩৩০৭৬৫৩৩৮৬৬ (সি.সি) এবং ৩৯৫০৭৪৫২৯২১ (জিইসিএল) মোট ১০, ৭৭, ৭০০.০০ টাকা (দশ লাখ সাতাত্তর হাজার সাতশো টাকা) টাকা ০২.০৫.২০২৩ অনুযায়ী।

ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে সংশ্লিষ্ট আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে যাবতীয় বকেয়া পরিমাণ আদায় দিয়ে ঋণগ্রহীতা জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।
তারিখ - ২৪.০৮.২০২৩ — অনুমোদিত অফিসার
স্থান - চোটখন্ড — স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank ইলাহাবাদ ALLAHABAD
জোনাল অফিস : বহরমপুর
২য় তল, গৌর সুন্দর ভবন, পঞ্চাননতলা, বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ- ৭৪২ ১০১
ই-মেইল : z184@indianbank.co.in
স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

পরিশিষ্ট-৪-এ [রুল ৮(৬)/৯(১) -তে বন্দোবস্ত দেখুন]
২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এমফোর্সমেন্ট) রুলস ৮(৬)/৯(১) -এর অনুবিধির সঙ্গে পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল এ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি অ্যাক্ট অধীনে স্থাবর সম্পত্তিসমূহ বিক্রয়ের জন্য ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।
সাধারণভাবে জনসাধারণকে এবং বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতা (গণ) এবং জামিনদার(গণ)কে এতদ্দ্বারা বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে, সুরক্ষিত ঋণদাতার কাছে নিচে বর্ণিত বন্ধকীকৃত/ ধার্যকৃত স্থাবর সম্পত্তি যার **প্রতীকী দখল** নিয়েছেন **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক (সুরক্ষিত ঋণদাতা)** -এর অনুমোদিত আধিকারিক, যা বিক্রি হবে **"যেখানে যেমন আছে", "সেখানে যা আছে",** এবং **"সেখানে যা কিছু আছে ভিত্তিতে",** আগামী **১৩.০৯.২০২৩** তারিখে বিক্রি করা হবে **২২,৯৫,৬৯৫.৪৬ টাকা** (বাইশ লক্ষ পঁচানব্বই হাজার ছয়শো পঁচানব্বই টাকা এবং ছেচল্লিশ পয়সা মাত্র) ২৪.০৮.২০২৩ অনুযায়ী এবং তদুপরি সুদ/চার্জ এবং খরচ **ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতা: ১. শ্রী সঞ্জয় দেবনাথ, ২. শ্রীমতী রেখা দেবনাথ, ৩. শ্রী মহিম চন্দ্র দেবনাথ, জামিনদার(গণ): ১. শ্রীমতী রাখী দেবনাথ, ২. শ্রী সত্যনারায়ণ দেবনাথ, সকলেরই ঠিকানা:** পোড়ামাতলা রোড, ওয়ার্ড নং ৭, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা - নদীয়া, পিন - ৭৪১ ৩০২ -এর কাছ থেকে, যা **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক (সুরক্ষিত ঋণদাতা)**-এর প্রাপ্য।
ই-অকশন মোডের মাধ্যমে বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে সম্পত্তির নির্দিষ্ট বিবরণ নীচে বর্ণনা করা হয়েছে :

ক্র. নং	ক) অ্যাকাউন্ট/ ঋণগ্রহীতার নাম খ) শাখার নাম	স্থাবর সম্পত্তির বিশদ বিবরণ	সুরক্ষিত ঋণদাতার বকেয়া পাওনা	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি পরিমাণ গ) দর বৃদ্ধির পরিমাণ ঘ) সম্পত্তি আইডি ঙ) সম্পত্তির উপর দায়বদ্ধতা চ) দখলের ধরন
১.	ক) ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতা: ১. শ্রী সঞ্জয় দেবনাথ ২. শ্রীমতী রেখা দেবনাথ ৩. শ্রী মহিম চন্দ্র দেবনাথ জামিনদার(গণ): ১. শ্রীমতী রাখী দেবনাথ ২. শ্রী সত্যনারায়ণ দেবনাথ সকলেরই ঠিকানা: পোড়ামাতলা রোড, ওয়ার্ড নং ৭, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা - নদীয়া, পিন - ৭৪১ ৩০২। খ) প্রচীন মায়াপুর শাখা	তথায় জমি ও ভবনের এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যা নবদ্বীপ মৌজায় অবস্থিত, জেএল নং ২০, খতিয়ান নং আরএস-৮৯৯৪, এলআর-২৪৪৮১, প্লট নং আরএস ১৩২/৮০৬৫, এলআর-৭১৫, হল নং ৩৯৯, তৌজি নং-৮, পরগণা-উখরা, হোল্ডিং নং ১৩০/৩ রানীরচড়া রোড চাকিপাড়া (জমির এলাকা- ৫.৭৫ ডেসিমেল) নবদ্বীপ পৌরসভার অধীনে, ওয়ার্ড নং ৭, থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭৪১ ৩০২ বিক্রয় দলিল নং আই-২৭৬৪, সাল-২০১২, তারিখ-২৭.১১.২০১২, এডিএসআরও নবদ্বীপে **শ্রী মহিম চন্দ্র দেবনাথ, শ্রীমতী রেখা দেবনাথ এবং শ্রী সঞ্জয় দেবনাথ -এর নামে** নিবন্ধিত। **চতুর্দিক পরিবেষ্টিত:** উত্তর- ১০ ফুট রোড, দক্ষিণ - প্রদীপ চন্দ্রের সম্পত্তি, পূর্ব- গুরুপদ ঘোষ ও অন্যান্যদের সম্পত্তি, পশ্চিম- রানীরচড়া রোড দ্বারা।	২২,৯৫,৬৯৫.৪৬ টাকা (বাইশ লক্ষ পঁচানব্বই হাজার ছয়শো পঁচানব্বই টাকা এবং ছেচল্লিশ পয়সা মাত্র) ২৪.০৮.২০২৩ অনুযায়ী এবং তদুপরি সুদ/চার্জ এবং খরচ	ক) ৫৮,০০,০০০.০০ টাকা (*) (আটান্ন লক্ষ টাকা মাত্র) খ) ৫,৮০,০০০.০০ টাকা (পাঁচ লক্ষ আশি হাজার টাকা মাত্র) গ) ১০,০০০.০০ টাকা (দশ হাজার টাকা মাত্র) ঘ) IDIB30027354865 ঙ) আমাদের কাছে অজানা চ) প্রতীকী দখল

(*) বিক্রয় মূল্য সংরক্ষিত মূল্যের উপর হওয়া উচিত।

ই-অকশনের তারিখ ও সময়: তারিখ - ১৩.০৯.২০২৩; সময় - দুপুর ০১.০০টা থেকে বিকাল ৫.০০টা
ই-অকশন পরিষেবা প্দানকারীর প্ল্যাটফর্ম : (১) www.indianbank.co.in (২) https://www.ibapi.in (৩) https://wwwmstcecommerce.com/auctionhome/ibapi

বিডারদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে, অনলাইন বিডে অংশগ্রহণের জন্য আমাদের ই-অকশন সার্ভিস প্রোভাইডার এমএসটিসি লিঃ -এর ওয়েবসাইট (**www.mstcecommerce.com/auction/home/ibapi**) দেখুন। টেকনিক্যাল সাহায্যের জন্য **এমএসটিসি হেল্প ডেস্ক নং ০৩৩ ২৩৪০০০২০ / ২৩৪০০০২১ / ২৩৪০০০২২** এবং সার্ভিস প্রোভাইডারদের অন্য চালু হেল্পলাইন নম্বরে অনুগ্রহ করে ফোন করুন। এমএসটিসি লিঃ -এর সাথে রেজিস্ট্রেশন স্টেটাস **ibapiop@@mstcecommerce.com**, ইএমডি স্টেটাস জানার জন্য **ibapifin@@mstcecommerce.com** -এ অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন। সম্পত্তি সংশ্লিষ্ট বিশদ তথ্যাদি এবং সম্পত্তির ছবি এবং অকশনের নিয়মাবলী ও শর্তাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে **https://ibapi.in** দেখুন এবং এই পোর্টাল সংশ্লিষ্ট কোনও সংশয় দূরীকরণের জন্য অনুগ্রহ করে হেল্প লাইন নম্বর "১৮০০১০২৫০২৬" এবং "০১১-৪১১০৬১৩১" -এ যোগাযোগ করুন।
বিডারদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে, ওয়েবসাইট **https://ibapi.in** এবং **www.mstcecommerce.com** -এ সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি সম্বন্ধে খোঁজখবর নেওয়ার সময় উপরে উল্লিখিত সম্পত্তির আইডি নং ব্যবহার করুন।
দ্রষ্টব্য: এই বিজ্ঞপ্তিটি ঋণগ্রহীতা(গণ)/ বন্ধকদাতা (গণ)/ জামিনদার(গণ) -এরও প্রতি
তারিখ: ২৫.০৮.২০২৩ — অনুমোদিত অফিসার
স্থান : বহরমপুর — ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

পূর্ববর্তী পৃষ্ঠার পর
যূনিয়ন বৈংক ऑफ इंडिया Union Bank of India
আন্ধ্রা Andhra কার্পোরেশন Corporation
(A Govt. of India Undertaking)
রিজিওনাল অফিস : দুর্গাপুর
বেঙ্গল অম্বুজা, ইউসিপি - ২৩, সিটি সেন্টার
দুর্গাপুর, পিন - ৭১৩ ২১৬
টেলি : ০৩৪৩-২৫৪৩৯২২

স্থাবর সম্পত্তিসমূহ বিক্রয়ের জন্য ই-অকশন নোটিস
অকশনের তারিখ ও সময় : ১২.০৯.২০২৩ @ সকাল ১১.০০টা থেকে দুপুর ০১.০০টা
বিড/ইএমডি জমা দেওয়ার শেষ তারিখ : ১১.০৯.২০২৩, বিকাল ৫.০০টা পর্যন্ত
ইএমডি জমা দেওয়ার পদ্ধতি : বিডার তার এমএসটিসি ওয়ালেটে তার ইএমডি অর্থাঙ্ক জমা করবেন

ক্র. নং	ঋণগ্রহীতার নাম, শাখা, সম্পত্তির বিবরণ এবং বন্ধকদাতা	১. সংরক্ষিত মূল্য ২. বায়না অর্থ জমা (ইএমডি) অকশনের তারিখ ও সময়- ১২.০৯.২০২৩ সকাল ১১.০০টা থেকে দুপুর ০১.০০টা। বিড/ইএমডি জমা দেওয়ার শেষ তারিখ - ১১.০৯.২০২৩	মোট বকেয়া ২০.০৮.২০২৩ অনুযায়ী (সহ অ্যাকাউন্ট বন্ধ হওয়া পর্যন্ত তদুপরি সুদ এবং খরচ)	ক. দায়বদ্ধতা খ. দখলের অবস্থা
৩৪.	**ঋণগ্রহীতা-সুজন সমাদ্দার শাখা-বর্ধমান (১২৬২১) সম্পত্তি** - চতুর্থ তলায় নং বি-৩ নং ফ্ল্যাটের এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের, পরিমাপ প্রায় ৬০৯ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এলাকা এবং প্রায় ২ কাঠা ৯ ছটাক ১০ বর্গফুট বা সামান্য কমবেশি পরিমাপের জমির অবিভক্ত আনুপাতিক শেয়ার সহ এবং মৌজা- নয়াবাদ, পরগনা খাসপুর, জেএল নং ২৫, তৌজি নং ৫৬, আরএস নং ৩, দাগ নং- ১৯৪,১৯৬,১৯৭ এবং ২০৫, মিউনিসিপ্যাল প্রেমিসেস নং-২৯২১, নয়াবাদ, থানা-পূর্ব যাদবপুর কলকাতা- ৭০০০৯৪, জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগনা কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের আওতায়, ওয়ার্ড নং ১০৯- এ অবস্থিত। সুজন সমাদ্দারের নামে, **জমির সীমানা-** উত্তর- প্লট নং ৪০, দক্ষিণ- রোড, পূর্ব রোড, পশ্চিম- রোড, **ফ্ল্যাটের সীমানা-** উত্তর- খোলা আকাশ, দক্ষিণ- খোলা আকাশ, পূর্ব- শ্রী অঞ্জন এর ফ্ল্যাট (ফ্ল্যাট নং-এ৩), পশ্চিম- খোলা আকাশ। **যোগাযোগের ব্যক্তি- প্রসেনজিৎ সরকার : ৭০৬৩৫৮৯৯৩০**	১. ১৯,১৩,০০০.০০ টাকা ২. ১,৯১,৩০০.০০ টাকা	২১,৯৩,৫২৯.০০ টাকা (একুশ লক্ষ তিরানব্বই হাজার পাঁচশত উনত্রিশ টাকা মাত্র)	ক. শূন্য খ. বাস্তবিক দখল
৩৫.	**ঋণগ্রহীতা- সুমন এজেন্সি শাখা- বর্ধমান (১২৬২১) সম্পত্তি-** ১. মৌজা বালিডাঙ্গা, জেএল নং ৩৫, খতিয়ান নং. ২১২, সিএস দাগ নং. ৮২৯, ১৫ নং ওয়ার্ডের অধীনে প্রথমতলায় অবস্থিত বাণিজ্যিক দোকানের প্রকৃতির স্থাবর সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, জেলা-বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ, শ্রী সুবীর দাস এর নামে বিক্রয় দলিল নং ১২২৯৩, পরিমাপ ১৩৫ বর্গফুট। ২. মৌজা, বালিডাঙ্গা জেএল নং ৩৫, খতিয়ান নং. ২১২, সিএস দাগ নং. ৮২৯, ১৫ নং (পুরানো) ওয়ার্ডের অধীনে প্রথমতলায় অবস্থিত বাণিজ্যিক দোকানের প্রকৃতির স্থাবর সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল। জেলা-বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ, শ্রী সুবীরের দাস এর নামে বিক্রয় দলিল নং ১২৬৬৭, পরিমাপ ১৩৫ বর্গফুট। পরিবেষ্টিত- উত্তর- মালিকের দোকান, দক্ষিণ- কার্তিক চন্দ্র দে-এর দোকান, পূর্ব- বড়নীলপুর বাজার, পশ্চিম- কমন প্যাসেজ। **যোগাযোগ ব্যক্তি: প্রসেনজিৎ সরকার: ৭০৬৩৫৮৯৯৩০**	১. ২০,৭০,০০০.০০ টাকা ২. ২,০৭,০০০.০০ টাকা	১৮,৪৯,০৬৫.০০ টাকা (আঠারো লক্ষ উনপঞ্চাশ হাজার পঁয়ষট্টি টাকা মাত্র)	ক. শূন্য খ. প্রতীকী দখল

আগ্রহী পক্ষের দ্বারা সম্পত্তি পরিদর্শনের তারিখ এবং সময় হবে **১১.০৯.২০২৩** কাজের সময় পর্যন্ত এই ই-নিলাম সম্পর্কিত আরও সমস্ত বিবরণের জন্য আগ্রহী ক্রেতাকে সাইটে আপলোড করা নিয়ম ও শর্তাবলী দেখতে হবে। এনপিএ অ্যাকাউন্টের উপরে উল্লিখিত যেকোনও সম্পত্তির সাথে সম্পর্কিত কোন দায়বদ্ধতা জানা নেই এবং এ বিষয়ে যোগাযোগকারী ব্যক্তিরা হলেন ই-নিলামে রাখা সিকিউরিটিজের সংশ্লিষ্ট শাখা ব্যবস্থাপক। বিক্রয়ের বিশদ শর্তাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার ওয়েবসাইটে দেওয়া লিঙ্কটি দেখুন, অর্থাৎ **www.unionbankofindia.com** এবং আইবিএপিআই পোর্টাল ওয়েবসাইট https://ibapi.in -এ যান। দরদাতাদের নিবন্ধন এবং ই-নিলামে অংশগ্রহণের জন্য অনুগ্রহ করে এমএসটিসি কমার্স -এর ওয়েবসাইট **www.mstcecommerce.com** -এ যান। নীচে উল্লিখিত সম্পত্তিগুলি অনলাইন ই নিলামের মাধ্যমে ওয়েবসাইট https://ibapi.in এবং এমএসটিসি কমার্স -এর ওয়েবসাইটের মাধ্যমে বিক্রি করা হবে অর্থাৎ, **https://www.mstcecommerce.com/auctionhome** হেল্পলাইন নম্বর **১৮০০১০২২৫০২৬ এবং ০১১-৪১১০৬১৩১** -তে প্রযুক্তিগত সহায়তার জন্য যোগাযোগ করুন আইবিএপিআই পোর্টাল সম্পর্কিত সমস্যার জন্য।
এটিও একটি সংবিধিবদ্ধ ত্রিশ ৩০ দিনের ও বিক্রয় নোটিশ যা সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এর ৮(৬) এবং ৯(১) এর অধীনে উপরে উল্লিখিত তারিখে ই-নিলাম বিক্রয় অনুষ্ঠিত হওয়ার বিষয়ে উল্লিখিত ঋণের ঋণগ্রহীতা/গণ এবং গ্যারান্টার/গণকে।
তারিখ: ২২.০৮.২০২৩ — অনুমোদিত অফিসার
স্থান: দুর্গাপুর — আঞ্চলিক দপ্তর

মোহনবাগানের সামনে দুর্ধষ মুম্বই সিটি!

দুই বিদেশিকে ছাড়াই নামবে সবুজ মেরুন

কলকাতা: মাঝে আর একটা দিন সময়। তারপর অন্যতম কঠিন ম্যাচে নামতে হবে মোহনবাগানকে। এমন একটা ম্যাচ যেটা আজ পর্যন্ত জিততে পারেনি তারা। আইএসএলে নাম লেখানোর পর থেকেই মুম্বই সিটি এফসি'র বিরুদ্ধে জয় অধরা মোহনবাগানের। সাতবারের সাক্ষাতে পাঁচবার শেষ হাসি হেসেছে বাণিজ্যনগরীর দলটি। বাকি দু'টি ম্যাচ ড্র হয়েছে। এবার ডুরান্ড কাপের আসরে একে অপরের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে এই দু'দল।

আগামী রবিবার যুবভারতীতে শেষ আটের লড়াইয়ে মুম্বইয়ের মুখোমুখি হুয়ান ফেরান্দোর দল। অতীতের ব্যর্থতা মুছে ফেলে এই ম্যাচে জয়ের ব্যাপারে আত্মবিশ্বাসী বোমাস-কামিংসরা। বৃহস্পতিবার অনুশীলন শেষে সেই কথাই শোনা গেল বাগানের দুই বিদেশির মুখে। ২০২১ সালে মুম্বই থেকে মোহন বাগানে সই করেছিলেন বোমাস। প্রাক্তন দলের মাঠে নামার আগে

বেশ চনমনে ফরাসি মিডিও।এদিন যুবভারতীর ট্রেনিং গ্রাউন্ডের বাইরে অনুরাগীদের সেলফির আবদার মেটানোর ফাঁকেই তিনি জানান, চার বছর পর ডার্বিতে ইস্টবেঙ্গল জিতেছে। তাহলে আমরা কেন মুম্বইকে হারাতে পারব না? ফুটবলে কোনওকিছু অসম্ভব নয়। দল দ্রুত ছন্দে ফিরছে। মুম্বই অবশ্যই ভালো দল। তবে জয় তুলে নিতে আমরা প্রস্তুত। দলের অপর বিদেশি জেসন কামিংস আবার এই পরিসংখ্যান শুনে কিছুটা অবাক।

বললেন, সত্যিই, মুম্বই এখনও অপরাজিত! একই সঙ্গে সমর্থকদের আশ্বাস দিলেন, এবার অপেক্ষা ঘুচবে। চোখে অ্যালার্জির কারণে এএফসি কাপের ম্যাচে ঢাকা আবাহনীর বিরুদ্ধে দলে ছিলেন না দিমিত্রি পেত্রাতোস। বৃহস্পতিবারও অনুশীলনে গরহাজির ছিলেন তিনি। তাঁকে ছাড়াই মুম্বই ম্যাচের প্রস্তুতিতে নেমে পড়ল সবুজ-মেরুন ব্রিগেড। গত ম্যাচে খেলা ফুটবলাররা এদিনও ফিজিক্যাল ট্রেনারের তত্ত্বাবধানে গা ঘামালেন। বাকিদের নিয়ে পুরোদমে ট্রেনিং সারলেন কোচ ফেরান্দো। মুম্বইয়ের গাঁট এড়াতে উইং নির্ভর ফুটবলই হাতিয়ার হতে চলেছে স্প্যানিশ কোচের। ব্রেন্ডন হামিলেরও চোট এখনও সারেনি। তবে দিমিত্রি যদি শনিবারের মধ্যে সুস্থ হয়ে যান তাকে ম্যাচের শেষ কুড়ি ২৫ মিনিট ব্যবহার করা হবে। পাশাপাশি ঢাকা আবাহনীর বিরুদ্ধে প্রথম ম্যাচে ভরসা দিয়েছিলেন হেক্টর। মুম্বইয়ের বিরুদ্ধে শুরু থেকেই খেলবেন এই স্প্যানিশ ডিফেন্ডার।

ডুরান্ডের শেষ চারে ইস্টবেঙ্গল

নিজস্ব প্রতিনিধি: ডুরান্ড কাপের সেমিফাইনালে উঠে গেল ইমামি ইস্টবেঙ্গল। শুক্রবার যুবভারতীতে তারা গোকুলম কেরলকে হারিয়ে দিল ২-১ ব্যবধানে। মঙ্গলবার নর্থইস্ট ইউনাইটেডের বিরুদ্ধে শেষ চারের লড়াইয়ে খেলতে নামবে ইস্টবেঙ্গল। এ দিন লাল-হলুদের হয়ে গোল করেন জর্ডান এলসে এবং নিশু কুমার। তবে নিশুর গোলটি বিপক্ষের ফুটবলারের গায়ে লেগে ঢোকায় সেটি আত্মঘাতী গোল দেওয়া হয়েছে।

জিতলেও ইস্টবেঙ্গলের খেলা নিয়ে কিছুটা চিন্তা রয়েই গেল। শুক্রবার সকাল থেকেই বৃষ্টি হয়ে চলেছে। ম্যাচের সময়েও তার বদল নেই। টানা বৃষ্টিতে মাঠের অবস্থা খুব একটা ভাল ছিল না। ফলে লাল-হলুদ ফুটবলারেরা নিজেদের স্বাভাবিক খেলা খেলতে পারেননি। পাসিং ফুটবল দেখা যায়নি বিশেষ। গোকুলমের কাছে বেশ কিছু সুযোগ এসেছিল। তারা কাজে লাগাতে পারলে ম্যাচের ফলাফল অন্য রকমও হতে পারত। তবে এই ফল নিঃসন্দেহে আনন্দ দেবে দল এবং সমর্থকদের। গত কয়েক মরসুমে কোনও ট্রফিই জিততে পারেনি ইস্টবেঙ্গল। এ বার মরসুমের প্রথম ট্রফি থেকে মাত্র দুই ধাপ দূরে তারা।

তখনও দর্শকেরা নিজেদের আসনে ভাল করে হয়তো বসতেও পারেননি। তার আগেই এগিয়ে যায় ইস্টবেঙ্গল। ৩০ সেকেন্ডের মাথায় একটি কর্নার পায় তারা। কর্নার থেকে ছোট পাসে বল আসে নাওরেম মহেশের কাছে। তিনি বক্সের মধ্যেই বল ভাসান। সেখান থেকে হেডে গোল করেন জর্ডান এলসে। শুরুতেই গোল পেয়ে যাওয়ায় তখন যুবভারতীর লাল-হলুদ সমর্থকেরা আনন্দে উত্তাল।

প্রথম গোল পেয়ে যাওয়ার আরও তেড়েফুঁড়ে খেলা শুরু করে ইস্টবেঙ্গল। কিন্তু কিছুতেই ভাল সুযোগ আসছিল না। বৃষ্টিতে মাঠের অবস্থা খুব একটা ভাল ছিল না। ফলে ফুটবলরদের নিজেদের মধ্যে পাস খেলতে সমস্যা হচ্ছিল। খেলার গতিটাও কিছুটা কমে যায়। গোকুলমও যে আহামরি কিছু আক্রমণ করছিল তা নয়। কিন্তু গোলের মুখ সে ভাবে খুলতে পারছিল না তারা।

৩২ মিনিটের মাথায় এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ ছিল ইস্টবেঙ্গলের কাছে। কিন্তু ক্রেসপোর শট বারে লাগে। একটি কর্নারের পর বল এসেছিল ক্রেসপোর কাছে। বক্সের বাইরে থেকে তাঁর জোরালো শট বারে না লাগলে তখনই ২-০ এগিয়ে যেত ইস্টবেঙ্গল। তাঁর ছ'মিনিট পরে সিভেরিয়োর হেড বারের উপর দিয়ে চলে যায়। ৪১ মিনিটে গোকুলমের অ্যালেক্সের শট দারুণ দক্ষতায় বাঁচান ইস্টবেঙ্গলের গোলকিপার প্রভসুখন গিল।

আশা হারাচ্ছেন না প্রজ্ঞানন্দ, আগামী বছরেই বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হওয়ার সুযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি: ডু অর ডাই পরিস্থিতির চাপ সামলানোর মতো অভিজ্ঞতা এখনও হয়ে ওঠেনি। তার উপর টানা একমাস ধরে চেস খেলে বিধ্বস্ত ছিলেন। তিন দিন ধরে চলা ফাইড দাবা বিশ্বকাপের ফাইনালে শেষমেশ হার মানতে হয়েছে ভারতীয় দাবার সেরা সম্ভাবনা রমেশবাবু প্রজ্ঞানন্দকে। ফাইড বিশ্বকাপ জিতে নিয়েছেন নরওয়ের কিংবদন্তি ম্যাগনাস কার্লসেন। নাইবা এল চ্যাম্পিয়নের ট্রফি, ১৮ বছরের প্রজ্ঞানন্দ যে পাঁচবারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়নকে টাইব্রেকার পর্যন্ত টেনে নিয়ে গিয়েছিলেন এতেই বাহবা পাচ্ছেন তিনি। এই বয়সেই দাবা বিশ্বকাপের রানার আপ। চেন্নাইয়ের তরুণকে নিয়ে গর্বে বুক চওড়া হয়ে যাচ্ছে দেশবাসীর। ভবিষ্যতে ইতিহাস গড়ার বিস্তর সুযোগ পাবেন তিনি। দাবা বিশ্বকাপ না জিতলেও আগামী বছরেই প্রজ্ঞার সামনে দাবায় বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হওয়ার সুযোগ। বিশ্বের এক নম্বর দাবাড়ু কার্লসেনকে হারাতে পারেননি। তবে ব্যাঙ্কিংয়ের দ্বিতীয় ও তৃতীয় দাবাড়ু যথাক্রমে হিকারু নাকামুরা এবং ফ্যাবিয়ানো কারুয়ানাকে হারিয়ে ফাইনালে ওঠেন। ফাইড দাবা বিশ্বকাপের ফাইনালে উঠেই ক্যান্ডিডেটস টুর্নামেন্টের জন্য যোগ্যতা অর্জন করেছিলেন প্রজ্ঞানন্দ। ২০২৪ সালে কানাডায় অনুষ্ঠিত হবে এই প্রতিযোগিতা। ববি ফিশার এবং ম্যাগনাস কার্লসেনের পর ক্যান্ডিডেটসের জন্য যোগ্যতা অর্জন করা তৃতীয় কনিষ্ঠ দাবাড়ু হলেন ভারতের প্রজ্ঞানন্দ। দেশে দাবা জগত বলছে, বিশ্বনাথন আনন্দের যোগ্য উত্তরসূরি হয়ে ওঠার সবরকম সম্ভাবনা আছে প্রজ্ঞার মধ্যে। আনন্দের পর দ্বিতীয় ভারতীয় হিসেবে ক্যান্ডিডেটস টুর্নামেন্টে খেলবেন তিনি।

বিশ্বকাপ যদি জিতেও যেতেন তাহলেও দাবায় বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন বলা হত না প্রজ্ঞানন্দকে। ফাইডের নিয়ম অনুযায়ী, মোট আটজন দাবাড়ু ক্যান্ডিডেটসে অংশ নেবেন। তার মধ্যে রয়েছেন ২০২৩ সালের বিশ্বকাপ খেলা প্রথম তিন প্রতিযোগী, গত বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে রানার আপ এবং ফাইড গ্র্যান্ড সুইস টুর্নামেন্টের শীর্ষ দুই দাবাড়ু এবং ফাইড সার্কিটের জয়ী এবং ২০২৪ সালে ব্যাঙ্কিংয়ের সবার শীর্ষে থাকা দাবাড়ু। আগামী বছরের ২ থেকে ২৫ এপ্রিল পর্যন্ত টরেন্টোয় চলবে ক্যান্ডিডেটস টুর্নামেন্ট। এই টুর্নামেন্টের বিজয়ী হবেন চ্যালেঞ্জার। এরপর চ্যালেঞ্জার এবং ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন ডিং লিরেনের মধ্যে খেতাবি লড়াই শুরু হবে। ২০২৪ সালের দাবা বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে চ্যালেঞ্জার ও বর্তমান বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন মুখোমুখি হবেন। তাতে বিজয়ী দাবাড়ু হবেন বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন। ১৯ বছরের প্রজ্ঞানন্দের কাছে এই পথটা দীর্ঘ এবং ভীষণ কঠিন। তবে অসম্ভব নয়।

এশিয়া কাপের ঠিক আগে করোনা আক্রান্ত শ্রীলঙ্কার ২ ক্রিকেটার, পিছিয়ে যেতে পারে টুর্নামেন্ট

নিজস্ব প্রতিনিধি: আবারও ক্রিকেট দুনিয়ায় করোনার থাবা। এশিয়া কাপের আর এক সপ্তাহও বাকি নেই। তার আগে কোভিড আক্রান্ত দুই শ্রীলঙ্কান ক্রিকেটার। এ খবর ছড়িয়ে পড়তেই প্রশ্ন উঠছে, তবে কি পিছিয়ে যেতে পারে এশিয়া কাপ?

শুক্রবার শ্রীলঙ্কা ক্রিকেট বোর্ডের তরফে জানা গিয়েছে, কুশল পেরেরা এবং অভিষ্কা ফার্নান্দো মারণ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন। ঠিক পাঁচদিন পরই শুরু এশিয়া কাপ। হাইব্রিড মডেল মেনে প্রথম চারটি ম্যাচ হবে পাকিস্তানে। তারপরই

শ্রীলঙ্কায় বসবে আসর। ঠিক তার আগে দুই ক্রিকেটার করোনা আক্রান্ত হওয়ায় চিন্তার ভাঁজ বাকি শিবিরেও। কারণ শ্রীলঙ্কা খেলবে ভারত, নেপাল, বাংলাদেশের মতো দলগুলি। দ্বীপরাষ্ট্র যদি করোনা থেকে সুরক্ষিত না হয়, সেক্ষেত্রে এমন স্থানে এত বড় টুর্নামেন্ট আয়োজনও বেশ ঝুঁকিপূর্ণ। তবে আদৌ এক্ষেত্রে এশিয়া কাপ পিছিয়ে যাবে কি না, তা জানতে আপাতত অপেক্ষা করতে হবে।

উল্লেখ্যে, এবারের এশিয়া কাপ নিয়ে দীর্ঘ টানাপোড়েন চলে। প্রথমে এই টুর্নামেন্ট এককভাবে আয়োজনের দায়িত্ব পেয়েছিল পাকিস্তান। কিন্তু বিসিসিআই সচিব জয় শাহ সাফ জানিয়ে দিয়েছিলেন, দুই দেশের এহেন সম্পর্কের মধ্যে পাকিস্তানে কোনওভাবে ভারতীয় দলকে পাঠানো হবে না। যা নিয়ে বিস্তর জলঘোলা হয়। অবশেষে নানা তর্ক-বিতর্কের পর ঠিক হাইব্রিড মডেলে শ্রীলঙ্কা ও পাকিস্তানেই হবে টুর্নামেন্ট। কিন্তু এশিয়া কাপ শুরুর আগে আচমকা করোনাতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ায় কার্যত ব্যাকফুটে শ্রীলঙ্কা। এখনও এই টুর্নামেন্টের জন্য দল ঘোষণা করেনি শ্রীলঙ্কা।

স্কুলপড়ুয়া-পুলিশদের বিরাট আবদার মেটালেন কোহলি

বেঙ্গালুরু: মাঠ হোক বা মাঠের বাইরে বিরাট কোহলিকে নিয়ে মাতামাতি হবেই হবে। এশিয়া কাপের দামামা বেজে গিয়েছে। এই টুর্নামেন্টে বিশেষ নজর থাকবে ভারতের প্রাক্তন অধিনায়ক বিরাট কোহলির দিকে। ৩০ অগস্ট এশিয়া কাপ শুরু হচ্ছে। ২ সেপ্টেম্বর পাকিস্তানের বিরুদ্ধে অভিযান শুরু করবে মেন ইন ব্লু। তার আগে বেঙ্গালুরুর জাতীয় ক্রিকেট অ্যাকাডেমিতে ভারতীয় ক্রিকেটারদের জন্য এক প্রস্তুতি শিবির আয়োজন করা হয়েছে। তারই ফাঁকে সম্প্রতি বিরাট বেঙ্গালুরুর কয়েকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে গিয়েছিলেন। সেখানে তাঁকে এক ঝলক দেখার জন্য ভিড় জমিয়েছিলেন তাঁর ভক্তরা। সোশ্যাল মিডিয়ায় সেই ছবি, ভিডিয়ো এখন ভাইরাল।

সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হওয়া ভিডিয়োতে দেখা গিয়েছে বিরাট একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গনে প্রবেশ করছেন। সেই সময় তাঁর ভক্তরা রীতিমতো উত্তেজিত হয়ে পড়েন। ভিড় সামলাতে হিমশিম খেতে হয় পুলিশকে। 'কোহলিখ কোহলিখ' করে স্লোগান তুলতে থাকেন তাঁর ভক্তরা।

অন্য এক ভাইরাল হওয়া ছবিতে দেখা গিয়েছে বেঙ্গালুরুর এক স্কুলের পড়ুয়াদের মাঝখানে দাঁড়িয়ে হাসিমুখে পোজ দিয়েছেন বিরাট কোহলি। সেই ছবি দেখেই পরিষ্কার সকল কচিকাঁচারা বিরাটকে সামনে দেখতে পেয়ে উচ্ছ্বসিত।শুধু স্কুলপড়ুয়াদের সঙ্গেই নয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের কোচিং স্টাফদের সঙ্গেও ছবি তুলেছেন বিরাট কোহলি। স্কুলপড়ুয়াদের পাশাপাশি বেঙ্গালুরুতে পুলিশদের আবদারও মিটিয়েছেন কিং কোহলি। একাধিক পুলিশের সঙ্গে দাঁড়িয়ে হাসিমুখে ছবি তুলেছেন কোহলি। সোশ্যাল মিডিয়ায় এখন বিরাট প্রেমীদের প্রোফাইলে প্রোফাইলে ঘুরছে এই সব ছবি এবং ভিডিয়ো।

'ঠিক যেন মিসাইল' মরশুমের সেরা থ্রো করে ফাইনালে নীরজ

বুদাপেস্ট: বিশ্ব অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপের আসর বসেছে হাঙ্গেরির বুদাপেস্টে সেখানেই ফের জ্যাভলিন হাতে চমৎকার নীরজ চোপড়ার মরশুমের সেরা দূরত্বে জ্যাভলিন থ্রো করে ওয়ার্ল্ড অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়শিপের ফাইনালের টিকিট পেয়ে গেলেন তরুণ তারকা অ্যাথলিট

ভারতীয় স্পোর্টস ফ্যানদের নজর শুক্রবার দুপুরে ছিল সেইদিকেই কারণ জ্যাভলিন থ্রো-তে ফের ভারতের প্রতিনিধিত্ব করতে নেমেছিলেন নীরজ চোপড়া অলিম্পিক্সে সোনা জয়ী নীরজকে এবারও প্রচুর আশা-স্বপ্ন ওয়ার্ল্ড অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপে আগে ব্রোঞ্জ পেলেও সোনা আসেনি, এবার কী সেই অধরা স্বপ্নই পূরণ হবে এদিন তিনি যোগ্যতা অর্জন পর্বে এই মরশুমে নিজের সেরা পারফরম্যান্স দিয়ে ৮৮.৭৭ মিটার দূরত্বে ছোঁড়েন জ্যাভলিন অলিম্পিক্সে সোনা জয়ীর ছোঁড়া নিয়ে উচ্ছ্বসিত বার্তা ওয়ার্ল্ড অ্যাথলেটিক্সের নিজেদের অফিসিয়াল এক্স হ্যান্ডেলে তারা লিখেছেন ' পুরুষদের জ্যাভলিন থ্রোতে নীরজ চোপড়া যেন মিসাইল ছুঁড়লেন " ৩৭ জন জ্যাভলিন থ্রোয়ারের মধ্যে মাত্র ১২ জন মূলপর্বের টিকিট পাবেন নীরজ চোপড়ার সাম্প্রতিক যা পারফরম্যান্স তাতে রবিবার আয়োজিত হতে চলা ইভেন্টের টিকিট তিনি সহজেই পেয়ে গেলেন এবং ওয়াকিবহাল মহলের কথাকেই সত্যি প্রতিপন্ন করলেন এ ও বি পুলের মধ্যে নীরজ এ পুলে ছিলেন ৮৩ মিটার জ্যাভলিন থ্রো করলেই সরাসরি সুযোগ পাওয়া যেত ফাইনাল লড়াইয়ের স্লটের,আর নীরজ ৮৮.৭৭ মিটার থ্রো করে কামাল করে দিলেন ৩৭ জন জ্যাভলিন থ্রোয়ারের মধ্যে মাত্র ১২ জন মূলপর্বের টিকিট পাবেন নীরজ চোপড়ার সাম্প্রতিক যা পারফরম্যান্স তাতে রবিবার আয়োজিত হতে চলা ইভেন্টের টিকিট তিনি সহজেই পেয়ে গেলেন এবং ওয়াকিবহাল মহলের কথাকেই সত্যি প্রতিপন্ন করলেন এ ও বি পুলের মধ্যে নীরজ এ পুলে ছিলেন ৮৩ মিটার

এশিয়ান গেমসে যাওয়া হচ্ছে না বাংলার অচিন্ত্য শিউলির

বার্মিংহ্যাম: কমনওয়েলথ গেমসে গত বছর ভারোত্তোলন থেকে সোনা জিতেছিলেন বাংলার অচিন্ত্য শিউলি। ২০২৪ সালের অলিম্পিকে অংশ নেওয়া পদকই অচিন্ত্যর পাখির চোখ। তার আগে অবশ্য আসন্ন এশিয়ান গেমসে অংশগ্রহণ করার কথা ছিল অচিন্ত্যর। কিন্তু তা হচ্ছে না। কোনও চোট আঘাতের কারণে নয়, আসলে অচিন্ত্য ক্রীড়া মন্ত্রকের দেওয়া নির্বাচনের মানদণ্ড পূরণ করতে পারেননি। শুধু অচিন্ত্যই নন, ভারতীয় মহিলা ফেন্সার ভবানী দেবীও এশিয়ান গেমসে নামবে পারবেন না। এ ছাড়াও আসন্ন এশিয়ান গেমসে আরও বেশ কয়েকটি ইভেন্টে ভারতীয় অ্যাথলিটরা অংশ নিতে পারবেন না।

অচিন্ত্য শিউলির পাশাপাশি ভারতীয় ভারোত্তোলক এন অজিতও এশিয়ান গেমসে নামতে পারবেন না। ভবানী দেবী এবং ভারতীয় মহিলাদের ফেন্সিং টিমকে হাংঝাউতে হতে চলা এশিয়ান গেমস থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। একইসঙ্গে এ বারের এশিয়ান গেমসে

আধুনিক পেন্টাথলন, ট্রায়াথলন এবং তাইকোন্ডোর মতো একাধিক ইভেন্টও বাদ পড়ল। সকলেই ক্রীড়া মন্ত্রকের নির্বাচনের মানদণ্ড পূরণ করতে ব্যর্থ হয়েছে।

আসলে গত ১২ মাসে স্বতন্ত্র ইভেন্টে ভারতীয় ক্রীড়াবিদদের পারফরম্যান্সের উপর কড়া নজর রাখা হয়েছিল। জানা গিয়েছে ২০১৮ সালের এশিয়ান গেমসে অষ্টম স্থান অর্জনকারী পারফরম্যান্সের নীচে নেমে গিয়েছে বলেই এমন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। টেনিস, বাস্কেটবল এবং হ্যান্ডবল ইভেন্টেও এশিয়াডে ভারতীয় অ্যাথলিটরা অংশগ্রহণ করতে পারবেন না। আসন্ন এশিয়ান গেমসের ভারোত্তোলনে অংশ নেওয়ার জন্য শুধুমাত্র মীরাবাই চানু (৪৯ কেজি) এবং বিন্দিয়ারানি দেবী (৫৫ কেজি) যোগ্যতা অর্জন করেছেন। পুরুষ দলের অংশগ্রহণ প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে। মন্ত্রণালয় থেকে জানানো হয়েছে, অচিন্ত্য শিউলি (৭৩ কেজি) ২০২৩ সালের মে মাসে অনুষ্ঠিত এশিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপে ৩০৫ কেজি উত্তোলন করেছিলেন এবং এন অজিত (৭৩ কেজি) ৩০৭ কেজি উত্তোলন করেছিলেন। তবে ৩০ জুন অনুষ্ঠিত বাছাই ট্রায়ালে তাঁরা সেই ওজনের থেকে কম ওজন উত্তোলন করেছিলেন। তাই তাঁদের সাম্প্রতিক পারফরম্যান্স বিবেচনা করে আসন্ন এশিয়ান গেমসের জন্য ছাড়পত্র দেওয়া হচ্ছে না।

চুমু বিতর্কের জের, পদত্যাগের পথে স্পেনের ফুটবল ফেডারেশনের প্রধান

মাদ্রিদ: কয়েক দিন আগে মেয়েদের বিশ্বকাপে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে স্পেন। কিন্তু স্পেনের বিশ্বজয় নিয়ে যত না আলোচনা হচ্ছে, তার থেকে বেশি আলোচনা চলছে চুমু বিতর্ক নিয়ে। ইংল্যান্ডকে ১-০ ব্যবধানে হারিয়ে বিশ্বকাপ চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর স্পেনের মহিলা ফুটবলাররা যখন মঞ্চে পুরস্কার নিতে উঠছিলেন, সেই সময় জেনি হার্মোসোকে জোর করে চুমু খেয়েছিলেন স্পেনের ফুটবল ফেডারেশনের প্রধান লুইস রুবিয়ালস। যা নিয়ে চরম বিতর্ক হয়। পুরো বিষয়টি মোটেও ভালোভাবে নেয়নি ফিফা। এ বার চুমু বিতর্কের জেরেই পদত্যাগ করতে চলেছেন স্প্যানিশ ফুটবল ফেডারেশনের প্রধান লুইস রুবিয়ালস।

স্পেনের প্রধানমন্ত্রী থেকে শুরু করে বিভিন্ন মহল লুইস রুবিয়ালসের এই মহিলা ফুটবলারকে জড়িয়ে ধরে জোর করে চুমু খাওয়ার কাণ্ড ভালোভাবে নেয়নি। সূত্রের খবর, বিতর্কের জল

এতদূর গড়িয়েছে যে, শুক্রবার পদত্যাগ করতে চলেছেন লুইস। ফিফা লুইসের বিরুদ্ধে বৃহস্পতিবার একটি তদন্ত শুরু করেছে। তাতে বলা হয়েছে, ফিফার শৃঙ্খলাবিধির আর্টিকেল ১৩-র প্যারাগ্রাফ ১ ও ২ লঙ্ঘন করা হয়েছে।

স্প্যানিশ ফুটবল ফেডারেশনের মুখপাত্র লুইসের পদত্যাগের ব্যাপারে কোনও মন্তব্য করতে চাননি। সংবাদ সংস্থা রয়টার্সকে এক সূত্র জানিয়েছে, লুইস রুবিয়ালসের ভবিষ্যৎ এবং তাঁর সম্ভাব্য উত্তরসূরির বিকল্প নিয়ে আলোচনা করার জন্য স্প্যানিশ ফুটবল ফেডারেশনের আঞ্চলিক নেতারা বৃহস্পতিবার মাদ্রিদে একটি সংকট বৈঠক করেছেন। চুমু কাণ্ড নিয়ে বিতর্ক বাড়তে থাকায় একটি ভিডিয়ো বার্তায় ক্ষমা চান লুইস রুবিয়ালস। তিনি বলেছিলেন, 'আমি যা করেছি সেটা ভুল করেছি। আমি নিজের ভুল স্বীকার করছি। তবে সত্যি বলতে আমার কোনও খারাপ অভিসন্ধি ছিল না। মুহূর্তের উত্তেজনায় আমি ওই কাজ করে ফেলেছি।' ২০১৮ সালের মে মাসে স্প্যানিশ ফুটবল ফেডারেশনের প্রধান হিসেবে নিযুক্ত হন লুইস রুবিয়ালস। তার পর থেকে একাধিক বার তিনি বিভিন্ন বিতর্কে জড়িয়েছেন।

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**